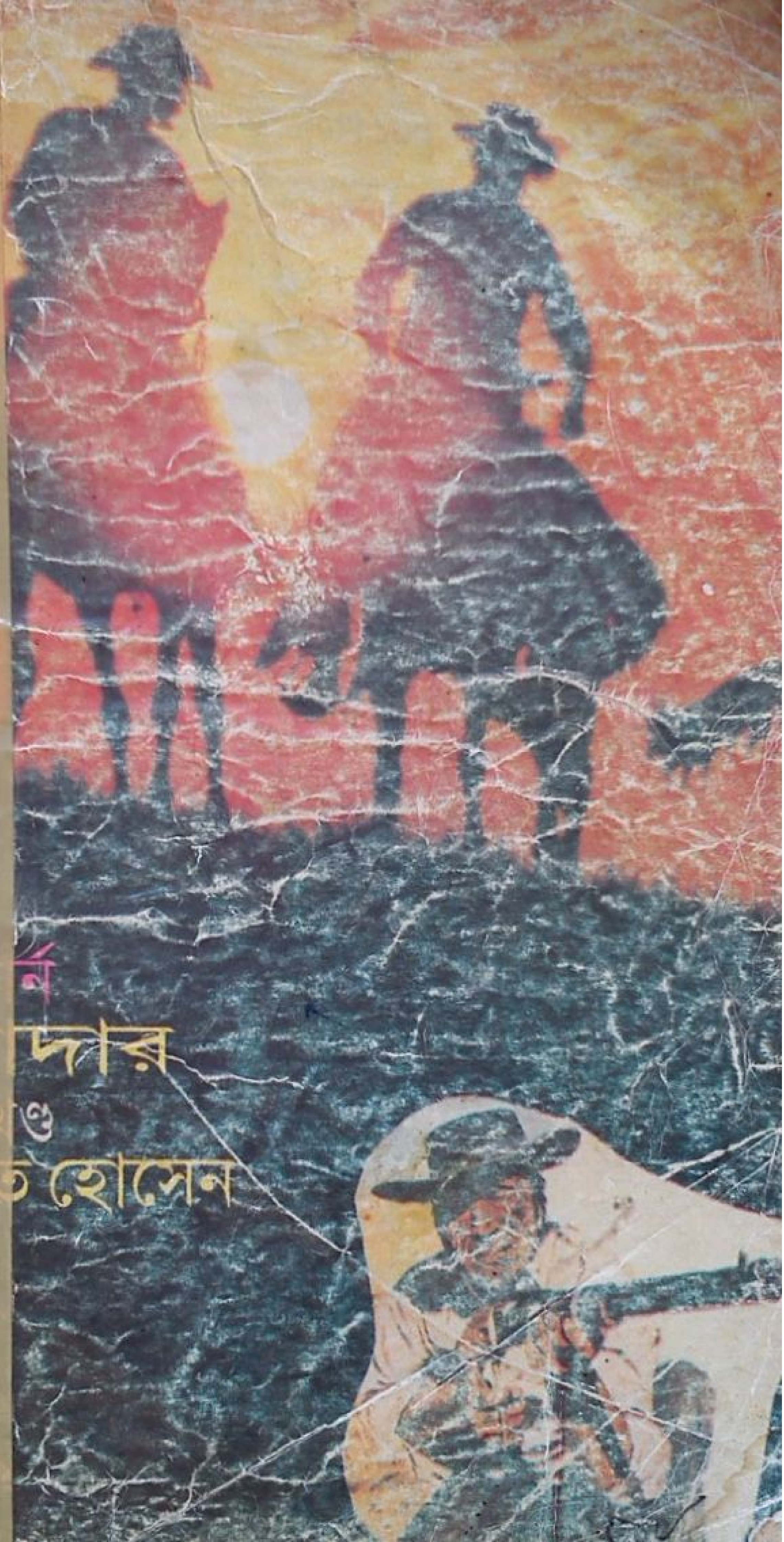

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

প্রথম খণ্ড

শওকত হোসেন

তেইশ টাকা

ISBN - 984 - 16 - 8107 - 2

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

পরিবেশক :
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HANADAR
Part I
By: Saokot Hossain

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

হানাদার

প্রথম পর্ব

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

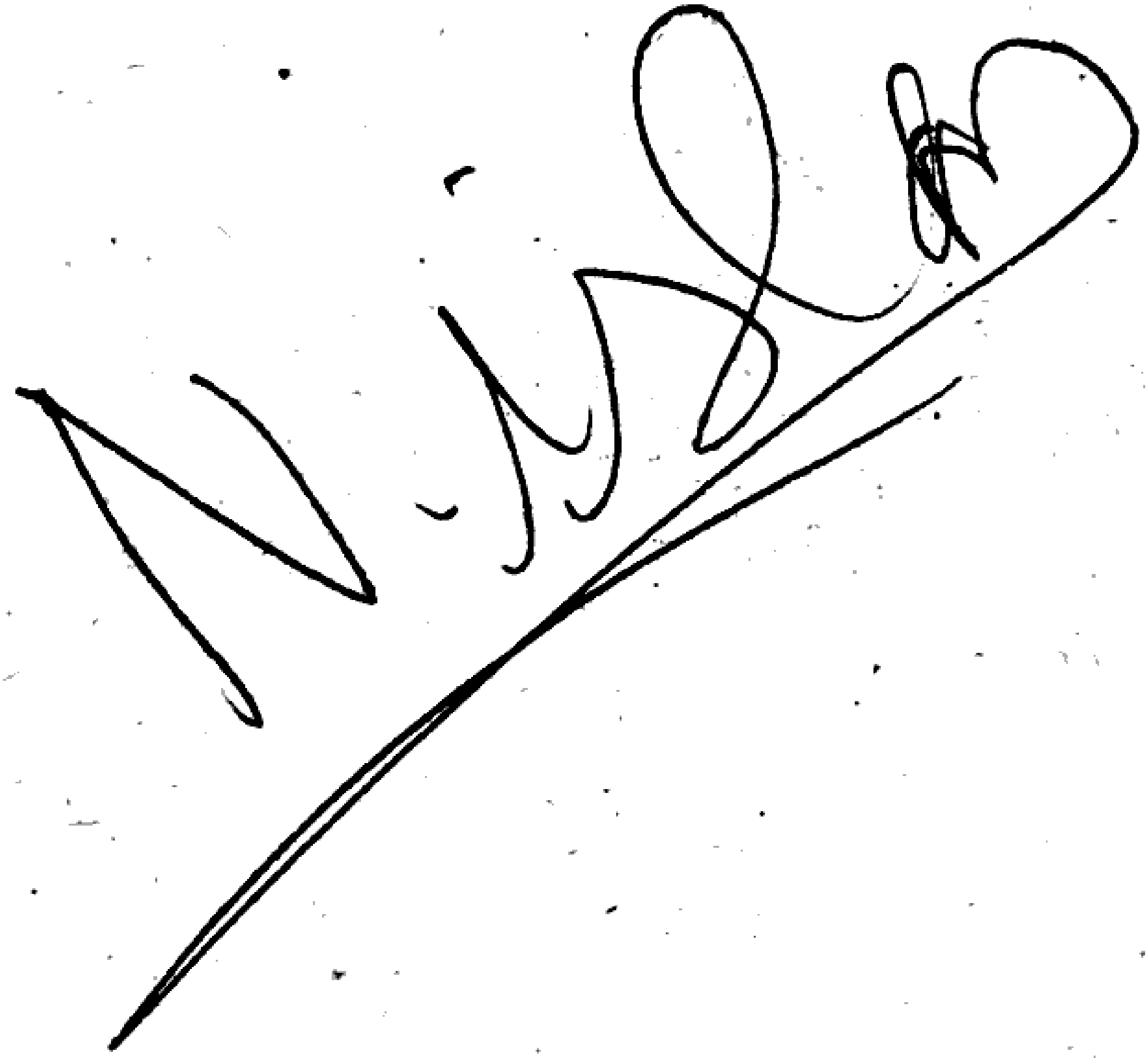

এক

এখন মাঝরাত। গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া আর উজ্জ্বল চাঁদের রূপালী অথচ ঠাণ্ডা আলোয় ডুবে আছে স্টিভ হ্যাংকের ও-ডট র‍্যাঞ্চটা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চহাউস আর অন্য দালানকোঠা। আদিতে মাত্র দুকামরার একটা কটেজের চেহারায় বানানো হয়েছিল র‍্যাঞ্চহাউস—কালক্রমে শাখা গজিয়েছে, যোগ হয়েছে দোতলা—বিশাল আকার নিয়েছে এখন। র‍্যাঞ্চহাউস লাগোয়া নিচু অথচ মজবুত খাঁড়া দালানটা বাংকহাউস; সুবিশাল বার্ন-টা আকাশের পানে মাথা উঁচিয়ে সতর্ক পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে; অন্ধকারে ডুব মেরে আছে ওটা, একদম নীরব-নিঝুম। কোরালটা খাঁ খাঁ করছে এ-মুহূর্তে, কারণ ওটার স্থায়ী বাসিন্দারা নভেম্বরের এই হিম-শীতল বাতাসের কামড় থেকে গা বাঁচাতে বার্নের উষ্ণ অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছে।

কোরালটা দৃষ্টিসীমায় আসার পরপরই ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়েছিল জন রসার; বিশালদেহী মানুষ, সুঠাম গড়ন, সুদর্শন। ঘোড়াটাকে এবার হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ও। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে একরাশ ধুলো উড়ে এল ওর দিকে, চোখ বাঁচানোর জন্যে চট

করে মাথা নিচু করে ফেলল রসার, দ্রুত হাত তুলে টুপির প্রান্ত টেনে চোখের ওপর নামিয়ে আনল। বালিতে কচ্-কচ্ করে উঠল চোখজোড়া। কোরাল ঘেঁষে আরও সামনে এগোল রসার। মিনিটখানেক কেটে গেল। তারপর হঠাৎ ওর ঘোড়া, অ্যাগি ওটার নাম—বয়সের তুলনায় বেশ চালাক-চতুর জানোয়ারটা—কোরালের সীমানা থেকে সরে আসার চেষ্টা করল। আবার মুখ তুলে সামনে তাকাল রসার। গেটের কাছে পৌঁছে গেছে, আন্দাজ করল। কোরালটা খালি লক্ষ্য করেছিল আগেই, এবার দেখল রাতের আবছা আলোয় কোরালের বুড়ো খুঁটিগুলো কেমন যেন শাদা-শাদা লাগছে, চকচক করছে শুকিয়ে যাওয়া হাড়ের মত। পথ বাতলে দেয়ার প্রয়োজন নেই অ্যাগির, নিজেই ঘুরে বার্নের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল সে। হালকা চালে পেরিয়ে এল বাংকহাউসটা, অচিরেই পৌঁছে গেল ওরা বার্নের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়ারটা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডল থেকে নামল এবার রসার, পা বাড়াল দরজার দিকে, কবাট খুলে উঁকি দিল। একটা আয়রন-ব্র্যাকেটের শেষ প্রান্তে ঝোলানো লণ্ঠন থেকে হলদে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। বার্নের উষ্ণতার আঁচ পেল রসার। শহর পর্যন্ত না গিয়ে এখানে এসেছে বলে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল ও। ম্যাকর্‌্যা পর্যন্ত যেতে আরও অন্তত পৌনে এক ঘণ্টা সময় লেগে যেত, কিন্তু ওখানকার স্টার হোটেলের যা অবস্থা তাতে খাটুনিটা পোষাত না।

পেছনে ঘোড়ার নাক সিঁটকানোর আওয়াজ পেল রসার। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল মেয়ারটা, ওকে ঠেলে সরিয়ে বার্নে ঢুকে

পড়ার চেষ্টা করল, এ মুহূর্তে জানোয়ারটাও একটু উষ্ণতার জন্যে উতলা হয়ে আছে। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল রসারের চেহারায়, কিন্তু অ্যাগি তাতে আমলই দিল না। সেই স্যান অ্যান্টনিয়ো থেকে বলতে গেলে একটানা তিন দিন ঘোড়ার পিঠে এতদূর আসতে সাড়া শরীর অসাড় হয়ে গেছে রসারের। কোনরকমে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। সোজা বার্নে ঢুকে পড়ল ঘোড়াটা, এবার তার পেছন পেছন রসারও ঢুকল, আটকে দিল কবাটটা। অ্যাগির পিঠ থেকে স্যাডল খসাল, আলতো করে চাপড় মারল ওটার পেছনে; তীব্র প্রতিবাদ জানাল ঘোড়াটা; বার্নের পেছন দিকে আরও জমাট অন্ধকারের দিকে দৌড়ে গেল। মেঝের ওপর দিয়ে একদিকে ঠেলে দিল রসার স্যাডলটা। সোজা দেয়ালের সঙ্গে টক্কর খেয়ে থেমে গেল ওটা। এবার নিজের বেড রোল হাতে তুলে নিল রসার, মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠতে শুরু করল, খড় গাদা করে রাখা আছে ওখানে। ওপরে কালি-গোলা অন্ধকার। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে নিল রসার, শুয়ে নড়েচড়ে জুৎসই একটা ভঙ্গিতে ছেড়ে দিল শরীর, লম্বা দম নিয়ে চোখ বুজল, এক মিনিট পার হবার আগেই তলিয়ে গেল ঘুমে।

বাতাসের মাতম আরও বেড়ে গেছে এখন। দরজার ওপর মাথা কুটে মরছে যেন। চিলেকোঠার জানালাটার বাইরেই একটা কাঠের হ্যাংগারে ঝুলছে পুলিটা, বাতাসের ধাক্কায় বারবার দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। হাওয়ার দাপটে ধুলো উড়ছে কোরালে; শুকনো ঝরা পাতা আর ছোট ছোট ডালপালা ক্রমাগত ঘূর্ণি খাচ্ছে। বাতাসের নাচন যখন কমে যাচ্ছে তখনই মাটি স্পর্শ করছে ওগুলো, সরে

যাচ্ছে দূরে। অকস্মাৎ এমনি সময়ে বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানের অন্ধকার ফোকর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটা ছায়ামূর্তি, বাতাসের দাপট গ্রাহ্যই করছে না তারা।

মিনিটখানেক নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করল লোকগুলো, তারপর দ্রুত দল ত্যাগ করে সরে গেল চারজন। একজন গিয়ে অবস্থান নিল বার্নের এক কোণে, তার রাইফেলের ব্যারেলে পলকের জন্যে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হলো—বাংকহাউসের দরজা বরাবর নিশানা স্থির করেছে সে। কাঠবেড়ালীর মত দ্রুত পায়ে বাংকহাউসের পাশ ঘেঁষে এগোল আরেকজন, শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামল, এবার মাথা বাড়িয়ে সঙ্গীর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল, হাত নেড়ে আশ্বস্ত করল তাকে। ওরা দুজন অনায়াসে ও-ডট পাঞ্চারদের আটকে রাখতে পারবে; বাংকহাউসে আরামসে ঘুমোচ্ছে ওরা, ঘটনা ঘটতে শুরু করলেই জেগে উঠবে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও বেরিয়ে আসতে পারবে না; ঘরের ভেতর চুপটি করে বসে থাকবে বাধ্য হয়ে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল, তৃতীয় লোকটা; একপাশের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল নিজেকে, নিঃশব্দে অপেক্ষা করল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর কেউ তার আগমন লক্ষ্য করেনি, নিশ্চিত হয়ে দেয়াল ঘেঁষে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল; বিরাট একটা প্যাকিং কেসের পেছনে অবস্থান নিল সে। পেছন দরজার দিকে স্থির হলো লোকটার রাইফেলের ব্যারেল। চার নম্বর আগন্তুক সামনের দরজা থেকে আনুমানিক দশ-বার ফুট দূরে অবস্থান নিল।

এবার বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল পাঁচ নম্বর ছায়ামূর্তি, কয়েক

মুহূর্তের জন্যে ভেতরে উধাও হয়ে গেল সে। আবার যখন বাইরে এল, দেখা গেল একজোড়া ঘোড়া বেরিয়ে আসছে তার সামনে সামনে। ভেতরের আরামদায়ক পরিবেশ ছেড়ে এভাবে হঠাৎ অসময়ে বাইরে আসতে বাধ্য করায় মহাবিরক্ত জানোয়ারগুলো, মনের ভাব গোপন করার কোন চেষ্টাই করছে তারা। ঘোড়া দুটোকে বাইরে রেখে চট করে আবার ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, ফিরে গেল বার্ন-এ—সাত কি আটবার পুনরাবৃত্তি ঘটল ব্যাপারটার—বার্ন থেকে সব কটা ঘোড়া বের করার পর এবার মাথার টুপিটা খুলল সে, আচমকা সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো ঘোড়াটার পাছায় বেদম এক বাড়ি মারল, চেঁচিয়ে উঠল চাপা স্বরে। আতঙ্কে দ্রুত সরে যাবার প্রয়াস পেল ঘোড়াটা, ধাক্কা খেল সঙ্গীদের সঙ্গে; চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল ওগুলো। অন্য ঘোড়াগুলোকেও এবার উত্যক্ত করতে শুরু করল লোকটা—লাথি মারল একটাকে, একটাকে দিল চাপড় এবং তিন নম্বর ঘোড়ার পাছায় সজোরে আঘাত হানতেই কাঙ্ক্ষিত ফল পেল সে। একসঙ্গে দৌড়ুতে শুরু করল আধ ডজন ঘোড়া, বাকিগুলোও ওদের দেখাদেখি ছুট লাগাল। বাংকহাউসের দরজার দিকে নজর রাখছিল যে দুজন তারা ঢিল ছুঁড়ে তাদের গতি বাড়াতে উৎসাহ জোগাল।

এবার র‍্যাঞ্চহাউসের ওপরতলার জানালায় আলোর আভাস দেখা গেল—এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ দলনেতা, দেরি না করে জানালার দিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল সে। প্রচণ্ড শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে পড়ল, নিভে গেল আলোটা। বার্ন-এর দরজার কাছ থেকে সরে এল লোকটা, তার হাতের কোল্ট ফের গুলি

চালানোর জন্যে তৈরি। আস্তে করে দালানের কোণ ঘুরল সে। ওখানে যে লোকটা পাহারায় আছে তার সঙ্গে ধাক্কা খেল। বিরক্ত হয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে দিল লোকটা, পা টিপে টিপে দেয়ালের আরেক প্রান্তে চলে এল; সামনের দিকে উঁকি দিল। কিছুই ঘটল না এক মুহূর্ত, তারপর অনেক দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের গর্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, যেন বর্ষার আকাশে গুড়গুড় ডাক ছাড়ছে মেঘের দল। একই সময়ে কাছেই কর্কশ শব্দে আগুন ওগড়াল আরেকটা রাইফেল। আচমকা সশব্দে খুলে গেছে বাংকহাউসের দরজা। কিচেনের দরজায় নজরদারি করছিল যে লোক এবার গুলি চালাল সে-ও। র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর থেকে পাল্টা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তারপরই শুরু হয়ে গেল তুমুল গুলিবর্ষণ। বারুদের গন্ধে দ্রুত ভারি হয়ে উঠতে শুরু করল আশপাশের হাওয়া। গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল অন্য সব আওয়াজ।

হানাদার বাহিনীর সর্দার এবার সামনে বাড়ল, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে গুলি চালাল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপরে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বার্নের কাছ থেকে টলতে টলতে সামনে এগিয়ে গেল লোকটা, চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পড়ল মাটিতে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আবার, রাইফেল তোলার চেষ্টা করল। এবার দ্বিতীয় গুলিটা আঘাত করল তাকে; হাতের রাইফেল খসে পড়ল; মুহূর্তের জন্যে পাথর বনে গেল যেন লোকটা, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল আবার, নড়ল না আর।

র‍্যাঞ্চহাউসের সদর দরজার পাহারাদার এবার চিলেকোঠার জানালায় আচমকা হাজির হওয়া উৎপাতটার উদ্দেশে গুলি বর্ষ

করল। দ্রুত গুলি বিনিময় হলো ওদের দুজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হার মানল রাইফেলধারী। র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে থেকে সটকে পড়ার চেষ্টা করল, এমন সময় দোতলার ভাঙা জানালার ওপাশের অন্ধকার থেকে একটা গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। রেগেমেগে পাঁই করে ঘুরল লোকটা, পাল্টা গুলি চালাল। নিজেকে শক্ত রাখল জন রসার, হানাদারকে লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি করল, অগ্নি-ঝলক দেখা গেল ওর কোল্টের নলে। বিদ্যুৎগতির দুটো বুলেটই লক্ষ্য ভেদ করল। অস্ত্র ফেলে দিল আগন্তুক, পালিয়ে জান বাঁচাতে চাচ্ছে এখন। ওর অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলো রসার, অন্য বদমাশগুলোর দিকে মনোযোগ দিল তাড়াতাড়ি। বার্নের দেয়ালের ছায়ায় ঘাপটি মেরে থাকা লোকটার দিকে ওর নজর গেল। জানালার বাইরে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল রসার, শত্রুর উদ্দেশে কোল্টের গুলি বর্ষণ করল। গুলির ধাক্কায় লোকটার মাথার টুপি শূন্যে উড়াল দিল। চরকির মত ঘুরল লোকটা, গুলি চালাল রসারের উদ্দেশে। চট করে মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল রসার, বেঁচে গেল অল্পের জন্যে।

কিচেনের দরজার ওপাশের লোকটা আচমকা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল, ঝেড়ে দৌড় লাগাল বার্নের উদ্দেশে। বাকি দুজনও তার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য ছুটে গেল। একসঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল তারা।

রাতের পোশাক পরা লোকজন এবার বেরিয়ে আসতে শুরু করল বাংকহাউস ছেড়ে। হলদে আগুন বিলোচ্ছে ওদের হাতের অস্ত্র, রাতের ম্লান আলোয় তীক্ষ্ণধার ছুরি চালানো হচ্ছে যেন।

হানাদার তিনজনের পলায়নপথ লক্ষ্য করে আন্দাজেই গুলি চালাচ্ছে ওরা, প্রায় খ্যাপাটে ভাব সবার চেহারায়। র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল এবার আরও দুজন। উত্তেজিত কণ্ঠে খানিকক্ষণ বাক্য বিনিময় হলো ওদের মধ্যে। তারপর একজন গিয়ে হানাদার-সর্দারকে শোয়াল চিত করে। ও-ডট র‍্যাঞ্চের সবাই লাশটাকে ঘিরে দাঁড়াল, দেখল তাকে। বিশাল শরীর আর প্রায় চুলহীন মাথার এক লোক হাঁপাতে হাঁপাতে যোগ দিল এসে তাদের সঙ্গে, শক্ত হাতে একটা রাইফেল ধরে রেখেছে সে। এই লোকই স্টিভ হ্যাংক। পাঞ্চারদের চক্র ভেদ করে আগে বাড়ল র‍্যাঞ্চার, কিসের ওপর যেন পা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল, তাকাল পায়ের দিকে। দশ-বারজনের মিলিত দৃষ্টি অনুসরণ করল তাকে। নিজের পা সরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার, দেখল একটা লাশের মেলে দেয়া হাতের ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল সে। ঠোঁটজোড়া একটু নড়ে উঠল তার, পরক্ষণে আবার শক্ত হয়ে চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে; পা বাড়াল আবার। নিসাড় হাতটা চাপা পড়ল তার পায়ের নিচে। হিংস্র ভঙ্গিতে হাতটা মাটিতে পিষে ফেলার চেষ্টা করল সে। একটু পর চোখ তুলে তাকাল পাঞ্চারদের দিকে।

'তো?' জানতে চাইল ক্রুদ্ধ স্বরে, 'তোমরা কেউ চেনো এটাকে?'

বৃত্তের প্রান্তে ওর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দুজন পাঞ্চার, একযোগে মাথা নাড়ল ওরা।

'নাহ্,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চারের কাছে দাঁড়ানো পাঞ্চার।

'আমিও চিনি না,' বলল অপরজন, 'অন্ধকারে ওর ব্যাপারে

তেমন কিছু বলা সম্ভবও না। আলো থাকলে না হয়…

'একজন গিয়ে বার্ন থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আসো না!' বাধা দিয়ে নির্দেশ দিল হ্যাংক।

একহারা গড়নের এক পাঞ্চার কোল্ট হাতে ঘুরে দাঁড়াল বার্নের দিকে। তাড়াহুড়ো করে পরা প্যান্টের ওয়েইস্ট-ব্যান্ডে গুঁজল পিস্তলটা, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঢুকে পড়ল বার্নের ভেতর। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল, একটা লণ্ঠন ঝুলছে তার হাতে।

'আমার কাছে দাও ওটা,' পাঞ্চার ফিরে আসতেই বলল র‍্যাঞ্চার। বিনা বাক্যব্যয়ে লণ্ঠনটা হ্যাংককে দিল পাঞ্চার। রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল র‍্যাঞ্চার, লণ্ঠনের সলতেটা উস্কে দিল আরও খানিকটা, তারপর ঝুঁকে পড়ল লাশের ওপর।

'হ্যাঁ, এবার বলো, চিনতে পারছ ব্যাটাকে?'

ভাল করে দেখার জন্যে লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ল সবাই, আবার যখন সোজা হলো তারা, দেখা গেল একসঙ্গে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। চোখ কোঁচকাল র‍্যাঞ্চার। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হতাশ হয়েছে সে। লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল হ্যাংক।

'জাহান্নামে যাক হারামজাদা!' বলল রাগত স্বরে। 'আমি তো মনে করেছিলাম পিট লুকাসের কোন স্যাঙ্গাৎ। ওটা যে দুনম্বর আউটফিট তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ হোক কাল হোক ও-ব্যাটাদের বিরুদ্ধে ঠিকই প্রমাণ হাজির করব আমি। তখন আর রেহাই পাবে না শয়তানটা! যাকগে, তোমরা লাশটা এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করো। সকাল বেলা ওয়্যাগনে তুলে সোজা

শহরে নিয়ে শেরিফের হাতে সোপর্দ করে দেবে। ওকে বলবে তার সমস্ত কাজকর্ম যখন আমরাই করে দিচ্ছি অন্তত স্কাংকটাকে মাটিতে গাড়ার দায়িত্বটা যেন ঠিকমত পালন করে।'

'ও-ব্যাটার পার্টনারের কি ব্যবস্থা হবে, বস?' জানতে চাইল একজন, 'মানে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে পড়ে থাকা লাশটার কথা বলছিলাম।'

'ও, তাই তো!' বলল হ্যাংক, 'ব্যাটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটাকেও সরিয়ে ফেলো।'

লাশটার ওপর ঝুঁকে পড়ল দুজন পাঞ্চার, ওটার শার্টের কলার মুঠি করে ধরল একজন, আরেকজন ধরল মাথার চুল; তারপর দুজনে মিলে টানতে টানতে লাশ নিয়ে এগোল সামনে।

দুহাতে প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল স্টিভ হ্যাংক।

'চিলেকোঠা থেকে এমন দারুণ গুলি চালাল কে?' জিজ্ঞেস করল এবার। কোন জবাব না পেয়ে হাসল। 'আমি আগেই জানি, ও কাজ তোমাদের কারও পক্ষে সম্ভব না। তোমরা তো বার্নের সামনে দাঁড়িয়েও ওটার দেয়ালে গুলি লাগাতে পারবে না কোনদিন!'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল কয়েকজন পাঞ্চার। হালকা পদশব্দ শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই শব্দের উৎসের দিকে। দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসেছে বার্ন থেকে।

'রসার!' বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে বলে উঠল হ্যাংক।

'হ্যালো,' বলল রসার, চোখের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল টুপিটা। ও-ডটের কয়েকজন পাঞ্চারের উদ্দেশে মাথা দোলাল, তারপর আবার হ্যাংকের দিকে ফিরল। 'আমার কাছে রুম ভাড়া

পাওনা রইল তোমার, হ্যাংক। লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি, ঠাণ্ডাও লাগছিল খুব, তাই আর শহর অবধি না গিয়ে তোমার খড়ের গাদায় রাতটা পার করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অনেক রাত হয়ে গেছে বলে তোমাদের আর বিরক্ত করতে যাইনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তুমিই তাহলে এই ডাকাতটার দফারফা করেছ।'

'হ্যাঁ, স্বীকার না করে উপায় নেই,' হাসতে হাসতে বলল জন রসার, 'এদেশে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু অধিকার আছে বলে স্বীকার করা হয়, শান্তিতে ঘুমোতে পারা তার একটা। ওরা আমার ঘুমে ডিস্টার্ব করছিল বলে ওদের ওপর মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল!'

পাঞ্চারদের একজন শব্দ করে হাসল।

'খোদার হাজার শোকর যে রাতটা এখানে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি,' বলল সে, 'পিস্তলবাজিতে আমাদের দক্ষতার কথা ভাবলেই আমাদের বসের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজ যদি ব্যাটারা পালাত—মানে সবার পালানোর কথা বলছি আরকি—তাহলে, কি বলব, এতক্ষণে নরক গুলজার করে ফেলত ও। দুটো পটল তোলায় খানিকটা হলেও শান্ত থাকবে লোকটা। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা সবাই-ই হামলাটা ব্যর্থ করে দেয়ার কৃতিত্বের ভাগ নিতে চাই, কি বলো?'

'কোন আপত্তি নেই আমার,' বলল রসার। 'আসলে কি জানো, তোমরা বুঝতে পারনি, কিন্তু তোমাদের সাহায্যেই ওদের ঠেকাতে পেরেছি আমি। তোমরা না থাকলে ওদের সবার মনোযোগ থাকত

আমার দিকে, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাত তারা, আমি হয়তো এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে গল্প করার জন্যে বেঁচে থাকতে পারতাম না।'

'কি বলল শুনেছ, বস?' বলল পাঞ্চার, 'এবার যদি আমাদের একটু পাত্তা দাও তুমি!'

গজগজ করে উঠল স্টিভ হ্যাংক।

'এই হামলার মানে কি, রসার?' জানতে চাইল সে, 'তেমন কিছুই তো নিতে পারেনি ব্যাটারা। ওদের কোন ফায়দা হবে না এ থেকে।'

'ঘোড়াগুলো?' জিজ্ঞেস করল একজন, 'ওগুলোর কি কোন দাম নেই?'

'ওরা সাধারণত ঘোড়া চুরি করে না,' ওকে বলল রসার, 'ঘোড়াগুলো স্রেফ তাড়িয়ে দিয়েছে যাতে তোমরা ওদের পিছু নিতে না পারো। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, কাছেপিঠেই পেয়ে যাবে সবকটা ঘোড়া।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে একটু আগের হামলাটা আসলে অন্য কোন হামলার কাভার-আপ—বড় ধরনের হামলা,' বলল হ্যাংক।

'এরকম কিছুই হবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রসার। 'তোমরা কেউ দূর থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ শুনতে পাওনি?'

'আমি পেয়েছি,' চট করে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'তুমি বলার পর মনে পড়ল, আমি শুনতে পেয়েছি গুলির আওয়াজ।'

'কিন্তু এদিকে আট দশ মাইলের মধ্যে তো আর কেউ থাকে না' বলল এক পাঞ্চার।

'তা বটে,' বলল রসার, 'কিন্তু তোমাদের রেঞ্জের ওই দিকের সীমানায় বড়সড় একটা গরুর পাল চরছে না এখন?'

চমকে উঠল হ্যাংক।

'তার মানে তুমি বলতে চাও ওরা আমাদের এখানে আটকে রেখেছিল যাতে গরুর পাল পাহারায় নিয়োজিত ছেলেদের ওপর হামলা চালানোর সময় আমরা ওদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে না পারি, তাই না?' জানতে চাইল সে।

'আমার সেরকমই বিশ্বাস।'

'ইয়া খোদা!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হ্যাংক, পাঁই করে ঘুরল পাঞ্চারদের দিকে। 'তোমরা জলদি করে ঘোড়াগুলো খুঁজে আনার ব্যবস্থা করো! নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসতে চাই আমি। দেরি কোরো না!'

ছুটতে শুরু করল পাঞ্চাররা।

'বুঝলে রসার,' বলল হ্যাংক, 'শিগগিরই সীমান্তের ওপার থেকে যারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসছে তাদের শায়েস্তা করার জন্যে কড়া একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে শয়তানগুলোকে; নাহলে দুঃখ আছে কপালে!'

'জানি।'

'তোমরা, মানে রেঞ্জাররা তো যে যার দায়িত্ব বুঝে নেবে, এ কাজটাও যে ফেলে রাখার মত নয় সেদিকে খেয়াল রেখো—জলদি করে একটা কিছু ব্যবস্থা নিয়ো।'

'রেঞ্জারদের কথা ভুলে যাও, হ্যাংক।'

'ভুলে যাব? মানে?'

'মানে আজ মধ্যরাত থেকে অফিসিয়ালি ডিসব্যান্ড হয়ে গেছে রেঞ্জার বাহিনী,' ওকে জানাল জন রসার।

হ্যাংকের চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'সংসদ সদস্যরা আমাদের বেতনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে সম্মত হয়নি,' আবার বলল রসার, 'আমরা সবাই তাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।'

'হায়, হায়!' কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হলো র‍্যাঞ্চারের, 'এবার তো পুরোপুরি অরক্ষিত হয়ে পড়বে সীমান্ত!'

'হ্যাঁ, পড়বে,' গম্ভীর কণ্ঠে সায় দিল রসার। 'সীমান্ত টহল দেয়ার জন্যে এখন আর রেঞ্জাররা নেই। আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে টেক্সাস—অনেকদিন আগে যেমন ছিল। পলাতক আসামীদের দাওয়াত দেয়ার কাজটা সারা হয়ে গেছে, এতদিন সীমান্তের ওপারে গাঢাকা দিয়েছিল ওরা, এবার ফিরে এসে আমাদের ওপর বদলা নেয়া শুরু করবে। কিন্তু কিছুই বলার জো নেই আমাদের, হ্যাংক, কারণ আমরাই দায়ী এজন্যে। হ্যালস্টিং আর তার দলটা সুবিধার নয় জানা সত্ত্বেও তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছি, এবার তার উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে তারা—ব্যস!'

'বুঝলাম, কিন্তু আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'একটা কাজ করা যায়, হ্যাংক।'

'কি?'

'বেশ—আদি টেক্সানরা এক সময় যেকাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল,' জবাব দিল রসার। 'হামলা ঠেকাতে যার যার অস্ত্র নি

প্রস্তুত থাকতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা!'

'এটা তো পুরনো কায়দা,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আরও কার্যকর কিছু নেই?'

'আছে—সে ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতেই শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। ক্যাটলম্যানদের একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমরা।'

'আমরা মানে?'

'ওহ্-হো, আসার পথে ফ্র্যাংক কনেল, বিল ম্যাকডোনাল্ড আর ড্যান হিলের সঙ্গে দেখা করেছি—সকাল নটায় শহরে হাজির থাকবে ওরা।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলো ওদের, রসার,' বলল হ্যাংক, 'আমি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে রাজি নই। বারজন লোক আছে আমার এখানে—আমাকে নিয়ে তের—আমরা আমাদের অধিকার রক্ষার জন্যে লড়তে চাই। ঠিক নটার সময় শহরে হাজির হব আমি!'

দুই

এমনিতেই পিট ম্যাকের টেক্সাস ক্যাফের ব্যাক-রুম সারাক্ষণ মল্ট,

মদ আর বিয়ারের উৎকট গন্ধে ভার হয়ে থাকে, কিন্তু এখন তার চেয়েও উৎকট দম বন্ধ-করা দুর্গন্ধে সেটা চাপা পড়ার অবস্থা হয়েছে। ঘর অন্ধকার করে বদ্ধ কামরায় ভাসছে গাঢ় ধোঁয়ার মেঘ—ব্যাক-রুমে উপস্থিত খদ্দেরদের মাথার ওপর যেন জমাট বেঁধে গেছে। একপাশের খোলা জানালাটা ধোঁয়া তাড়ানোর কাজে তেমন সাফল্য দেখাতে পারছে না। পুরো তিন ইঞ্চি চওড়া জানালার চৌকাঠের ওপর বসে রয়েছে জন রুসার। খানিক পর পরই মাথা থেকে টুপি নামিয়ে মুখের সামনে পাখার মত নেড়ে ধোঁয়া তাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর চেষ্টা, আরও গাঢ় হচ্ছে মেঘ। ব্যাক-রুমের একটা টেবিলে মাথা ভর্তি শাদা চুল নিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে বসে আছে বিল ম্যাকডোনাল্ড—বার-এম আউট-ফিটের মালিক—তার দিকে তাকাল রুসার। মহা উৎসাহে চুরুট টেনে চলেছে লোকটা। ক্ষণে ক্ষণে হাসছে গলা ছেড়ে।

'ব্যাপার কি হে?' ব্যাক-রুমের গুঞ্জন ছাপিয়ে রুসারের উদ্দেশে চড়া গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বিল ম্যাকডোনাল্ড। 'আবার বোলো না যেন আমি সিগার টানছি বলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে! এতদিনে এই ব্যান্ডে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবার কথা! তোমার বাবা তো কম টানেনি এ-জিনিস!'

হাসল রুসার।

'বোধ হয় সেজন্যেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল আমায়!' পাল্টা জবাব দিল ও।

'ধ্যেৎ,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'তাহলে তো বলতে হবে আমার ছেলেরা রুসারদের চেয়ে ঢের শক্ত ধাতুর জিনিস। আমার চুরুটের

স্টক শেষ হবার আগেই ওরা আবার জোগাড় করে নিয়ে আসে, বুঝলে!'

ফ্র্যাংক কনেল, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে তার বয়স, তবে সে হিসাবে বেশ শক্ত সমর্থ গড়ন লোকটার, একটা পাইপ টানছে সে-ও; একবার ঠোঁটের একপাশে সরাচ্ছে পরক্ষণে আবার সরিয়ে নিচ্ছে অন্যপাশে; রুসারের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল।

'একবার কি হয়েছিল বলছি, শোনো,' শুরু করল সে, 'বার-এম র‍্যাঞ্চে গেছি; গিয়ে দেখি বুড়ো বিলের পাত্তা নেই। পুরো বাড়ি চষে ফেললাম তার খোঁজে। নেই। তারপর হঠাৎ একটা গন্ধ যেন ঝাপটা মারল আমার নাকে—তাজা গোবর আর ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের দুর্গন্ধ মেশালে যা দাঁড়াবে ঠিক সেরকম গন্ধটা। যা হোক, গন্ধ শুঁকে ওটার উৎসে গিয়ে হাজির হলাম আমি। কোথায় আঁচ করো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ! শুয়োড়ের খোঁয়াড়! দেখলাম ওটার রেইলের ওপর বসে আরামসে সিগার ফুঁকে চলেছে আমাদের বিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি বলতে চাচ্ছি!'

হেসে উঠল কামরার সবাই, কিন্তু হাসিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সমবেত লোকগুলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে একহারা গড়নের গোঁফঅলা এক পাঞ্চার, তাকে সবাই চেনে, জেসি বেকার; স্টিভ হ্যাংকের ও-ডট র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমার বস কোথায়?' বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল। 'সে কি ভেবেছে আমরা সারাদিন এখানে বসে থাকব তার জন্যে? আমাদের সময়ের দাম নেই?'

'ও আসছে না,' জবাব দিল বেকার, পরক্ষণেই হড়বড়িয়ে ওদের জানাল: 'বস বেঁচে নেই। এড ক্র্যান্ডলও মারা গেছে তার সঙ্গে!'

মুহূর্তের জন্যে অটুট নীরবতা বিরাজ করল কামরায়, তারপর কেশে উঠল কে যেন।

পলকের জন্যে কেঁপে উঠল জেসি বেকারের চোয়ালের পেশী।

'বেজন্মা রেইডাররা ওদের দুজনকেই খুন করেছে,' তিক্ত কণ্ঠে আবার বলল সে।

জানালা থেকে ইতিমধ্যে মেঝেতে নেমে দাঁড়িয়েছে রসার, তার দিকে তাকাল ফোরম্যান।

'তুমি চলে আসার পরের ঘটনা এটা,' ব্যাখ্যা করল সে, 'পুবদিকের সীমানার ওদিকটায় নজর বোলাতে গিয়েছিলাম আমরা। ওখানে গিয়ে দেখি নাইট রাইডিং-এর দায়িত্বে যারা ছিল তাদের দুজনকেই খুন করে আমাদের এগারশোরও বেশি গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে রেইডাররা। সঙ্গে সঙ্গে স্টিভের মাথায় আগুন ধরে গেল। হানাদারদের ট্র্যাক অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম আমরা। প্রায় মাইল বিশেক এগোনোর পর নাগাল পাওয়া গেল শয়তানগুলোর, ততক্ষণে সীমান্তের কাছাকাছি পৌছে গেছে তারা। সীমান্ত অতিক্রমের আগেই ওদের বাধা দেয়ার জন্যে ঘুরপথে সামনের দিকে চলে যায় স্টিভ আর এড, আমাদের রেখে।'

একটু থেমে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল বেকার, নার্ভাস একটা ভাব রয়েছে ওর এই আচরণে। টুঁ শব্দও করল না কেউ। সবার দৃষ্টি ফোরম্যানের ওপর নিবদ্ধ। তার বাকি কথা শুনতে অধীর প্রত্যেকে

'সন্দেহ নেই স্টিভ আর এডের জন্যে অ্যাম্বুশ পেতে অপেক্ষা করছিল শয়তানগুলো,' খেই ধরল ও-ডট ফোরম্যান, 'কোন সুযোগই পায়নি স্টিভরা, শত্রুপক্ষের সংখ্যার কাছে হেরে গেছে।'

'ওরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল রসার।

'কারা? ওহ্, স্টিভ আর এডের কথা বলছ?'

মাথা দোলাল রসার।

'রাস্তার ওমাথায় সাই ফিলিপসের পারলারে,' জানাল বেকার, 'কাল সকালে ফিউনারেলের সময় স্থির করা হয়েছে।'

'তার মানে ওদের লাশ নিয়েই শহরে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' বলল বেকার, তারপর দুঃখভারাক্রান্ত মনে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল। 'ঘটনাটা মেরির জন্যে বেদনাদায়ক, ঠিক, তবে মহিলার মনের জোর আছে বলতে হবে। ব্যাপারটা একজন সৈনিকের মতই সহজভাবে নিয়েছে সে। কিন্তু মলির কাছে খবরটা পৌছুনোর সময় বুঝতে পারলাম এ ধরনের সংবাদ বয়ে কারও কাছে না যাওয়াই ভাল। বুঝতেই পারছ এডের সঙ্গে মেয়েটার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, বছরও গড়ায়নি এখনও। এডের মৃত্যুসংবাদ মেয়েটাকে কতখানি আঘাত দিতে পারে বলে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। কিভাবে যে নিজেকে সামলে রেখেছে খোদাই জানেন!'

ম্যাকডোনাল্ডের সিগার নিভে গেছে, তবু দাঁতের ফাঁকে শক্ত করে ওটা ধরে রেখেছে সে। হঠাৎ তার চোখজোড়া আগুনের মত ঝলসে উঠল। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে ছিল রসার, পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল, ম্যাকডোনাল্ডের টেবিলের উদ্দেশে এগিয়ে গেল ও।

'এক কাজ করো তুমি,' ও-ডট ফোরম্যানকে পরামর্শ দিল.

'আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও।' সামনে বেড়ে দরজাটা মেলে ধরল। 'এখানকার কাজ সেরেই যাব আমি ওখানে।'

রুসারের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ফোরম্যান।

'মিসেস হ্যাংককে বলো মালপত্র গুছিয়ে নিতে,' আবার তাকে বলল রুসার। 'অন্তত কয়েকদিনের জন্যে হলেও শহরে চলে এলেই বোধ হয় ভাল হবে ওদের জন্যে। পরে সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেলে ফিরে যেতে পারবে।'

ফের মাথা দোলাল বেকার, ঘুরে পা বাড়াল দরজার দিকে, দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল একবার, কোন ব্যাপারে নিজের সঙ্গে তর্ক করছে যেন; শেষে আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল সে।

দরজা বন্ধ করে কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এবার জন রুসার।

'বুঝতেই পারছ সবাই,' বলল ও, 'এই হলো অবস্থা এবং এটা কেবল শুরু—এরকম চলতেই থাকবে। এখন তোমরা বলো কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।'

চুপ করে থাকল ম্যাকডোনাল্ড। প্যান্টের পায়ায় দেশলাইয়ের কাঠি ঘষল ফ্র্যাংক কনেল, ফস্ করে জ্বলে উঠল ওটা, আগুনটা মুখের কাছে তুলে পাইপ ধরাল সে। এক মুহূর্ত মনোযোগের সঙ্গে পাইপ টানল, তারপর ঘুরে সরাসরি রুসারের দিকে তাকাল।

'আইন-কানুন ঠিক রাখার ব্যাপার তুমিই ভাল বোঝো,' বলল সে, 'আমাদের কি করা উচিত বলে তোমার ধারণা?'

'লড়াই।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে?'

'রেইডারদের ওপর পাল্টা হামলা চালিয়ে শেষ করে ফেলে

হবে ওদের।'

'ওদের পেছন পেছন মেক্সিকো পর্যন্ত যেতে বলছ?' জানতে চাইল কর্নেল।

'ঠিক তা নয়,' জবাব দিল রসার, 'তাতে করে আবার মেক্সিকোর সঙ্গে বিবাদ বেঁধে যাবার আশঙ্কা দেখা দেবে, আমরা তা সামাল দিতে পারব না। আমি ভাবছি একদল রাইডারকে চব্বিশ ঘন্টা এমনভাবে তৈরি রাখতে হবে যাতে ওরা মুহূর্তের নোটিশে যেখানেই রেইডাররা হানা দিতে আসবে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে; পাল্টা হামলা চালানোর মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে ওদের।'

'বুঝেছি,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'সেজন্যে কয়জন লোক লাগবে তোমার?'

ক্ষীণ হাসল রসার।

'কয়জন দিতে পারবে তোমরা?' পাল্টা প্রশ্ন করল।

'প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না,' ওকে বাধা দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ব্যাংকে গিয়ে টাকা ধার চাইবার সময় ব্যাংক কত টাকা দিতে পারবে জানতে চায় না লোকে, নিজের প্রয়োজনের কথাই বলে। তুমিই বলো কজন লোক লাগবে তোমার। বাকিটা আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা বুঝব।'

'বেশ,' বলল রসার, 'পঞ্চাশজন হলেই মোটামুটি কাজ শুরু করতে পারব আমি।'

'তোমার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল বার-এর মালিক।

'সীমান্ত বরাবর টহলের ব্যবস্থা করব,' জবাব দিল রসার, 'ছোট

ছোট দলে ভাগ করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি রাখব ওদের যাতে সাহায্যের আবেদন পেলে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে গিয়ে হাজির হতে পারে।'

'এভাবে কি সত্যিই হামলা ঠেকাতে পারবে মনে করো?' জানতে চাইল ড্যান হিল।

'না,' জবাব দিল রসার, 'তবে অন্তত এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি—রেইডারদের ঘাম ছুটিয়ে দিতে পারব আমরা। ফলে একটা উপকার হবে: হানাদারদের বড় ধরনের কোন দাঁও মারার মতলব থাকলে সেটা বাতিল করতে বাধ্য হবে তারা।'

মাঝারি উচ্চতা ড্যান হিলের, আনুমানিক চল্লিশের মত হবে তার বয়স, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে এবার।

'আমি নেই এর মধ্যে,' সরাসরি নিজের মত জানিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার।

'ঠিক আছে,' শান্ত কণ্ঠে তাকে বলল রসার।

'আমি বলি একটা প্রতিনিধিদল গঠন করে ওদের বরং অস্টিনে গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠালেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' উপসংহার টানল ড্যান হিল।

বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তাতে কি ফায়দা হবে শুনি?' জানতে চাইল সে, 'আমার তো মনে হয় অযথা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হবে না তাতে। প্রতিনিধিরা যখন অস্টিনে বসে আরামে সময় কাটাবে ঠিক সেই সময় এখানে আমাদের সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ করে দেবে রেইডাররা। আমাদের নিয়ে হ্যালস্টিডের কোন মাথাব্যথা নেই,

আমাদের কানা-কড়িও দাম নেই তার কাছে। বাজি ধরে বলতে পারি প্রতিনিধি দল-টল পাঠিয়ে কোনই লাভ হবে না, বরং সর্বস্বান্ত হয়ে যাব আমরা, পথে বসতে হবে সবাইকে। আমাদেরকেই এই ঝামেলাটা মেটাতে হবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ততই মঙ্গল। আমাদের কারও পক্ষেই অনির্দিষ্টকাল র‍্যাঞ্চিংয়ের কাজ ফেলে রাখা সম্ভব নয়।'

'আমি তারপরও বলব প্রতিনিধিদল পাঠানোই ঠিক হবে,' আবার বলল হিল, নিজের বক্তব্যে অটল সে।

'আমি বলছি না,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড। 'রসার, আমি তোমার সঙ্গে একমত। চোদ্দজন রাইডার আছে আমার র‍্যাঞ্চে, অনায়াসে ওদের অর্ধেক নিতে পারো তুমি। কসম খোদার, ব্যাপারটা যদি শেষতক শোডাউনের দিকে গড়ায়, বাকি সাতজনকেও নির্দ্বিধায় তোমার হাতে ছেড়ে দেব আমি। আর আমি নিজে যতক্ষণ অস্ত্র বইতে পারব ততক্ষণ আমার পাঞ্চারদের পাশে নিজেও থাকব—যদি দরকার হয়।'

'আধাআধি ভাগের এই হিসাবে আমিও আছি তোমার সঙ্গে, বিল,' জানাল কনেল, 'মোট বারজন কাউহ্যান্ড আছে আমার র‍্যাঞ্চে, রসার হুকুম দেয়ামাত্র চলে আসবে ওদের ছয়জন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রসার, 'মোট তেরজন পেলাম তাহলে। আর কেউ যোগ দেবে নাকি?'

কোন সাড়া মিলল না এ প্রশ্নের। কামরার চারদিকে আর যারা বসে আছে তাদের বেশিরভাগই ছোট ছোট র‍্যাঞ্চের মালিক—সীমিত লোকবল নিয়ে কাজ করে—সিংহভাগ কাজ নিজ

হাতে সারে—দুই-একজন—বড়জোর তিনজন রাইডার থাকে তাকে সাহায্য করার জন্যে—সংখ্যাটা নির্ভর করে র‍্যাঞ্চের সাইজ আর গরুর সংখ্যার ওপর। তবে ওদের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়জন পাঞ্চার খাটাচ্ছে এমন র‍্যাঞ্চারও আছে; ছয় থেকে আটজন পাঞ্চারও আছে কয়েকজনের—একজনের আউটফিটে দশজন পাঞ্চার আছে। খুদে র‍্যাঞ্চারের এই দলটার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড, সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে।

'এই যে, টম ড্যালি,' এক কোণে চুপ করে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাকডোনাল্ড। একবার তাকিয়েই চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ড্যালি। 'মোট কজন খাটছে এখন তোমার র‍্যাঞ্চে?'

আস্তে আস্তে আবার মুখ তুলে তাকাল ড্যালি, ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো, লাল হয়ে গেল চেহারা।

'আ-আমি ড্যান হিলের পক্ষে,' তাড়াতাড়ি অসহায়ের মত বলে উঠল সে, অন্যদিকে নজর সরিয়ে নিল আবার।

'হুম,' একটুক্ষণ চিন্তা করল ম্যাকডোনাল্ড, 'বুঝলে ড্যালি, তোমার বাবা বেঁচে নেই আজ, তোমার জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়ই বলতে হবে। সে বেঁচে থাকলে আজ তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলত। ওকে কোনদিন এসব ব্যাপারে অনুরোধ করার দরকার হয়নি। বিপদ মোকাবিলায় বিনা দ্বিধায় সামনে এগোত ও। আচ্ছা, যাকগে, তুমি ড্যান হিলের পিছনেই ঘুরে মরো, আমার কি! স্যাম ল্যুয...'

কৃশকায়, চোখে করুণ দৃষ্টি, চোয়ালে মানসিক দুর্বলতার ছাপ;

হাড়সর্বস্ব একটা হাত মুখের সামনে তুলে খুক-খুক কাশল ল্যুয।

'কয়জন পাঞ্চার আছে তোমার র‍্যাঞ্চে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

ল্যুযের ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল।

'ছয়জন,' অবশেষে জবাব দিল।

'রসারের হাতে দু-তিনজনকে ছেড়ে দিতে পারবে না?'

'কি জানি, বিল,' আমতা আমতা করে বলল ল্যুয, 'এই মুহূর্তে হ্যাঁ বা না কোনটাই বলতে পারছি না। ভেবে দেখতে হবে!'

বিরক্তির সঙ্গে ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

'জো বেনসন!' ডাকল সে।

তারুণ্য-উজ্জ্বল চেহারার এক র‍্যাঞ্চার বেনসন, তার কোমরে ঝোলানো হাতে বানানো হোলস্টার থেকে উঁকি মারছে সিলভার হ্যান্ডেল্ড পিস্তলের বাঁট। মুখ তুলে তাকাল সে।

'তুমি কোন্ দিকে, জো?'

'আমিও অনেকটা ড্যানের মতই ভাবছি,' জবাব দিল বেনসন, 'আহা, শোনো, বিল, ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না ব্যাপারটাকে—এটা তেমন কিছু নয়। আমি আমার মতামতটা জানালাম কেবল।'

'নিশ্চয়ই,' চট করে জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'সবারই নিজস্ব মত থাকতেই পারে!'

'ঠিক বলেছ,' বলল বেনসন, অনেকটা স্বস্তির সুর ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। হেলান দিয়ে বসল আবার।

'এই যখন অবস্থা,' খেই ধরল শাদাচুল ক্যাটলম্যান, 'আমার

মতামতও বোধ হয় জানিয়ে দেয়া উচিত সবাইকে।'

'নিশ্চয়ই, বিল! বলো!' চট করে বলে উঠল বেনসন, হেসে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল যেন র‍্যাঞ্চারকে। 'ফ্লোর তোমার জন্যে ওপেন।'

'বলছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড, কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াল তার দৃষ্টি; অন্যদের তুলনায় ড্যান হিলের ওপর কয়েক মুহূর্ত বেশি স্থায়ী হলো নজর। 'আমার মতে তোমরা আসলে ভীতুর ডিম! মিস্টার হিলের মত তোমাদের কারুরই নিজের জানমালের হেফাজত করার জন্যে লড়াই করার মুরোদ নেই—আর—'

'এভাবে কথা বলার বয়স কিন্তু অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছ তুমি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল হিল।

'আমার বয়স হয়েছে ভেবে কেউ যেন আবার পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করো না!' সতর্ক করল ম্যাকডোনাল্ড, উঠে দাঁড়াল ঝট করে। 'তোমরা সবাই সশস্ত্র, দেখতেই পাচ্ছি, এটা বলতে-যেয়ো না যে ওগুলো আসল নয়, খেলনা!'

নড়ল না কেউ, কোন কথাও বলল না। অপেক্ষা করতে লাগল বিল ম্যাকডোনাল্ড; তার বিশাল ডান হাতটা কাঁকড়ার মত পিস্তলের বাঁটের ঠিক ওপরে কিলবিল করছে। কামরার চারপাশে আরও একবার নজর বোলাল সে, দৃষ্টিতে তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভের ছাপ চেহারায়। হাত বাড়িয়ে ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ারটা তুলে নিল ফ্র্যাংক কনেল, ঘুরিয়ে দিল তার দিকে।

'বসো তো, বিল,' বলল সে।

চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড। চেয়ারটা

আরও একটু ঠেলে দিল কনেল, ফলে আরেকবার চোখ রাঙানি সইতে হলো তাকে। অবশেষে ঘোঁৎ শব্দ করে নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল বার-এম মালিক।

উঠে দাঁড়াল এবার ড্যান হিল, কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। ড্যালি আর ল্যুযও উঠে দাঁড়িয়েছিল; পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। লালচে চেহারা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ড্যালি, ল্যুযও অনুসরণ করল তাকে। ওরা বেরিয়ে যেতেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল কবাট। এবার আরও কয়েকজন র‍্যাঞ্চার উঠে দাঁড়াল আসন ছেড়ে, হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে বিদায় নিতে চায়, কিন্তু আর কারও মদদ দরকার। ওদের দিকে তাকাল বিল ম্যাকডোনাল্ড, প্রত্যেকের মনের কথা পড়তে পারছে সে পরিষ্কার।

'যাও, যাও—বিদেয় হও!' হাত নেড়ে ওদের বলল র‍্যাঞ্চার, 'তোমাদের আর এখানে থাকার দরকার নেই!'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে চোরের মত হাসল লোকগুলো, তারপর মিছিল করে বেরিয়ে গেল। অবশেষে মাত্র তিনজন রইল ব্যাক-রুমে—ম্যাকডোনাল্ড, কনেল আর রসার।

'তো?' মুখে হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইল কনেল, 'এখন কি করা?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড।

কোমরের বেল্টটা টেনে জুৎ করে বসাল রসার। 'তোমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চ তো পাশাপাশি, তো আমি বলি কি, তোমরা নিজেরাই তোমাদের রেঞ্জের সীমান্ত বরাবর সীমানার দিকটায়

টহলের ব্যবস্থা করো,' পরামর্শ দিল ও, 'তাহলে অবাঞ্ছিত লোকজনের আনাগোনা ঠেকানো যাবে—বুঝতে পারছ বোধ হয়।'

'তুমি কি করবে বলে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আমি? আপাতত এদিকেই থাকব কয়েকদিন,' জবাব দিল রসার। 'এখন অবশ্য সরাসরি ও-ডট র‍্যাঞ্চে যাব, মিসেস হ্যাংকের কোন উপকারে লাগতে পারি কিনা দেখি।'

ওর সঙ্গে দুই র‍্যাঞ্চারও রাস্তায় বেরিয়ে এল। যে যার ঘোড়ায় চেপে শহরের বাইরে চলে এল ওরা। রাস্তার একটা মোড়ে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল তিনজন।

'ঠিক আছে,' বলল রসার, 'চলি তাহলে, পরে দেখা হবে।'

ওর উদ্দেশ্যে হাসল কর্নেল, স্যালুট দেয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল; কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের চেহারা কুঁচকেই রইল।

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, ইয়াং ফেলার,' স্যাডলে নড়েচড়ে আরাম করে বসতে বসতে রসারকে বলল র‍্যাঞ্চার, 'মাথায় আজগুবি কোন বুদ্ধি খেলামাত্র তৈরি না হয়ে হুট করে কাজে নেমে পড়ো না যেন—ফ্র্যাংক আর আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু আগের মত চালু না থাকলে কি হবে এখনও নড়াচড়া করার শক্তি তো আছে! কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো, নাকি?'

'অবশ্যই,' বলল রসার। 'বাই!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, লাগামের মুক্ত প্রান্তের আঘাত হানল মেয়ারের মাথায়। দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করল জানোয়ারটা।

ও-ডট র‍্যাঞ্চের বিশাল কিচেনরুম একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার,

মেঝেটা আয়নার মত চকচক করছে; মেরি হ্যাংকের যত্নের ফল; লোহার সিংকটাও দাগহীন; ব্র্যাকেটে ঝোলানো তোয়ালে—তুষার শুভ্র; জানালায় সুন্দর করে টানানো পর্দাগুলোয় নিয়মিত মাড় দেয়া হয়, বোঝা যায়, ফোলা মচমচে একটা ভাব রয়েছে ওগুলোয়; পর্দার ওপাশে জানালার কাঁচ—রসার যতটুকু দেখতে পাচ্ছে—কয়েকদিন আগেই ধোয়া হয়েছে, বুঝতে কষ্ট হয় না।

'নাহ্!' আবার মেরি হ্যাংকের একই জবাব শুনতে হলো জন রসারকে। মহিলার দিকে তাকাল ও। অসাধারণ সুন্দরী, মাথার চুল বাদামী, চোখের মণিজোড়াও; রসার আন্দাজ করল আটত্রিশ থেকে চল্লিশের মত বয়স হবে মহিলার; তবে অচেনা কেউ, ওর তরুণী এক কন্যাসন্তান আছে না জানলে বিনা দ্বিধায় ধরে নেবে ওর বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। র‍্যাঞ্চের প্রাত্যহিক জীবনে একজন মহিলাকে যা পরিশ্রম করতে হয় সেটা বলার নয়, মিসেস হ্যাংককেও এই ধকল পোহাতে হয়, তা সত্ত্বেও ওর শরীরের রঙ আর হাত দুটো দেখলে যে কোন অল্পবয়সী মেয়েও ঈর্ষান্বিত হতে বাধ্য। শহরে বিলাসী জীবন যাপন করেও অন্য কোন মেয়ে এভাবে দৈহিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 'আমরা এখানেই থাকছি। শহরে গিয়ে স্বস্তি পাব না আমরা। এটা আমাদের ঘর—তাছাড়া—মানে, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'রেইডাররা আবার এলে,' আবার বলল মহিলা, 'আসবেই, আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ এখন তোমাদের, মানে রেঞ্জারদের অস্তিত্ব নেই, সীমান্ত পার হতে ওদের বাধা দিতে যাবে

কে? সুতরাং আবার আসবে ওরা। আমরা স্রেফ ওদের হামলা উপযুক্ত জবাব দেয়ার চেষ্টা করব আর কি!'

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নামল রান্নাঘরে। এভাবেই চ আসছে শুরু থেকে! কিছুক্ষণ বাক্য বিনিময়, ক্ষণিক নীরবত তারপর আবার কথা, ফের নীরবতা। মহিলাকে কথা বলার জন কোন চাপ দিচ্ছে না রসার। পরিস্থিতি বিচার করে ও স্থির করেছে মহিলাকে তার ইচ্ছা মাফিক কথা বলতে দিলেই ভাল হবে সেজন্যে মহিলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনে কথা বলছে আবা নিষ্ঠার সঙ্গে মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে; মে কথা বন্ধ করলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে নীরবতা ভাঙার।

'তুমি তো বোঝো,' আবার কথা বলতে শুরু করল মে হ্যাংক, 'যে কোন মানুষের মৃত্যুই বিশ্বাসের অতীত দুঃসহ একা ব্যাপার—অবাস্তব কিছু যেন। স্টিভ আর বেঁচে নেই বিশ্বাসই হ চায় না আমার, অথচ আমি খুব ভাল করে জানি ও মারা গেছে. জেনেও ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মেনে নিতে পারছি না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রসার। মাথা নাড়ল মিসেস হ্যাং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ও।

'মলির মনের অবস্থা যে এখন কেমন কে জানে!' বলল মহি 'এডকে ও ভালবাসত, সন্দেহ নেই, এডও ভালবাসত ওকে—এড এমন অপমৃত্যু ওর জন্যে নিদারুণ আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু...' মুখ তুলে রসারের চোখের দিকে তাকাল মেরি। 'মা হিসাবে স্টিভ ছিল শক্তিমান, আপসহীন, এডের এ দুটো গুণে ঘাটতি ছিল—মলি বোধ হয় জানত এটা; মেয়েটা আবার বাপের ম

হয়েছে তো, আমার মনে হয় এডকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেনি ও।'

এ কথার কোন জবাব দিল না রসার। হঠাৎ হেসে ফেলল মেরি হ্যাংক।

'আমাদের কথা তো অনেক বললাম,' কৃত্রিম আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল সে কণ্ঠে, 'এবার তোমার কথা শোনাও। কি করবে বলে ভাবছ এখন?'

'জানি না।'

'তার মানে কিছুদিন কাছেপিঠেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন।'

'আমাদের এখানে অসংখ্য খালি কামরা পড়ে আছে, তুমি এখানে থাকলে আমরা বরং খুশিই হব।'

'অনেক ধন্যবাদ, মেরি,' বলল রসার, 'কিন্তু যখন তখন লঙ্কা কাণ্ড বেধে যেতে পারে, তাই আমার মনে হয় এখন শহরে থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।'

'অবশ্যই,' চট করে সায় দিল মেরি।

উঠে দাঁড়াল সে। রসারও উঠল, টুপি হাতে তুলে নিল।

'প্রয়োজনে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো তুমি,' বলল ও।

'হোটেল?'

'হ্যাঁ।' দরজার কাছে এসে কবাট খুলল রসার, থেমে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেরির দিকে। 'যাবার আগে মলির সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'বেশ।'

'কাল আবার দেখা হবে আশা করি,' বলল রসার।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মিসেস হ্যাংক। বেরিয়ে এসে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল রসার।

ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের দিকে চলে এল ও। মেরি হ্যাংকের মত দেখতে আরেকটা মেয়ে বসে আছে পোর্চের সিঁড়ির ওপর। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে বসল রসার।

'এখনই চলে যাচ্ছ আমাদের ফেলে?' জানতে চাইল মেয়েটা।

মাথা দোলাল রসার।

'কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছ?' আবার প্রশ্ন করল মলি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রসার, তারপর বলল: 'দরকার হলে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তোমার মা জানে।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল মেয়েটা।

'জন,' হঠাৎ বলে উঠল সে। ঘাড় কাত করে তাকাল রসার। মাথা নাড়ল মেয়েটা, চট করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

'বলো, কি বলতে যাচ্ছিলে।'

'না, থাক,' বলল মেয়েটা, 'প্লীজ, জোর কোরো না!'

'তোমাকে এটা মানায় না, মলি,' বলল রসার, 'তুমি কখনও কথা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করোনি, বলে ফেলো কি বলতে চেয়েছিলে।'

'বেশ,' বলল মলি। লম্বা একটা শ্বাস টেনে আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। 'আসলে এডের বদলে আমার উচিত ছিল তোমাকে বিয়ে

করা, জন। মানুষ হিসাবে ও ভালই ছিল কিন্তু আমি যেমনটি চাই তেমন নয়, তোমার মধ্যে তার সবই আছে।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল রসার, 'কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়?'

'এডের সঙ্গে আমার বিয়ে হবার আগেই বিয়ে করেছিলে তুমি—এ কথা?'

'হ্যাঁ।'

মলির দুঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে শক্ত হয়ে চেপে বসল।

'তোমার বিয়ের প্রশ্নই উঠত না,' তিক্ত শোনাল মেয়েটার কণ্ঠস্বর, অস্বস্তিতে পড়ে গেল রসার। 'যদি তোমাকে আমি তখন কলোরাডো না কোথায় যেন সেই মিশনে যেতে না দিতাম।'

'নেভাদায়।'

'ও, হ্যাঁ, নেভাদায়,' পুনরাবৃত্তি করল মলি, 'ওখানেই তোমার সঙ্গে ডেবী ওয়েনসের পরিচয় হয়।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, মেরি হ্যাংক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। উঠে দাঁড়াল রসার।

'বেশ,' বলল ও, 'এবার তাহলে আমি চলি। বাই।'

ওকে কোরালের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল মা আর মেয়ে। স্যাডলে উঠে বসল রসার, কোরাল থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মলির দিকে তাকাল এবার মেরি হ্যাংক।

'তোমার শুনতে খারাপ লাগতে পারে,' বলল মলি, 'কিন্তু কথাটা ওকে বলে ফেলেছি আমি।'

'অ্যাঁ!'

'বলেছি এবং সেজন্যে একটুও খারাপ লাগছে না আমার।'

'বেশ,' অবশেষে বলল মেরি, 'আশা করি এতে করে তোমার সম্পর্কে ওর মনে কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে না। মাত্র বছর খানেক আগে ওর স্ত্রী মারা গেছে, আর এডের মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘন্টাও পার হয়নি—'

'মা, আমরা তো বেঁচে আছি এবং আমাদের বেঁচে থাকতে হবে!'

'জানি, মা, কিন্তু—'

'তাহলে আমরাও মারা যাচ্ছি এমন ভাব করতে যেয়ো না, কারণ—'

'থাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না,' শান্ত কণ্ঠে বলল মেরি।

ঘুরে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। মলিও উঠল, ধীর পদক্ষেপে অনুসরণ করল মাকে।

তিন

প্রায় চারশো একরের মত জায়গা পড়েছে পিট লুকাসের

আউটফিটে। পুরো এলাকার বড়জোর তিন ভাগের এক ভাগ র‍্যাঞ্চিংয়ের উপযোগী, বাকি দুভাগ জমির কোন উপযোগিতা নেই বললেই চলে। উঁচু-নিচু রুক্ষ জমি, নুড়ি-পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। বিল ম্যাকডোনাল্ডের বার-এম আর ফ্র্যাংক কনেলের সার্কল-সি আউটফিটের মাঝখানে অনেককটা কীলকের মত সেঁধিয়ে রয়েছে যেন র‍্যাঞ্চটা। ত্রিকোণাকৃতি এই এলাকাটার ওপর বড় দুই আউটফিটের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায়নি কোনদিন। ওদের দুজনের রেঞ্জের সীমানা ত্রিভুজের দুই বাহু তৈরি করেছে আর টেক্সাস-মেক্সিকো সীমান্ত-রেখা হচ্ছে ওটার ভূমি। প্রথম এক হোমস্টিডার পরিত্যক্ত এই জায়গায় বসতি করতে এসেছিল, এখন আর তার নাম মনে নেই কারও; তার আগমনে কোনই আপত্তি তোলেনি ম্যাকডোনাল্ড বা কনেল বরং কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করেছে বোকার হদ্দ লোকটা কয়দিন টেকে দেখার জন্যে। জায়গাটা থেকে কোন কিছু আশা করা অরণ্যে রোদনের সামিল—ভাল করেই জানত ওরা। যাহোক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সেই হোমস্টিডারের অবস্থান। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝে যায়: কেবল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর সহন শক্তি দিয়ে সবসময় ভাগ্য বদলানো যায় না। আনুমানিক ছয় কি আট মাসের মাথায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু না জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল সে নিষ্ফলা ত্রিভুজটা থেকে। তারপর অনেকদিন খালিই পড়ে ছিল জায়গাটা।

ঠিক কবে কখন দৃশ্যপটে আগমন ঘটেছে পিট লুকাসের সঠিক বলতে পারে না কেউ। একদিন বার-এম আউটফিটের এক রেঞ্জ-রাইডার সীমানা টহল দিচ্ছিল; হঠাৎ তার খেয়াল হয় তেকোনা

জায়গাটায় নতুন এক লোকের আগমন ঘটেছে—সে-ই সবাইকে জানায় অবিশ্বাস্য খবরটা। শুনে দুনিয়া কাঁপিয়ে হেসেছিল সবাই বলেছিল লোকটা হয় নেহাত বোকা নয়ত বদ্ধ উন্মাদ, নইলে বসবাস করার জন্যে ওই জায়গা বেছে নিতে যাবে কেন? ব্যাটা বেশিদিন টিকবে না—জোড় গলায় ভবিষ্যৎবাণীও করেছিল তারা কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে দু'বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এবং সবাইকে অবাক করে এখনও বহাল তবিয়তেই ওখানে আছে পিট লুকাস। বিস্ময়কর এবং ব্যাখ্যার অতীত কোন কৌশলে বিরান জমি থেকে ফল আদায় করতে সক্ষম হয়েছে সে। ওর যেসব প্রতিবেশী এতদিন পানির অভাবের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গরু সংখ্যা বাড়াতে পারছিল না তারা খুব কাছ থেকে লুকাসের কাজের ধারা পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিল, আশা করেছিল এমন কোন বুদ্ধি হয়তো মিলে যাবে যেটা কাজে লাগিয়ে নিজের র‍্যাঞ্চের উন্নতি করতে পারবে তারা। কিন্তু তাদের আশা ফলবতী হয়নি। লুকাসকে আর যাহোক সৎপ্রতিবেশী বলা যাবে না, কারণ দর্শনপ্রার্থীরা কখনোই তার কাছাকাছি যাবার সুযোগ পায়নি। মেহমানদের নিরাশ করার বেলায় খুবই মামুলি কৌশল প্রয়োগ করে লুকাস: একটা কি দুটো বুলেট ধেয়ে আসে আগন্তুকের দিকে, ব্যস, সব ইচ্ছা হাওয়ায় উবে যায় হবু-অতিথির, আর সামনে বাড়ার সাহস পায় না, বাদ দেয় লুকাসের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা। লুকাসের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপারে নাক গলানোর আর শখ থাকে না।

প্রতিমাসে একবার শহরে আসে পিট লুকাস, প্রায় প্রতিবার তার সঙ্গে থাকে লালচুলো এক সুন্দরী। নিজেদের প্রয়োজনীয়

রসদপত্র কেনে তারা, কারও সাহায্য ছাড়াই বাকবোর্ডে তোলে সেসব, কাজ শেষে আবার ফিরে যায় আপন ডেরায়। ব্যাপারটা অনেক আগেই শহরবাসীদের অসন্তোষের একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ওদের ধারণা প্রতিবেশী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা রাখা কর্তব্য না হলেও নাগরিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। ওদের উদ্দেশে উচ্চারিত অসন্তোষসূচক শহরবাসীদের নানা মন্তব্য লুকাসের কানে যায়, কিন্তু রহস্যময় র‍্যাঞ্চার তাদের অসন্তোষ দূর করার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা বা উদ্দ্যোগ নেয়নি, অপরিবর্তিত রয়ে গেছে পরিস্থিতি। কেউ কেউ এমনও বলে: লুকাস আসলে মানুষ হিসারে মোটেই সুবিধার না, সেজন্যেই নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখার এত কোশেশ তার! অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে এত অনীহা! আবার কারও মতে লোকটা বুদ্ধিমান এবং কাজের, সেজন্যেই খেজুরে আলাপে তার উৎসাহ নেই, অর্থহীন গালগল্প এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে—যদিও খুদে শহর আর তার বাসিন্দারা এ ধরনের গল্পে মশগুল থাকতে খুব পছন্দ করে। যাহোক পিট লুকাস আর ওর রাইডাররা আগাগোড়া জনবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে আসছে আর দিন দিন একটা প্রশ্ন জোরাল হয়ে উঠছে সবার মনে: কি চলছে লোকটার র‍্যাঞ্চে? সেই আদি হোমস্টিডারের বানানো কেবিনটা বহু আগেই উধাও হয়ে গেছে, তার জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচ কামরার মজবুত কাঠামোর একটা কটেজ। এছাড়া একটা বার্নও তৈরি করা হয়েছে র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি, আরও রয়েছে বাংকহাউস, টুল শেড এবং ছোট আকারের একটা কোরাল। লুকাস আউটফিটটা খুদে অথচ

বর্ধিষ্ণু র‍্যাঞ্চের চেহারা নিয়েছে এখন; কিন্তু কারও বুদ্ধিতে আসছে না সে কিভাবে কোন্ কৌশলে এমন উন্নতি করতে পারছে! মাঝে-সাঝে দু-একজন হয়তো ক্রুদ্ধ স্বরে জানিয়েছে তার রেঞ্জ থেকে বেশ কিছু গরু খোয়া যাবার কথা, কিন্তু কারণ অনুসন্ধানের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কখনও। লুকাস বদ লোক, বিনা প্রমাণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সাহস পায়নি কেউ।

বেশ অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে। কোরাল গেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে পিট লুকাস। এইমাত্র কোরালে ঢুকেছে ছয়জন ঘোড়সওয়ার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদের জরিপ করছে সে। যার যার স্যাডল থেকে নামছে লোকগুলো। বিশালদেহী মানুষ লুকাস, নিষ্ঠুর-চেহারা, দৈহিক কাঠামো দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী সে; তার মাথার চুল, এমনকি দুচোখের ভুরুও কুচকুচে কালো; ঘাড়-গর্দান এমন কঠিন, দেখে মনে হয় যেন ইস্পাতের তৈরি। পুরনো একটা টুপি পরেছে সে, কোন কালে হয়তো কালো রঙের ছিল, এখন অতি ব্যবহারে ধূসর হয়ে গেছে; এখানে ওখানে মাটির দাগ-পড়া রঙ জ্বলা শার্ট আর পিঠের কাছে ছেঁড়া একটা ভেস্ট তার গায়ে; পরনের প্যান্টের অবস্থা আরও করুণ: পরার অনুপযোগী হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই; পায়ের বুটজোড়ার অবস্থাও তথৈবচ। ওর থেকে ফুট বিশেক পেছনে বাংকহাউসের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেল লুকাস, কিন্তু সেদিকে তাকানোর দরকার মনে করল না। খানিকক্ষণ পর একহারা গড়নের কালোমত একলোক এসে দাঁড়াল ওর পাশে। নবাগতের দিকে তাকাল এবার লুকাস, ধমকে উঠে কথা বলল।

'কি খবর নিয়ে এসেছ?' জানতে চাইল।

'তেমন কিছু না,' জবাব পাওয়া গেল, 'তুমি তাহলে ওই মেভেরিকগুলোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল এবার লোকটা।

'হ্যাঁ। আপাতত ওদের কথা তোমার না ভাবলেও চলবে। চলে যাচ্ছে না ওরা, থাকার জন্যেই এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম শহরে গিয়ে কি জানতে পেলে তুমি। তোমাকে চিনে ফেলেনি তো লোকে?'

'আরে দূর! আমাকে খেয়াল করার অবসর আছে নাকি কারও। সবাই আলোচনায় মশগুল। কে আসছে আর কে যাচ্ছে সেদিকে কারও নজর নেই। আমি কাউকে কোন প্রশ্ন করিনি, স্রেফ কান পেতে লোকজনের কথাবার্তা শুনেছি, তারপর বারে গিয়ে একটা ড্রিংক সেরে সোজা আবার ফিরে এসেছি এখানে। খবর হল, গত রাতে ও-ডট র্যাঞ্চে হামলা চালানো হয়েছে, হামলাকারীরা র্যাঞ্চের মালিক স্টিভ হ্যাংক আর তার মেয়ে-জামাই এড ক্র্যান্ডলকে মেরে রেখে গেছে।'

'আচ্ছা, তাই?'

'আর রসার ব্যাটা—'

'কে? ও সেই রেঞ্জার—'

'সাবেক রেঞ্জার।'

'ঠিক বলেছ, মাইক, সাবেক রেঞ্জার। ঠিক আছে বলে যাও। রসারের কথা কি যেন বলছিলে।'

'হ্যাঁ, আমি যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, র্যাঞ্চারদের একটা মিটিং

ডেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে কয়েকজন করে পাঞ্চার ধারে নিয়ে একটা বাহিনী গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে পাল্টা হামলা চালিয়ে রেইডারদের নিশ্চিহ্ন করা যায়। ম্যাকডোনাল্ড নামের বুড়ো শকুনটা আর তার চ্যালা কনেল বাদে আর সবাই বাতিল করে দিয়েছে ওর প্রস্তাব। রাইডার ধার দিতে রাজি হয়েছে ওই দুই র‍্যাঞ্চার। যাহোক শেষ পর্যন্ত হালে পানি পায়নি রসার। হিল বলে এক র‍্যাঞ্চার—ড্যান হিল—রসারের প্রস্তাবের বিরোধীদের নেতৃত্ব দিয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ করি না, চলো, আজ রাতে মিস্টার হিলের ওখানে একবার মেরে আসি আমরা? কি, রাজি?'

কড়া দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকাল লুকাস।

'তোমার জুড়ি নেই, মাইক,' খানিক বাদে বলল সে, 'যতক্ষণ নিজের মগজটাকে না খাটাচ্ছ ততক্ষণ তোমার জুড়ি মেলা ভার। তোমার মাথাটা আসলে টুপি পরার জন্যেই মানানসই। বোকার মত একটা কিছু বললেই হলো! আমরা হিলের র‍্যাঞ্চে হামলা চালালেই তার মাথায় রক্ত চড়ে যাবে, ঠিক ম্যাকডোনাল্ড আর কনেলের সঙ্গে যোগ দেবে সে, আমাদের তখন কি উপায় হবে শুনি?'

বোকার মত চেহারা হলো মাইকের।

'এভাবে চিন্তা করিনি আমি!' স্বীকার গেল সে।

'আমি জানি সেটা। ও-ডট-এ কখন হামলা হয়েছিল বললে?'

'কাল রাতে। কেন?'

'আজ রাতে আমরা আবার হামলা করতে যাব। এত তাড়াতাড়ি আবার হামলার আশঙ্কা করবে না ওরা, আমাদের জন্যে পানির মত সহজ হয়ে যাবে কাজটা। আমরা কাজ শেষ করে চলে আসার পর

সবাই ঠিক ধরে নেবে প্রথম দলটাই চড়াও হয়েছিল আবার কিংবা সীমান্তের ওপর থেকে আসা অন্য কোন দলের কাজ এটা!'

'ওহ্! বুঝেছি এবার!'

'চমৎকার!' শুষ্ক কণ্ঠে বললল লুকাস। 'এবার শোনো, মাইক। আজ ওদের সঙ্গে তুমিও যাবে। এক সঙ্গে অনেক গরু ছিনতাই করার ইচ্ছা নেই আমার, সামাল দেয়া যাবে না। একশো থেকে দেড়শো, ব্যস, এর বেশি না।'

'ঠিক আছে।'

'আগামীকাল রাতে ফের আরেকটা র‍্যাঞ্চে চড়াও হব আমরা, পরশু রাতে, এমনকি তার পরের রাতেও—মানে—যতক্ষণ বিপদের কোন লক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ চলতে থাকবে আমাদের কাজ। বিপদ দেখলেই ঘাপটি মেরে পড়ে থাকব নতুন সুযোগের অপেক্ষায়। গরু সরানোর দারুণ একটা মওকা পেয়েছি এবার আমরা। র‍্যাঞ্চাররা একদিকে সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করতে করতে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকবে আর আমরা এই সুযোগে চোরাই গরুর বদৌলতে প্রচুর টাকার মালিক বনে যাব। বুঝতে পেরেছ বুদ্ধিটা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ, মাইক। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ জানলে বেশ আনন্দিত হই আমি।'

'আরে সব সময়ই তো পারি, তাই না?'

'কি পার?'

'তোমার কথা বোঝার কথা বললে না?'

'কি জানি, মাইক। আমার চিন্তা হয়, কারণ তোমাকে আমি বলি এক ভাবে কাজ করার কথা আর তুমি ঠিক উল্টোটা করে বসে থাকো প্রায়ই, বরবাদ হয়ে যায় সব। আমি বুঝি না তোমার সমস্যাটা কি?'

দাঁত বের করে হাসল মাইক।

'দূর, কি যে বলো না তুমি, পিট!'

'তোমাকে আগেই বলে রাখছি, মাইক। আজ রাতের কাজটা কিভাবে সামলাচ্ছ সেটা দেখব আমি।'

'ঠিক যেভাবে বলেছ সেভাবেই হবে কাজটা।'

'দেখা যাক!'

'দেখো!'

'ঠিক হ্যায়।'

'কখন বের হচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মাইক।

'রাত ঠিক এগারোটায়।'

'বেশি আগে হয়ে যাচ্ছে না? আরও কিছুক্ষণ পরে গেলে আমার মনে হয় ভাল হত, হামলার আশঙ্কায় ওদের তৈরি থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।'

প্রস্তাবটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল লুকাস।

'জীবনে এই প্রথম একটা কাজের কথা বলেছ তুমি,' হেসে বলল সে। 'দেরিতে হামলা চালানোটাই আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। রাত একটা কি দুটো নাগাদ এখান থেকে রওনা দিলেই হবে।'

'না, তিনটায়।'

'ফের সেই পুরনো ব্যাপার। সব সময় তোমার চেষ্টা আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে প্রমাণ করা। বেশ, রাত তিনটাই সই। আর কোন কথা নয়।'

'রাত তিনটার সময়েই বের হব আমরা, পিট,' বলল মাইক। 'ও, ওই-ব্যাটাদের ব্যাপারে কিছু বললে না যে? আমিই জানাব ওদের সব?'

'না-আ। ব্যাপারটা আমি দেখছি,' বলল লুকাস, 'নতুন লোকগুলোর কয়েকটা কথা জানা থাকা দরকার, আমার মুখ থেকে শোনাই ভাল হবে, বুঝতেই পারছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইক।

'তুমিই বস্, পিট,' বলল সে, গানবেল্ট টেনে ওপরে তুলল। 'দারুণ খিদে পেয়েছে, একটা কিছু মুখে দেয়া দরকার। তোমার কি অবস্থা? কফি চলবে?'

মাথা নাড়ল লুকাস।

ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিল মাইক। নবাগত ঘোড়সওয়াররা এতক্ষণে কোরাল থেকে বেরিয়ে এল। দুতিনজনকে দেখা গেল গানবেল্ট টেনে ওপরে তুলছে, ঠিক মত বসিয়ে নিচ্ছে কোমরে। সোজা হয়ে দাঁড়াল পিট লুকাস।

'এদিকে এসো তোমরা,' ছোট করে ডাকল ওদের। 'তোমাদের কয়েকটা কথা বলব আমি।'

ঠাণ্ডা অবহেলা মেশানো দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকাল মারকুটে চেহারার লোকগুলো, মাপল ওকে; কিন্তু ওদের তাচ্ছিল্যকে আমল দিল না লুকাস। এদের রগ ওর চেনা, আগেও

বহুবার এ-জাতের লোকজনের কাছ থেকে কাজ আদায় করেছে, অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা ওদের মজ্জাগত—পেশারই অঙ্গ। নিজের গানবেল্টে দুহাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে অপেক্ষা করতে লাফাল পিট লুকাস। বলতে গেলে প্রায় একইরকম—অদ্ভুত বলতে হয়—লোকগুলো; লম্বাটে একহারা গড়ন, রোদে-পোড়া কঠিন ওদের চোখ, প্রত্যেকের চোয়ালে কঠিন ভাব।

'এই আউটফিটের বস্ আমি,' ওদের জানাল পিট লুকাস। 'এখানে আমি যা বলব সেটাই মানতে হবে সবাইকে। ঠিক আছে?'

কোন কথা বলল না কেউ।

'এখানে তোমাদের সবার মজুরি সমান,' আবার বলল লুকাস, 'যে কদিন তোমাদের আমার প্রয়োজন হবে ততদিন দৈনিক পনের ডলার হিসাবে বেতন পাবে তোমরা। কাল থেকে প্রত্যেকদিন সকালে তোমাদের দৈনিক পাওনা মিটিয়ে দেব আমি। আমার হুকুম মুখ বুজে তামিল করে যাবে তোমরা। যদি তা না করো বেতন মিলবে না, সোজা হিসাব।'

ইচ্ছা করেই আবার একটু চুপ করল লুকাস।

'অন্ধের মত কোন কাজ করায় বিশ্বাস করি না আমি,' খেই ধরল, 'সেজন্যে এখনই তোমাদের চাকরি দেয়ার কারণ খোলাসা করে দিচ্ছি। চমৎকার একটা সেট-আপ পাওয়া গেছে এখানে। বেশ কিছু অসাধারণ রেঞ্জঅলা র‍্যাঞ্চের মধ্যখানে চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে আমাদের এই র‍্যাঞ্চটা। সবগুলো র‍্যাঞ্চ যেন তাদের গরু চুরি যাক, এটাই চাইছে, অনেকটা এরকমই অবস্থা। আমাদের র‍্যাঞ্চের অবস্থানটা যাকে বলে একেবারে মোক্ষম, সুযোগটাও না চাইতেই

এক কাঁদি ধরনের; কারণ সীমান্তের ওপার থেকে দুর্বৃত্তের দল একের পর এক হামলা চালাচ্ছে, ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে সবাইকে, কিন্তু ওদের বাধা দেয়ার কেউ নেই। এ অবস্থায় এখানে যা কিছু অঘটন ঘটবে তার সব দোষ গিয়ে বর্তাবে ওইসব রেইডারের ঘাড়ে, এই ফাঁকে আমরা একটু মজা লুটে নেব, অনায়াসে কিছু টাকা চলে আসবে আমাদের হাতে। আমার পরিকল্পনাটা এবার শুনে রাখো তোমরা। ধরো, দশ-বারটা র‍্যাঞ্চ থেকে একটা করে ছোটখাট গরুর পাল খেদিয়ে নিয়ে আসব আমরা, তারপর পাচার করব সীমান্তের ওপারে। ছোটখাট বলতে একশো দেড়শো গরুর পাল বোঝাচ্ছি আমি। একসঙ্গে এরচেয়ে বেশি গরু সরাব না। প্রত্যেকবারই কিঞ্চিৎ গোলাগুলির আশ্রয় নিতে হবে আমাদের, সেজন্যেই তোমাদের আমদানি করা হয়েছে। গরু সামাল দেয়ার কাজটা আমার ছেলেরাই দেখবে। রাতের অন্ধকারে হানা দিতে যাবে তোমরা, প্রত্যেক রাতেই যেতে হবে হয়তো, অন্তত যে কদিন কোন সমস্যা না হচ্ছে। দিনে যার যা খুশি করতে পারবে তোমরা, তবে সেটা বাংকহাউসের বাইরে নয় অবশ্যই। তোমাদের চেহারা আর কারও নজরে পড়ুক, আমি চাই না। বাংকহাউসেই নিয়মিতভাবে তোমাদের খাবার-দাবার পৌছে দেয়া হবে—প্রচুর এবং ভাল খাবার—সুতরাং তোমাদের বাইরে আসার কোন দরকারই পড়বে না।'

'আমাদের যদি ছোট বা বড় কাজের দরকার হয়?' হেসে জিজ্ঞেস করল একজন।

লুকাসও হাসল।

'বাংকহাউসের ঠিক পেছনেই পাবে টয়লেটটা,' জবাব দি
সে, তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। 'মোদ্দা ক
এটাই। এতে যদি কারও আপত্তি থাকে, আমার শর্ত যদি কার
অপছন্দ হয়, সে তাহলে এখনই স্যাডলে চেপে বিদায় হয়ে যে
পারে। অন্যরা সোজা বাংকহাউসে চলে যাও। আমি আবার না ডা
পর্যন্ত ওখান থেকে বের হবে না কেউ।'

ওদের কাছ থেকে সরে এল পিট লুকাস, আবার কোরা
গেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। আড়চোখে নজর রাখতে লাগ
নবাগতদের ওপর। কিন্তু আবার কোরালে ফিরে আসতে দেখা গে
না কাউকে। দলবেঁধে বাংকহাউসের দিকে এগিয়ে গেল সবাই, নু
পাথরের সঙ্গে বুটের ঘর্ষণের খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল পিট লুকাসে
আস্তে আস্তে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। দুজন দুজন করে বাংকহাউ
ঢুকেছে নবাগতরা। মৃদু হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। সরে এ
কোরাল গেট থেকে, তারপর দ্রুত এগোল বার্নের উদ্দেশে।

বিকেল হয়েছে মাত্র; ও-ডট র‍্যাঞ্চের আরও তিনজন রাইডার
কোরাল থেকে বেরিয়ে এল ফোরম্যান জেসি বেকার। ওদে
প্রত্যেকের স্যাডলবুট থেকে রাইফেলের বাঁট উঁকি দিচ্ছে।

'একটু দাঁড়াও তোমরা,' ওদের বলল বেকার। রাশ টেনে ঘো
থামাল রাইডাররা। বেকার এগিয়ে গেল বাংকহাউসের দিকে
দরজার কাছে অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করে ফিরছে দুজন পাঞ্চা
মুখ তুলে তাকাল তারা; আরও সামনে যাবার পর ভেতর থে
উঁকি দিল আরও দুজন। 'যা বলেছি মনে থাকে যেন, ফেলার

তোমাদের অর্ধেক রাতে পাহারায় থাকবে, একসঙ্গে সবাই ঘুমিয়ে পড়ো না যেন আবার! আগামীকাল পালাবদলের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা কখন ফিরে আসতে পারব বলা যাচ্ছে না, তবে ফিরে এসে যদি দেখি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছ সবাই তাহলে কিন্তু মহা মুসিবত হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছ?'

কথা শেষ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে এল জেসি বেকার, অপেক্ষমাণ তিন রাইডারও এগিয়ে এল ওর সঙ্গে মিলিত হবে বলে। ঘোড়া ঘুরিয়ে বেকারের পেছনে সারিবদ্ধ হলো তারা। তারপর দ্রুত গতিতে র‍্যাঞ্চ-ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল খুদে দলটা, কিছুক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে গেল। স্যাডলে থাকতে থাকতে পা'জোড়া কিঞ্চিত বেঁকে গেছে ওর, নাম এড লাউরি, ও-ডট পাঞ্চার, বাংকহাউসের সামনে সে-ও পায়চারি করছিল, হঠাৎ র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল। মেরি হ্যাংককে রাস্তার ওমাথায় দেখতে পেল সে। ও-ডটের আরেক পাঞ্চার জো ব্লিসও মুখ তুলে তাকাল সেদিকে।

'কিছু বলতে চায় মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করল ব্লিস।

'কে জানে,' জবাব দিল লাউরি।

'জিজ্ঞেস করে এসো না।'

'তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো না?' পালটা জবাব দিল লাউরি।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল জো ব্লিস, এক হাতে টেনে প্যান্ট ওপরে তুলল, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে। ওকে এগিয়ে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরি। মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পাঞ্চার।

'কিছু লাগবে, ম্যাম?' জানতে চাইল।

'ওরা,' জিজ্ঞেস করল মেরি, 'কোথায় গেল?'

'ও—বেকারদের কথা বলছ? রেঞ্জে যাচ্ছে ওরা—হার্ড রাইডারদের রেহাই দেয়ার জন্যে,' জানাল ব্লিস, তারপরই চট করে আবার অনেকটা যেন মেরিকে আশ্বস্ত করার জন্যেই যোগ করল: 'তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই, ম্যাম। ঘুমন্ত অবস্থায় আর আমাদের ওপর চড়াও হবার সুযোগ পাবে না বদমাশরা। আমাদের অর্ধেক আজ রাত জেগে পাহারা দেবে।'

'আচ্ছা,' বলল মেরি।

'অবশ্য রাইডাররা আর আসবে বলে মনে হয় না আমার—অন্তত আগামী কয়েকদিন না আসাই স্বাভাবিক।'

'আমারও তাই মনে হয়,' জবাব দিল মেরি। 'ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না, ম্যাম। তোমাদের কিছু লাগলে আমাদের বলো।'

'ঠিক আছে, গুডনাইট।'

'নাইট, ম্যাম।'

হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করল ব্লিস, তারপর ঘুরে বাংকহাউসের দিকে ফিরে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এড লাউরি।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল জো ব্লিস।

'বেকাররা কোথায় গেছে জানতে চাইল, ব্যস,' বলল সে। মনে হলো একটু যেন উদ্বেগের মধ্যে আছে বেচারি।'

'তুমিও অমন উদ্বিগ্ন হতে,' মন্তব্য করল লাউরি, 'যদি মেয়ে হয়ে

জন্মাতে আর আজ সকালে স্বামীকে কবর দেয়ার পর সন্ধ্যায় আবার হামলার আশঙ্কায় কুঁকড়ে থাকতে হত—হাওয়ায় উবে যেত তোমার সাহস।'

বিব্রত মনে হলো ব্লিসকে।

'আমার কাছে থেকে কি আশা করো?' জানতে চাইল সে। 'মহিলা উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে তো তাকে দোষ দিচ্ছি না আমি! ওকে আশ্বস্ত করার জন্যেই বরং বলেছি আমাদের অর্ধেক লোক আজ রাত জেগে পাহারা দেবে।'

'অ! মহিলা তাতে আশ্বস্ত হয়েছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি!' ধমকের সুরে জবাব দিল ব্লিস। 'এই র‍্যাঞ্চে তো তোমাকেই রমণী-মোহন বলে জানে সবাই—সারাক্ষণ সবাইকে সেরকমই তো বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছ আপ্রাণ—রাতদিন গাঁজাখুরি সব গপ্প শোনাচ্ছ— দুনিয়ার সব মেয়ে নাকি তোমার জন্যে পাগল হয়ে যায়! কবে নাকি একজন তোমাকে না পেলে আত্মহত্যা করার হুমকি দিয়েছিল না! তো তুমি নিজেই যাও, জিজ্ঞেস করে এসো মহিলা এখন কি ভাবছে। মেয়ে মানুষকে সান্ত্বনা দেয়ার দায়িত্বটা তো তোমারই নেয়া উচিত! আমার মনে হয় তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বললেই জীবনে আর কোনদিন উদ্বিগ্ন হবার কথা মনে আসবে না তার।'

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল না লাউরি। প্যান্ট টেনে ওপরে তুলে বাংকহাউসে ঢুকে সশব্দে আটকে দিল কবাটটা।

'আহ্-হা!' একটা বাংকে ঘুমিয়েছিল এক রাইডার, চেঁচিয়ে আপত্তি জানাল সে, 'এত জোরে দরজা আটকানোর কি হলো!

এমনও হতে পারে আজ রাতে আরামে ঘুমানোর মওকা মিলে যাবে তোমার আর রাত জেগে পাহারা দিতে হবে আমাকে! দয়া করে ডাক পড়ার আগেই আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও, খামোকা জ্বালিয়ো না!'

ভুরু কোঁচকাল লাউরি। জবাব দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মত পাল্টাল—সময় আর শক্তির অপচয় ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। ওকেও রাত জেগে পাহারা দিতে হতে পারে ভেবে নিজের বাংকে গিয়ে শুয়ে পড়ল লাউরি, চোখ বন্ধ করল।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চমকে বাংকের ওপর উঠে বসল সে। পরক্ষণে চেনা কণ্ঠের চিৎকার আর জবাব কানে এল। আবার কুঁচকে গেল লাউরির চোখজোড়া। দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল একজন।

'এই যে মিয়ারা!' বলল সে, 'অ্যাই অকম্মার দল! দয়া করে এবার একটু বেরোও না! আমাদেরও একটু চোখ বোজার সুযোগ দাও। কই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা! এই যে, এড, এখুনি ঘুমানোর আয়োজন করছ বোলো না যেন!'

বাংকের একপাশে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসল লাউরি, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আজ রাতে পাহারায় থাকছি আমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

'ও, সেজন্যেই আগেভাগে একটু ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলে!' বলল লোকটা। 'আচ্ছা, সকালের ফিউনারেলটা ঠিকমত হয়েছে তো? ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছে মেরি?'

কাঁধ ঝাঁকাল লাউরি।

'আ—মনে হয় ঠিকই আছে সে,' জবাব দিল। সামনে ঝুঁকে বাংকের নিচে হাত চালাল সে, একটা রাইফেল বের করে আনল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল ফের। রাইফেলটা আস্তে করে বাংকের ওপর নামিয়ে রাখল লাউরি, হাত বাড়িয়ে দেয়ালের হুকে ঝোলানো জ্যাকেটটা নিয়ে গায়ে চাপাল।

'হাওয়া আছে নাকি বাইরে?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা দোলাল দোরগোড়ায় হাজির লোকটা।

'ইস্!' বলল লাউরি, 'ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সারারাত পাহারা দিতে হবে!'

রাইফেলটা আবার হাতে নিল এড লাউরি। রেঞ্জ প্রত্যাগত দরজাটা মেলে ধরল এবার, একটু পিছিয়ে গিয়ে লাউরিকে বেরিয়ে যাবার পথ করে দিল। বেরিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে স্যুইংডোরটা ঠেকাল লাউরি, ভিড়িয়ে দিল আস্তে করে। এক মিনিট পার হবার আগেই ফের কবাট খুলল সে, মাথা ঢোকাল ভেতরে।

'অ্যাই, হিগ!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'জলদি বেরোও, ম্যান। পাহারা দেয়ার সময় হয়ে গেছে—রাইফেলটা নিয়ে এসো সঙ্গে!'

পাশ ফিরে শুলো বাংকে শোয়া হিগ।

'ওহ্! নিকুচি করি তোমার,' গজগজ করল সে। কবাটটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর চেহারায় আরও কয়েক মুহূর্ত গজরাল হিগ, তারপর উঠে বসল। 'আমি হাজার টাকা বাজি ধরে বলতে পারি হং ছাড়া রেইডাররা আজ আর আসবে না, বেহুদা—'

অধৈর্য টোকা পড়ল দরজায়।

'কি হলো, হিগ!' একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আসছিরে, বাবা! আসছি!'

'জলদি!'

'জবাব দিল না হিগ, কেবল গজগজ করল আপনমনে।

'একদিন যদি সুযোগ পাই ব্যাটার বাঁকা পা দুটো আরও বাঁকি গলার সঙ্গে ঠিক গিঁট দিয়ে দেব, বারটা বাজিয়ে ছাড়ব ব্যা বামুনের বাচ্চার! ফের যদি চেঁচায় শালা, আজই ওর টুঁটি ছিঁ ফেলব, কসম!'

দূরের উন্মুক্ত রেঞ্জেও এখন বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে বাতাসে বেগ, শুকনো ঝরা পাতা, ধুলো আর ঘাসের কণা বাতাসের সং উড়ে এসে ঝাপটা মারছে চোখে মুখে। পুবদিকের সীমানা ঘেঁ আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে চলেছে জেসি বেকার। পুরোপু অন্ধকার বলা যাবে না রাতটাকে, ঠিক সামনে জমাট এবং গা অন্ধকার অবয়বগুলো প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও-ডট ফোরম্যান। আঁধার ফুঁড়ে হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার উদয় হলো।

'কে, জেস নাকি?' জানতে চাইল রাইডার।

'হুম,' জবাব দিল বেকার। খানিক পর একসঙ্গে মিলিত হলো দুজন, আরাম করে বসল ওরা নিজ নিজ স্যাডলে। 'এখন বিছানা আরাম করে ঘুমানোর কথা আমাদের!'

'ইশ্!' জবাব দিল রাইডার। 'তোমার কি ধারণা, জেস?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমাদের ওপর আবার হামলা হবে?'

'উঁহুঁ।'

'আমিও এতক্ষণ একথাই বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম স্যাম জেসাপকে। পর পর দুরাতে রেইডাররা একই জায়গায় চড়াও হবার কথা কেউ শুনেছে কোনদিন?'

'তা জেসাপ কি বলল?'

'ওর কথা আর কি বলব!' বলল রাইডার। 'গজগজ করে সে বলল: *'দেখো, সব ব্যাপারেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, ভুলে যেয়ো না। পরপর দুবার একই জায়গায় হামলা হবার কথা শোনোনি বলে কিছু আসে যায় না; এমনও তো হতে পারে, ওরা আর আসবে না, আমরা এমন ধারণা নিয়ে বসে থাকব ধরে নিয়েই আবার চড়াও হবার ফন্দি আঁটছে এখন ব্যাটারা'*।'

'খারাপ দিকটাই সবসময় সবার আগে স্যামের নজরে পড়ে!'

'হুম!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জেস বেকার।

'পরে আবার দেখা হবে, জ্যাক,' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রাইডারকে বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিল পাঞ্চার, 'ঘুরে এসে হয়তো এখানেই পাবে আমাকে!'

ঘোড়া নিয়ে সরে আসার সময় তার উদ্দেশে হাসল বেকার। আর সবার মত জ্যাক আর্থারকে সে-ও পছন্দ করে। সদাপ্রফুল্ল, প্রাণচঞ্চল ছেলেটা; বেপরোয়া এবং স্বাধীন চেতা; সারাক্ষণ মজার সব গল্প বলে আসর মাতিয়ে রাখতে পারে আবার অন্যের কথায় ফোড়ন কাটার বেলাতেও তার জুড়ি নেই: ওর মত একজনকে কাজের সঙ্গী হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

অত্যন্ত শ্লথ গতিতে রাত গড়িয়ে চলল। চকচকে থালার মত চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল সন্ধ্যার আকাশ, কিন্তু রাত দশটার দিকে সেই যে একটা কালো মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে চাঁদটা, এখন পর্যন্ত আর মুখ বের করার নাম নেই। নিকষ ভৌতিক অন্ধকার জেঁকে বসতে চাচ্ছে চারপাশ থেকে। সন্ধ্যার দিকে বেশ আরামদায়ক ছিল বাতাসটা, কিন্তু এখন ক্রমেই হিম হয়ে যাচ্ছে, কামড় বসাচ্ছে যেন গায়ে। হাওয়ার ঝাপটায় ঘূর্ণি খাচ্ছে শুকনো ধুলো; একসঙ্গে জড়ো করা গরুগুলোর গলার পর্দায় বাড়ি খাচ্ছে দমকা বাতাস, ফলে অনেক মানুষের মিলিত চাপা কণ্ঠের গুঞ্জনের মত শব্দ হচ্ছে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল। জেস বেকার আবার অপর তিন পাঞ্চারের সঙ্গে মিলিত হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে। এরকম অন্তত দশ-বার বার মিলিত হয়েছে ওরা ইতিমধ্যে। ওদের সবার চোখই বালিতে কটকট করছে এখন, তাই টুপি নামিয়ে চোখ আড়াল করে রেখেছে; জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়েছে অনেক আগেই। ঘোড়াগুলো বারবার অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকছে, নাক সিঁটকাচ্ছে ঘন ঘন।

'কি খবর তোমাদের?' জানতে চাইল বেকার, নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসল স্যাডলে। হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষে উষ্ণতা পাবার চেষ্টা করল। 'বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে!'

'হাহ্,' চট করে জবাব দিল জ্যাক, 'আমি তো একদম জমে গেছি, কোনদিন আর গলব কিনা কে জানে!'

'নিজের বাংকে শুয়ে থাকতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম আমি

এখন,' দ্বিতীয় রাইডার টম ডায়ার বলল এবার।

'আমার মনের কথা বলেছ তুমি, পার্টনার,' আবার বলল জ্যাক আর্থার।

'তোমার কি অবস্থা, স্যাম?' জেসাপের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল বেকার।

'ওকে জিজ্ঞেস করা না করা সমান কথা,' গজগজ করল জ্যাক, 'ওর কখনও শীত করে না, গরমও লাগে না। কিছুতেই কিছু আসে যায় না ওর। আমার মনে হয় অনেক আগেই মরে লাশ হয়ে গেছে ও কিন্তু কেউ তা ওকে বুঝিয়ে দেয়নি।' হাত দুটো শরীরের দুপাশে ঘোরাল সে। 'অ্যাই, জেস, ছোট করে একটা আগুন জ্বাললে হয় না?'

'নাহ্,' চট করে জবাব দিল ফোরম্যান, 'এখানে মেহমানদের আগমন যদি ঘটেই তাদের আমাদের অবস্থান জানানোর ব্যবস্থা করার কোন মানে হয় না।'

'মেহ্মান?' নাক কুঁচকাল জ্যাক আর্থার, 'মাথা খারাপ না হলে এই শীতের মধ্যে আজ আর কেউ ঘরের বাইরে পা ফেলবে না। এমনকি রেইডারদেরও আমাদের চেয়ে বুদ্ধি বিবেচনা অনেক বেশি। ওরাও বোঝে এমন ঠাণ্ডার দিনে গরম জায়গায় থাকাটাই স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী!'

স্যাডলে ঘুরে বসল জেসাপ, অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজল কি যেন, হাতে বার দুই ফুঁ দিল, তারপর কি যেন ধরে টান দিল; একটা স্ট্র্যাপ খুলে গেল, আবার সোজা হয়ে বসল সে, ঝটকা মেরে একটা ব্ল্যাংকেটের ভাঁজ খুলে ফেলল, শান্ত চেহারায় গায়ে জড়াতে শুরু

করল ওটা।

'ওটা আবার কি রে, বাবা?' জানতে চাইল জ্যাক।

'ব্ল্যাংকেট,' জবাব দিল বেকার, 'তুমি কি ভেবেছ?'

'ইশ্ রে, আমারটা যদি নিয়ে আসতাম!' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক। 'অ্যাই, স্যাম, তোমার সঙ্গে একটা রফা করতে চাই আমি। তোমার ওই ব্ল্যাংকেটটা দুটুকরো করে একটুকরো দিয়ে দাও এখন আমাকে, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ামাত্র আমারটা তোমাকে দিয়ে টুকরো দুটো আমি নিয়ে নেব। রাজি?'

'নাহ্,' জবাব দিল জেসাপ।

'দেখো,' সোজা হয়ে স্যাডলে বসতে বসতে বলল বেকার, 'আমার চেয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই বেশি ঠাণ্ডা লাগছে না! আমি সইতে পারলে তোমাদেরও পারা উচিত। এখন রাত বাজে প্রায় একটা, রাইডিংয়ের কাজে নেমে পড়ো আবার। কিছু টের পাবার আগেই দেখবে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে।' ঘোড়া পিছিয়ে সরে এল বেকার। 'দল ছেড়ে যার যার পথে চলে যাও, ফেলারস্, রাইডিং শুরু করো। তোমাদের মাথা থেকে শীতের ভূত তাড়াচ্ছি আমি!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলল জ্যাক আর্থার, 'সেটাই দরকার।'

'ভাগো এবার!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল পাঞ্চাররা, দুলকি চালে চলে গেল যার যার পথে। এক মুহূর্ত তাদের দিকে চেয়ে থাকল জেস বেকার, তারপর স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়াল, অসাড় হয়ে গেছে পাজোড়া, মাটিতে ঠুকে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার প্রয়াস পেল সে; কয়েক মিনিট

এদিক ওদিক পায়চারি করল, তারপর ঘোড়াসহ এগিয়ে গেল সীমানার দিকে; ঘোড়াটাকে বেড়ার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তারপর বার কয়েক মাটিতে পা ঠুকল আবার; হাতের তালুতে ফুঁ দিল; ডানে বামে দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। হঠাৎ পেছন থেকে একটা শব্দ এসেছে মনে হতেই জমে গেল সে, চট করে ঘুরে দাঁড়াল। মাটি ফুঁড়ে যেন হাজির হয়েছে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। কঠিন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল জেস বেকার।

'অ্যাই,' অবশেষে বলল সে, 'কে তুমি? কোত্থেকে আসছ—?'

ওর মুখের কাছেই গর্জে উঠল একটা অস্ত্র, অন্ধকারে ছোবল হানল হলুদ রঙের অগ্নিশিখা। টলে উঠল বেকার, চার হাত পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। আরও কয়েকজন লোকের আগমন টের পেল সে এবার। ওকে ফেলে দৌড়ে সামনে চলে যাচ্ছে ওরা। তারপর ফেন্সের সামনের কোন জায়গা থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল বেকার, সফলও হয়েছিল প্রায়, আচমকা ফের গর্জে উঠল ছায়ামূর্তির অস্ত্র, আর্তনাদ বেরিয়ে এল বেকারের গলা চিরে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে আবার। গুলির আওয়াজ ভীষণ বেড়ে গেল এবার। হতচকিত গরুর পালের মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি। টুপি দিয়ে আঘাত করছে তারা গরুগুলোকে, সামনে বাড়তে বাধ্য হচ্ছে পশুগুলো। সওয়ারী বিহীন একটা ঘোড়া লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল, একটা শঙ্কিত বাছুর ওটার সামনে পড়ে ভয়ে সরে গেল একপাশে। সোজা ও-ডট র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে দৌড় লাগাল ঘোড়াটা। গর্জন ছাড়ল একটা রাইফেল, আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল জানোয়ারটা।

একবার চলতে শুরু করার পর এবার অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করে দিল গরুর পালটা। দুপাশ থেকে হানাদারদের দাবড়ি খেয়ে আরও বেড়ে গেল ছোটার গতি। রেঞ্জের পুরু ঘাসে চাপা পড়ল ওগুলোর খুরের আওয়াজ। আস্তে আস্তে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সবকটা গরু। আবার নীরবতা নেমে এল রেঞ্জে। কয়েক বার পা ছুঁড়ল আহত ঘোড়াটা, তারপর স্থির হয়ে গেল আবার।

চার

কাঁধে রাইফেল ঝুলছে ওদের, জ্যাকেটের কলার তুলে ঢেকে দিয়েছে গলা আর চিবুক, জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো হাত; শীত ঠেকানোর ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে দুজন: বার্নের সামনে মিলিত হলো এড লাউরি আর জো ব্লিস। ওদের কেউ মুখ খোলার আগেই সশব্দে খুলে গেল বার্নের দরজাটা, একসঙ্গে সেদিকে চোখ ফেরাল ওরা। কোমরে গানবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসছে আরেক পাঞ্চার।

'মিল্ট হেইস,' নিকষ অন্ধকারে চোখ কুঁচকে ভাল করে দেখার পর বলল জো ব্লিস।

একটু পরেই ওদের সঙ্গে যোগ দিল হেইস।

'উঁহুঁরে!' বলল সে, 'জবর ঠাণ্ডা পড়েছে—কি বলো? গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেল না, কি মনে হয় তোমাদের?'

'আমার ভাল ঠেকছে না,' জবাব দিল ব্লিস, 'এটা অন্তত বলতে পারি আমি।'

'আমার তো মনে হয় আবার হামলা চালিয়েছে শালারা!' বলল লাউরি, 'কিন্তু এখন আমাদের কি করার আছে? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না আমার!'

এক রাশ বালি তাড়িয়ে আনল দমকা হাওয়া, চোখ বাঁচাতে চট করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা। শার্টের কলার তুলে দিল হেইস, বোতাম আঁটল সবকটা, তারপর বুকের ওপর হাত বেঁধে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'বেকার কই?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললে হত না?'

'এখনও ফিরে আসেনি ও,' সংক্ষেপে জানাল এড লাউরি।

'অ,' বলল হেইস। 'আচ্ছা বেকারসহ আমাদের লোকদের ওপরই চালানো হয়নি তো হামলাটা? তোমাদের কি মনে হয়?'

'তুমি বলতে চাও রেইডাররা ফের আমাদের রেঞ্জ থেকে গরু খেদিয়ে নিতে এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ব্লিস।

'হতেও তো পারে, নাকি?'

'শোনো,' বলল এড লাউরি, 'তোমরা যাও, ঘুম থেকে ডেকে তোলো সবাইকে, তারপর—'

'হিগের না আজ পাহারায় থাকার কথা ছিল?' জিজ্ঞেস করল হেইস।

'হ্যাঁ, কথা তো সেরমকই ছিল,' পাল্টা জবাব দিল এড লাউরি, 'তবে আমার কোন সন্দেহ নেই এখন কোথাও গিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। ভিনি রিচেরও আজ রাত জাগার কথা, কিন্তু কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে সে-ও!'

'দারুণ কাজের লোক দুজন, মানতেই হয়!' বিদ্রূপের সুরে বলল হেইস, 'তবে স্টিভ থাকলে কাজে ফাঁকি দেয়ার সাহস পেত না ওরা এখন, বাজি ধরে বলতে পারি আমি। কাজে অবহেলা একদম সহ্য করতে পারত না সে।'

'ম্যামদেরও ঘুম ভেঙে গেছে,' বলল ব্লিস, 'দোতলায় বাতি জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি।'

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল এবার লাউরি আর হেইস। দোতলার পর্দা টানানো একটা জানালায় আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

'গুলির শব্দে বোধ হয় ওদেরও ঘুম টুটে গেছে,' মন্তব্য করল হেইস।

'ঘুম যে কোন কারণেই ভাঙতে পারে,' বলল লাউরি, 'এখন নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে ওরা। আমি কি বললাম তোমাদের, যাও, হিগ আর ভিনির হদিস নাও! আমি বাকি সবাইকে জানাচ্ছি। ঠিক আছে?'

'আলবৎ,' জবাব দিল ব্লিস, তারপর আবার বলল, 'এসো, মিল্ট!'

সরে গেল দুজন। পাঁই করে ঘুরল এবার লাউরি, দ্রুত এগোল বাংকহাউসের দিকে।

এদিকে র‍্যাঞ্চহাউসের দোতলার বেডরুম। স্টিভ বেঁচে থাকতে নোই এ-কামরাটাকে এমন বিশাল মনে হয়নি মেরির কাছে, চ এখন এটার বিশাল আয়তন রীতিমত শঙ্কিত করে তুলছে কে। কাপড়চোপড় পরাই ছিল ওর, ভারি একটা কোট চাপাচ্ছিল য়ে বাইরে যাবার জন্য, এমন সময় হলওয়েতে পায়ের আওয়াজ তে পেল সে। ত্রস্ত টোকা পড়ল দরজায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে য়ে দরজা খুলে দিল মেরি। মলি দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। একটা ংকেট জড়ানো গায়ে, ওটার নিচ থেকে নাইট-ড্রেসটা যেন উঁকি রছে।

'আরে,' বলল মলি, 'তুমি জেগে? কাপড়চোপড়ও পরে নিয়েছ খছি, আমি আরও ভাবছিলাম গোলাগুলির আওয়াজ তোমার নে গেছে কিনা!'

'সবাইকে জাগাতে যাচ্ছিলাম আমি,' ওকে জানাল মেরি হ্যাংক. র ভয় করছে আমার। খোদাই জানেন আবার আমাদের রেঞ্জেই লা হলো কিনা!'

'একটু দাঁড়াও,' বলল মলি, 'এখুনি কাপড় পাল্টে আসছি. মিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তোমার আবার যাবার কি দরকার, মা! বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা ড়ছে!'

'তাতে পরোয়া করি না আমি,' বলল মলি। 'একা একা ঘরে স থাকার চেয়ে আমি বরং তোমার সঙ্গে বাইরেই যাব।'

ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মৃদু হাসল মেরি হ্যাংক।

'বেশ,' আমি অপেক্ষা করছি,' বলল সে, 'তুমি কাপড় পরে

—হানাদার ১

আসো।'

লাউরি জনা দুই পাঞ্চারসহ বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে আ
পরই মেরি আর মলিকেও দেখা গেল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বের
রাস্তা ধরে সেদিকে এগিয়ে যেতে। খানিক পর আরও চারজ
আগমন ঘটল, তিনজনের হাতে রাইফেল দেখা যাচ্ছে, অন্যজন
হাত। ওদের দেখে চোখ কোঁচকাল এড লাউরি, বার্নের ওপা
ঘন ঝোপের অন্ধকার ছায়া ছেড়ে দৌড়ে এদিকে আসছে চারজ
দলটা। লাউরির দিকে তাকাল মেরি হ্যাংক। অন্য তিনজনের
কদম সামনে ছিল হেইস, লাউরির সামনে এসে থামল সে।

'কোথায় পেলে ওদের?' জানতে চাইল লাউরি।

'ঝোপের মধ্যে ঢুকে আরামসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল দু
জবাব দিল হেইস। 'ও-বাপরে, শীতে জমে গেলাম আমি!
ভেতর থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে আসি গে।'

'রাইফেলটাও এনো,' দ্রুত পায়ে বাংকহাউসের দিকে এ
গেল হেইস, তাকে উদ্দেশ করে বলল লাউরি। মেরি হ্যাং
দিকে তাকাল সে এবার। 'বেকার এখন পর্যন্ত ফেরেনি,' জা
মহিলাকে, 'গুলির আওয়াজ সবাই শুনেছি আমরা। ওটার হয়
আদৌ কোন গুরুত্ব নেই—আবার থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দে
যায় না। আসল ঘটনা জানতে হলে ওদিকে একবার যাওয়া দর
আমাদের। সব কিছু ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজ
তোমার কি মত, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করল সে উপসংহারে।

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে,' বলল মেরি।

'এখন রসার এখানে থাকলে অনেক ভাল হত,' হঠাৎ বলল ম

কি করা উচিত অনায়াসে বলে দিতে পারত সে।'

'কিন্তু ওকে পাচ্ছি কোথায়?' বলল মেরি। 'তোমরা ,। াবধানে থেকো, লাউরি। যদি দেখো খারাপ কিছু ঘটে গেছে, কলা কিছু করার চেষ্টা করতে যেয়ো না। ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা হরের পথ ধরবে, রসারের সঙ্গে দেখা করে তাকে খুলে বলবে ব। কি করা উচিত বলতে পারবে ও। প্রয়োজন মনে করলে দ্রুত কটা পসিরও ব্যবস্থা করতে পারবে রসার।'

'রাইট, ম্যাম,' বলল এড লাউরি। বাংকহাউসের দিকে তাকাল স। 'হেইসকে নিয়ে যাচ্ছি আমি সঙ্গে। এই যে, তোমাদের কেউ কজন গিয়ে ডেকে আনো তো ওকে! আমি যাচ্ছি, দুটো ঘোড়ার ঠে জিন চাপিয়ে নিই।'

ভার হওয়ামাত্র র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এল পিট লুকাস, দ্রুত পা াড়াল কোরালের উদ্দেশে। মাথা তুলে আনমনে আকাশের দিকে াকাল সে একবার। ঘোলাটে-ধূসর আকাশের এক কোণে আলোর ীণ আভা দেখা যায়। কোরালের সবচেয়ে ওপরের রেইলে উঠে ুত করে বসল লুকাস, নিচের রেইলের সঙ্গে আটকে নিল দুই পা, ার ভারসাম্য হারাবে না এখন। বাংকহাউসের দিকে এবার নজর িল সে। প্রাণের কোন স্পন্দন নেই ওখানে। প্রাপ্ত সুযোগের পুরো ব্যবহার করছে নবাগত লোকগুলো। দিনের বেলা কিছুই করার নই ওদের, তাই যতটুকু সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়ার মতলব এঁটেছে তারা, তে সন্দেহের অবকাশ নেই। আচমকা ছুটন্ত ঘোড়ার খুর-শব্দ ানের পর্দায় আঘাত করল, চট করে ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল

লুকাস। রেইলের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল সে—একজ
ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। বিরক্তি সূচক এক
শব্দ করে লাফিয়ে কোরালের ওপর থেকে নেমে এল সে। ও
দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল আগুয়ান অশ্বারোহী, ঘুরিয়ে নিল ত
ঘোড়া, খুরের তুমুল শব্দ তুলে দ্রুত কোরালের দিকে এগিয়ে এ
চারধারে ধুলোর মেঘ তুলে রাশ টেনে থামাল ঘোড়াটা।

বিশাল হাতজোড়া কোমরে রেখে ঘোড়সওয়ারকে জরিপ ক
পিট লুকাস, তারপর ভর্ৎসনার সুরে কথা বলে উঠল।

'কোন্ জাহান্নামে গিয়েছিলে তুমি?' রাগের সঙ্গে জান
চাইল।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল মাইক, ওজনদার এক
ক্যানভাস-ব্যাগ বাড়িয়ে ধরল লুকাসের মুখের সামনে।

'এটা আনার জন্যে মোরালেসের আস্তানা পর্যন্ত যেতে হয়েছি
আমায়,' বলল মাইক। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে, জানোয়ারট
পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এল সামনে, লুকাসের হাতে তুলে দিল ব্যাগটা
ব্যাগ নিয়ে ওটার ওজন আন্দাজ করার প্রয়াস পেল লুকাস। 'অনে
টাকা আছে ব্যাগটায়,' আবার বলল মাইক, পরিষ্কার করে বল
গেলে পুরো আট হাজার ডলার! কেমন লাগছে শুনতে?'

'আট হাজার?' পুনরাবৃত্তি করল লুকাস, 'এত কেন?'

'পুরো পালটার বিনিময়ে মোরালেসের কাছ থেকে গড়পড়
হিসাবে একটা দাম আদায় করেছি আমি,' ব্যাখ্যা করল মাইক। '
তো গরু পাওয়ার জন্যে মুখিয়ে ছিল। তার নিজেরও একটা ব্যবস্থ
হলো আর এই ফাঁকে আমরাও মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলাম

তোমার প্ল্যান মোতাবেকই কাজ সেরেছি আমরা আর—'

'কোন ঝামেলা হয়নি কোথাও?'

'নাহ্,' বলল মাইক, 'বরং আমাদের জন্যেই যেন তৈরি হয়েছিল রাতটা—ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল চারপাশে, চোখের সামনে হাত এনেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সরাসরি পাসের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম আমরা—ওপাশে বোরোতেই দেখি দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে মোরালেস। গরুর পালের দখল বুঝে নেয়ার পর গুণে দেখল তারা—কাজটা শেষ হবার পর আমি আমাদের লোকজনকে ফিরতি পথ ধরিয়ে দিয়ে দাম নিয়ে আলোচনার জন্যে মোরালেসের আখড়ায় চলে গিয়েছিলাম। একটা গাছ কেটে শুইয়ে দেয়ার মতই খুব সহজে সারা গেছে পুরো কাজটা।'

'আটহাজার ডলার,' আপনমনে বিড়বিড় করল লুকাস, আবার ব্যাগটা ওজন করল। 'মাত্র দুশো গরুর বদলে ওর কাছ থেকে এত টাকা কিভাবে আদায় করলে তুমি?'

এমনভাবে হাসল মাইক, যেন দারুণ বুদ্ধি রাখে সে। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল পিট লুকাস।

'দুশো নয়, আরও অনেক বেশি ছিল গরুর সংখ্যা, পিট,' জানাল মাইক, পরক্ষণে দ্রুত আবার যোগ করল: 'গরুর সংখ্যায় কি আসে যায়—যতক্ষণ আমাদের কোন সমস্যা না হচ্ছে?'

'কতগুলো গরু নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা?'

'চারশো ষোলোটা।'

'দেড়শোর কথা বলে দিয়েছিলাম আমি—বলেছিলাম দুশোর বেশি কোনমতেই যেন না হয়!'

'জানি, পিট,' বলল মাইক, 'কিন্তু কিছুই করার ছিল আমাদের, আমরা গরু দাবড়িয়ে রওনা হবার পর দেখি ব গরুগুলোকে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। সবগুলো গরু র দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, বুঝতেই পারছ। যদি দশ হাজার থাকত ওখানে দশ হাজারই নিয়ে যেতে হত আমাদের। স ব্যাপার।'

'ওদের কারও সঙ্গে এখনও কথা বলার সুযোগ হয়নি আম বলল লুকাস। 'ফিরে এসেই ঘুমাতে চলে গেছে সবকটা। আমি যদ্দূর বুঝতে পারছি কোন ঝামেলা ছাড়াই কাজটা সা পেরেছ তোমরা। কি রকম গোলাগুলির আশ্রয় নিতে হয়ে জানতে চাইল লুকাস।

'তিন বা চারজন রাইডার ও-ডট হার্ড পাহারায় ছিল,' ব মাইক, 'ঠিক করে বলার জো নেই, তবে সবাইকে হত্যা ক হয়েছে, আর কোন উপায় ছিল না।'

'ওদের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই আমার,' বলল লুক 'কপাল মন্দ বলেই মরতে হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে এক এতগুলো গরু গায়েব করার কারণে আমার পুরো পরিকল্পনা মাঠে মারা যায় নাকি!'

'কয়েকটা দিন ঘাপটি মেরে থাকা দরকার বলে মনে ক তুমি?' ওকে জিজ্ঞেস করল মাইক।

ঝাড়া একটা মিনিট চিন্তা করল লুকাস, তারপর মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ,' অবশেষে বলল সে, 'কাজটা চালু রাখতে হবে। ঝ নিয়ে হলেও। যতক্ষণ ভাগ্য আমাদের পক্ষে আছে ততক্ষণ তা

াজে লাগাতে হবে। ওই ছয়জন গানস্লিংগারের পেছনে মাথাপিছু িনিক পনেরো ডলার করে বেরিয়ে যাচ্ছে আমার পকেট থেকে. ার মানে দিনে নব্বই ডলার। আমার কাছে অনেক টাকা। আমি ই ওরা ওদের কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিক।'

'আজ কার রেঞ্জে চড়াও হবার কথা বললে যেন?'

'বলিনি এখনও!'

'তাই তো!'

'তবে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে,' বলল লুকাস। 'ল্যুযের াঞ্চে হামলা চালাতে হবে আজ।'

'ঠিক হ্যায়,' বলল মাইক। 'কত বড় তার আউটফিটটা? ইডার কয়জন?'

'পাঁচ-ছজনের বেশি হবে না,' বলল লুকাস, 'কমও হতে পারে। ন্তু কাজটা কিছুতেই গুবলেট করা চলবে না। ল্যুযের পাঞ্চাররা ়মিত নয়, অবস্থা বেগতিক দেখলে আপসে কেটে পড়বে রা।'

'তোমার বোনের কি খবর, পিট?'

'ওর আবার কি হবে?'

'না, মানে, আমি ভাবছিলাম ওই গানম্যানদের কথা যদি ও ানতে পারে তখন কি করবে!'

'রোজের ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না!'

'ঠিক আছে,' পিট, তোমার যা হুকুম। কথাটা এই জন্যে লাম যে আমি চাই না এমন কিছু ঘটুক যাতে করে পুরো রিকল্পনাটা ভেস্তে যায়।'

'শোনো, মাইক,' সংক্ষেপে বলল লুকাস, 'তোমার কাজ ব
যাও তুমি, রোজের দিকটা আমি সামলাব, আমার ওপর ছেড়ে
বাকি সব কিছু। আমি ঠিকই ম্যানেজ করতে পারব। রোজ
আউটফিটের মালিক বলে সে-ই এটা চালাচ্ছে, এমন ভাবার
কারণ নেই। এটা আমি চালাই, ভাল করেই জানো তুমি!'

আবার হাসল মাইক।

'বড্ড হয়রান লাগছে,' চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল সে, '
একটু ঘুমিয়ে নিই!'.

'তাই যাও।'

নিজের ঘোড়া নিয়ে কোরালে ঢোকার জন্যে পা বাড়াল মা
মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, ঘোড়াটা নিয়ে ফিরে এল, বা
দিকে এগিয়ে গেল এবার। এক টানে বার্নের দরজা খুলল মা
এক পাশে সরে দাঁড়াল তারপর; চিঁহিঁ শব্দ তুলে ওকে পাশ কা
এগিয়ে গেল ঘোড়াটা, আদর করে ওটার পাছায় একটা চাপড়
মাইক। ঘোড়ার পেছন পেছন এবার নিজেও ঢুকল বার্নে।

এবার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল লুকাস। বার্নের দরজা স
বন্ধ হয়ে গেল, মুখ তুলে সেদিকে তাকাল একবার, তারপর ব্যা
র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়াল। দালানটার কাছাকাছি আসার
সদর দরজার দিকে তাকাল এক নজর, তারপর ঘুরে পেছনে
এল, কিচেনের জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে, পিছিয়ে এল
উবু হয়ে খুলে ফেলল সেলারের দরজাটা, মইয়ের ধাপ
নামতে শুরু করল নিচে। কয়েক মিনিট বাদে আবার যখন উ
উঠে এল সে হাতের ভারি ক্যানভাস ব্যাগটা অদৃশ্য হয়ে গে

হানাদা

এবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

'দরজা আটকাও!' মেয়েলি গলার আওয়াজ শুনল, 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে আজ!'

ছিপছিপে গড়নের একটা মেয়ে কিচেনে নাশতার আয়োজন করছে ব্যস্ত হাতে। দরজা আটকে দিল লুকাস। মাথা থেকে টুপি নামাল, ঠেলে সরিয়ে দিল দূরে।

'অনেক তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছ দেখছি তুমি, রোজ,' বলল সে, গন্ধ শুঁকল বাতাসে। 'হুম, দারুণ একটা সুবাস পাচ্ছি যেন!'

'বিস্কুট বানাচ্ছি।'

'ওহ, দারুণ!'

মুখ তুলে লুকাসের দিকে তাকাল রোজ। টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে নিল লুকাস, ঘুরিয়ে উল্টো করে ওটার দুপাশে দুপা ছড়িয়ে বসল।

'পিট, একটা জিনিস কৌতূহলী করে তুলেছে আমায়,' বলল মেয়েটা।

'কি রকম?'

'কাল রাতে এমনি লেজারের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম আমি,' আবার বলল রোজ, 'দেখলাম প্রত্যেক মাসেই কিছু না কিছু লাভ হচ্ছে আমাদের; যদিও তেমন বেশি কিছু না, তবু মুনাফা তো! কিভাবে সম্ভব হচ্ছে ওটা?'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল লুকাস, মোলায়েম হাসল।

'তাহলে বলতে হবে র‍্যাঞ্চিংয়ের কায়দা মোটামুটি জানা আছে

আমার,' জবাব দিল সে।

'সন্দেহ নেই,' সায় দিল মেয়েটা। 'তবে সব সময় আমার একটা বিশ্বাস ছিল ডেভও জানত কায়দা-কৌশল। আমাদের আগের র‍্যাঞ্চটা তো এটার তুলনায় অনেক বড় ছিল, অনেক উর্বর ছিল ওখানকার জমি, পানির অভাব ছিল না কোন। গরুও নেহাত কম ছিল না আমাদের। অথচ তার পরেও বেঁচে থাকার জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদের। মারা যাবার আগ মুহূর্তেও অমানুষিক পরিশ্রম করেছে বেচারা ডেভ। আমার ধারণা র‍্যাঞ্চের উন্নতির জন্যে খাটতে খাটতে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল ও। নইলে আর কি—অসুস্থ হবার পর দেখা গেল রোগের বিরুদ্ধে লড়ার কোন শক্তিই নেই তার শরীরে। যাক গে, আবার তোমার কথায় আসি, পিট, এখানে আমাদের তেমন কিছুই নেই—জমি, পানি কি গরু—অথচ তবু মুনাফা বের করে আনছ তুমি, কিভাবে?'

আবার হাসল লুকাস।

'তোমার এটা পছন্দ হচ্ছে না বলো না আবার!'

'পছন্দ হবে না কেন?' জবাব দিল মেয়েটা। 'খুবই ভাল লাগছে—তবে ব্যাপারটার মধ্যে যদি—' চট করে থেমে গেল সে, হঠাৎ হেসে উঠেছে লুকাস। 'হাসার কি হলো?' জানতে চাইল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল লুকাস।

'না, কিচ্ছু না,' বলল সে। 'আসলেই তুমি একটা অসাধারণ মেয়ে, রোজ। জীবনে সুখ বলতে তেমন কিছু পাওনি, তবু কিভাবে যে নিজেকে ধরে রেখেছ, খোদা জানেন—কেউ বিশ্বাসই করবে না

জীবনের বেশিরভাগ সময় র‍্যাঞ্চের কাজেই কেটে গেছে তোমার। এখন কত হবে তোমার বয়স?'

'তুমি না আমার ভাই—তোমারই তো জানা থাকার কথা!'

শব্দ করে হাসল লুকাস।

'আমি আবার বয়সের হিসাব ঠিক বুঝি না,' জবাব দিল সে, 'তাছাড়া, কে যেন একবার বলেছিল, মেয়েদের বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা না করাই ছেলেদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ এই একটা ব্যাপারে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় ছেলেরা—বিশেষ করে সুন্দরী মেয়ে হলে তো কথাই নেই!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রোজ।

'এখন ঊনত্রিশ চলছে আমার,' বলল সে।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লুকাস, 'বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখে তো পঁচিশ বলেও মনে হয় না, আরও কম লাগে। আমরা শহরে থাকলে, বাজি ধরে বলতে পারি, আমাদের বাড়িতে চব্বিশ ঘন্টাই মেহমানের ভিড় লেগে থাকত। বলা বাহুল্য, তোমার সঙ্গ পাওয়ার লোভেই আসত সবাই।'

এবার হাসিতে ভেঙে পড়ল রোজ, হাত তুলে একগোছা অবাধ্য চুল আবার যথাস্থানে গুঁজে দিল।

'হয়তো তোমার কারণেই,' বলে চলল লুকাস, 'আমার আর বিয়ে করা হলো না। তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে এমন একটা মেয়ে চোখে পড়ল না আজ পর্যন্ত—শেষমেশ মেয়ে খোঁজা বাদই দিয়ে দিয়েছি। অ্যাই, কিছু একটা পুড়ছে বোধ হয়!'

টেবিলের পাশ ঘেঁষে এক ছুটে স্টোভের কাছে চলে গেল

রোজ; লুকাসই দেয়াল ঘেঁষা ছোট একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর বসিয়েছিল ওটা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুকাস, এগিয়ে গিয়ে রোজের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল। সাবধানে আভেনের মুখ খুলছে মেয়েটা।

'ওহ্ খোদা!' স্বস্তির সঙ্গে বলল লুকাস, 'কি যে একটা সুবাস পাচ্ছি না বিস্কুটের!'

'আরেকটু হলেই গিয়েছিল বরবাদ হয়ে!' বলল রোজ।

হাসল লুকাস, দাঁড়াল সোজা হয়ে, নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে এল আবার, ওটা ঘুরিয়ে নিয়ে এবার টেবিলে বসল। কফিপট এনে টেবিলে একটা প্লেটের ওপর রাখল রোজ, ফিরে গেল আবার চুলোর কাছে, খানিক পরেই ফিরল গরম বিস্কুট ভর্তি একটা প্লেট নিয়ে। লুকাসের কাপে কফি ঢেলে দিল রোজ, বসল ওর সামনে। একটা বিস্কুট ভেঙে দু'টুকরো করল লুকাস, দুঅংশেই পুরু করে মাখন লাগাল, কামড় বসাল তারপর।

'ঠিক আছে তো?' হাসি মুখে জানতে চাইল রোজ।

'ঠিক আছে মানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুকাস, 'দুনিয়ায় আর কে আছে তোমার মত বিস্কুট বানাতে পারে! রান্নার এমন হাত আর কারও থাকতেই পারে না! কেউ যদি এ নিয়ে আপত্তি তুলতে চায় তাকে নিয়ে এসো আমার সামনে, বাড়ি মেরে মগজ গেলে দেব তার একেবারে!'

আবার হাসল রোজ, উঠে ফিরে গেল চুলোর কাছে। এক থালা জিভে-পানি-আসা বেকন নিয়ে এল, লুকাসের সামনে নামিয়ে রাখল প্লেটটা।

'এই নাও,' বলে আবার চেয়ারে বসল রোজ।

'সেরেছে!' বিস্মিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠল লুকাস। চট করে মুখ তুলে তাকাল। 'আমাকে কি বানাতে চাও তুমি শুনি? খেতে খেতে এমনই মোটা হয়েছি কোন কাপড়ই বলতে গেলে গায়ে লাগে না এখন, এইভাবে খেয়ে মোটা হতে থাকলে শেষে কাপড়ের বদলে গায়ে কম্বল জড়িয়ে ঘরেই বসে থাকতে হবে আমাকে!'

বেশ কয়েক মাইল দূরে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ফার্ম ওয়্যাগন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওটা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এল দুজন লোক। ব্ল্যাংকেট জড়ানো একটা মানুষের লাশ পড়েছিল ঘাসের ওপর, কম্বলের ভেতর থেকে মৃত লোকটার পায়ের বুট জোড়া বেরিয়ে আছে; লাশটা ধরাধরি করে ওয়্যাগনে নিয়ে তুলল ওরা দুজন, তারপর সরে এল একসঙ্গে, আরও একটা লাশ তুলল। আরেকটা। চার নম্বর লাশটা ওয়্যাগনে তোলার কাজটাও অবশেষে শেষ করল তারা। একটা বড় আকারের ক্যানভাস টারপুলিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো সব কটা লাশ, এবার ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল ওরা দুজন। এতক্ষণ নিজের মেয়ারের পিঠে চুপচাপ বসে ওদের দেখছিল রসার, নড়ে উঠল এবার, ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে গেল।

'ঠিক আছে,' সহজ কণ্ঠে বলল ওদের, 'লাশ নিয়ে শহরে চলে যাও তোমরা, সাই ফিলিপসের হাতে তুলে দেবে ওদের। ওখানে ওয়্যাগনটা রেখে লিভারি আস্তাবল থেকে দুজনে দুটো ঘোড়া ভাড়া নিয়ে এক এক করে এ এলাকার সবগুলো র‍্যাঞ্চে গিয়ে ঘটনাটা

জানিয়ে আসবে। আসল ঘটনাটা জানুক সবাই। পর পর দুদিন হানা দিয়েছে রেইডাররা, ও-ডট পাঞ্চারদের খুন করে গেছে। ওদের জানা দরকার এরচেয়ে ভাল কিছু আশা না করাই ভাল।'

শব্দ তুলে আবার ঘুরতে শুরু করল ওয়্যাগনের চাকা, গদাই-লস্করি চালে সামনের দিকে এগিয়ে চলল ওটা। ডেকে উঠল অ্যাগি. কিন্তু এখন ঘোড়ার সঙ্গে খুনসুটি করার মুডে নেই রসার, ঝট করে ওটার লাগাম ধরে টান লাগাল। চুপ করল ঘোড়াটা তবে বিনা প্রতিবাদে নয়; বিচিত্র ভারি একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল জানোয়ারটার গলার ভেতর থেকে। ফের লাগামে ঝাঁকি দিতে বাধ্য হলো রসার। শেষ পর্যন্ত শান্ত হলো মেয়ার। সীমানা বরাবর সামনের দিকে এগোল রসার, ফেন্সের প্রায় গা ঘেঁষে এগোচ্ছে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি, বিরক্তিতে গজগজ করে উঠল রসার। ওদের থেকে আন্দাজ পনের ফুট দূরে একটা ঘোড়া পড়ে রয়েছে. অনেক আগেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওটার দুজোড়া পা—মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায়।

'সামনে বাড়,' বলল রসার।

চেঁচিয়ে আবার আপত্তি জানাল ঘোড়াটা. মিনতি করছে যেন। এবার আর জোর করল না রসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। জোর কদমে ফিরতি পথ ধরল অ্যাগি, অনেকক্ষণ ছোটার জন্যে এতটা উৎসাহী দেখা যায়নি ওটাকে। নিজের ইচ্ছায় গতি বাড়াল অ্যাগি, লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগোচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে কোরালে ঢুকে পড়ল ঘোড়াটা। রাশ টানল রসার, বালি ছিটিয়ে পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। স্যাডল থেকে চট করে নামল রসার।

বাংকহাউসের দরজার সামনে অলস পায়ে ঘুরঘুর করছে দুজন ও-ডট পাঞ্চার, বার্নের দেয়ালে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছে কয়েকজন। এড লাউরিকে দেখা গেল দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে। রসারকে দেখে উঠে দাঁড়াল পাঞ্চার, দ্রুত এগিয়ে এল।

'তারপর?' জানতে চাইল সে, 'কিছু মিলল?'

মাথা নাড়ল রসার।

'আমাকে ফোরম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে,' ওকে জানাল এবার লাউরি। 'ঠিকমত কাজ চালানোর দু-একটা বুদ্ধি দিতে পারো?'

'আমার কাছে বুদ্ধি ধার করার প্রয়োজন হবে না তোমার, আশা করি,' জবাব দিল রসার। 'র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম তোমার কাছে নতুন নয়, আমার বিশ্বাস ঠিকমত যাতে সব কাজ হয় তুমি ঠিকই তার ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আজ রাতেও কি ফের ওদের চড়াও হবার আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় তোমার?'

'আমি হলে, সন্দেহ নেই, ওরা আসবে ধরে নিয়ে তৈরি থাকতাম,' বলল রসার। 'পর পর দুবার ও-ডট-এ হামলা করবে ওরা, কারও ধারণাতেই আসেনি এটা, তো আবার হানা দিতে অসুবিধে কি?'

'নেই। আর কোন পরামর্শ?'

'তোমাদের গরুগুলো বোধ হয় এখন সোজা উত্তর সীমানার কাছে সরিয়ে নিলেই ভাল হয়। হানাদারদের জন্যে অনেক দূর হয়ে যাবে জায়গাটা, ওখান থেকে গরু খেদিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত নেয়ার

কাজটা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে—আমার মনে হয় না রেইডাররা লাভের আশায় এত বড় ঝুঁকি নেয়ার কথা ভাববে।'

'ঠিক,' বলল লাউরি। 'সেটাই করব আমরা।'

'ওরা কি এখন র‍্যাঞ্চহাউসেই আছে?' মেয়েদের কথা জানতে চাইল রসার।

'অবশ্যই! ইয়ে, ওখানকার কাজ শেষে আবার একটু এসো এখানে, কেমন?'

'নিশ্চয়ই আসব—জরুরী কোন কথা নাকি? তাহলে এখুনি সেরে ফেলো না!'

এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে হাসল লাউরি।

'আমি আসলে একটা হদ্দ বোকা,' বলল সে। 'প্রথমে তুমি বললে আমাকে দেয়ার মত কোন বুদ্ধি নেই তোমার, অথচ এক সেকেন্ড যেতে না যেতে দু-দুটো দারুণ বুদ্ধির যোগান দিয়েছ তুমি। তাই ভাবছিলাম তোমাকে আরও খানিকক্ষণ সময় দিলে হয়তো আরও কয়েকটা বুদ্ধি মিলে যাবে—আমার কাজে লাগার মত!'

মুচকি হাসল রসার, লাউরির পিঠ চাপড়ে দিল, তারপর পা বাড়াল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে।

পাঁচ

গায়ের জোরে ঝকঝকে পরিষ্কার বার-টা মুছে ওটাকে আরও উজ্জ্বল করার প্রয়াস পাচ্ছে পিট ম্যাক, এমন সময় হঠাৎ ব্যাকরুমের দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল। চট করে মুখ তুলে সেদিকে তাকাল বারটেন্ডার। লাইন ধরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে লোকজন, চেহারা গম্ভীর সবার। শুরুতে একজন একজন করে বের হচ্ছিল ওরা, একটু পর দুজন-তিনজন করে বেরুতে লাগল। ম্যাকের সামনে দিয়েই দরজার দিকে এগিয়ে গেল সবাই, স্যালুনের বাইরে পা রাখল একে একে। অবশেষে সাময়িক নীরবতা নেমে এল বার-এ। এবার দোটানায় পড়ে গেল ম্যাক: ব্যাকরুমে উঁকি মারবে একবার, নাকি আরও খানিকক্ষণ দেখবে? জন রসার, বিল ম্যাকডোনাল্ড বা ফ্র্যাংক কনেলকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়নি ওখান থেকে। অনেক রাত হয়েছে, স্যালুন বন্ধ করার উসিলায় ব্যাকরুম পরিষ্কার করার জন্যে অনায়াসে ঢোকা যায়। ওদের চেহারা দেখে অবাক হবার ভান করে আবার বেরিয়েও আসা যায়। চিন্তা-ভাবনা করে শেষে অবশ্য ব্যাকরুমে না ঢোকারই সিদ্ধান্ত নিল বারটেন্ডার। আবার বার মুছতে শুরু করল। কাজটা প্রায় শেষ করে

এনেছে এমন সময় পায়ের আওয়াজ কানে গেল তার। এবার দরজা গলে ব্যাকরুম থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকডোনাল্ড, ওর পেছনে কনেল আর রসার।

'ড্রিংক না হলে চলছে না আমার!' বারের দিকে আসতে আসতে সঙ্গীদের বলল ম্যাকডোনাল্ড।

এ-কথা শোনার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ ম্যাক। কাজ শুরু করে দিল। ওরা তিনজন বার-এ এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তার আগেই একটা বোতলের মুখ খুলে ফেলেছে ম্যাক, বারের ওপর নামিয়ে রাখল সে ওটা, তারপর তিনটা গ্লাস সাজিয়ে দিল।

'এই নাও তোমাদের ড্রিংক!' হাসি মুখে বলল পিট ম্যাক।

তার দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাল ম্যাকডোনাল্ড। পিছলে জায়গা ছেড়ে সরে গেল ম্যাক, একটু দূরে গিয়ে ব্যস্ত হাতে বারের ওপর সাজিয়ে রাখা গ্লাসগুলো মুছতে শুরু করল যত্নের সঙ্গে, কান খাড়া করে রাখল রসারদের কথা শোনার জন্যে। বোতলটার দিকে হাত বাড়াল ম্যাকডোনাল্ড, তুলে নাকের সামনে এনে গন্ধ শুঁকল, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের আর অন্য দুজনের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিল।

'যার যার গ্লাস তুলে নাও, বয়েজ,' বলে নিজের গ্লাসটা তুলল সে। 'চুলোয় যাক!' বিড়বিড় করল।

'কি বললে?' একসঙ্গে জানতে চাইল রসার আর কনেল।

তিনটা গ্লাস একসঙ্গে বারের ওপর নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেল বারটেন্ডার।

'বলছিলাম,' আবার ম্যাকডোনাল্ডকে কথা বলতে শুনল ম্যাক, 'আজই ফয়সালা হয়ে গেল সব ঝামেলার, অন্তত আমার আর কিছু

করার নেই। এখন থেকে আর অন্যের বিপদের কথা শুনতে যাব না আমি। রেইডারের বাচ্চারা যদি কাউন্টির সবগুলো র‍্যাঞ্চের বারটা বাজিয়ে ছাড়ে, কিস্যু আসবে যাবে না আমার। এরপর কেউ আমার কাছে বিপদের কথা বলতে গেলে এমন দাবড়ানি দেব যে ব্যাটা ঠিক প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। যাক গে! ও, রসার, ভাল কথা, তোমার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে আমার দশজন রাইডারকে নিয়ে এসেছিলাম আজ। অপদার্থ র‍্যাঞ্চারের দলকে কত করে বললাম প্রতি পাঁচজনের একজন রাইডারকে অন্তত যেন তোমার হাতে তুলে দেয়, আমার কথায় পাত্তাই দিল না কেউ, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে! আমি আসলে একটা মহা বেকুব, স্বীকার করতেই হচ্ছে! আমি একা কেন মাথা ঘামাতে যাব তা না হলে! তবে আর অমন বোকামি করব না। এখন থেকে কেবল নিজের দিকটাই দেখব আমি। রেঞ্জের সীমানা আর গরু পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নেব। চুলোয় যাক বাকি সবাই! আমার কি! ফ্র্যাংক, আরেক দফা চলবে নাকি ড্রিংক?'

'নাহ্,' জবাব দিল কনেল, 'একটাই আমার জন্যে যথেষ্ট, আজ আর না!'

নাক সিঁটকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'কি আশ্চর্য!' বলল সে, 'পাদ্রী হয়ে গেলে নাকি হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করল।

'কি যে হয়েছি খোদাই বলতে পারেন,' পাল্টা জবাব দিল কনেল, 'আসলে আজকাল পেটে লিকারের ফোঁটা পড়ামাত্র মহা গোলমাল শুরু হয়ে যাচ্ছে!'

'তোমার কি অবস্থা, জনি বয়?' এবার রসারকে প্রশ্ন কর ম্যাকডোনাল্ড, 'আবার বলো না তোমার পাশে দাঁড়ানো এই বু শকুনের মত তুমিও বিচ্ছিরি একটা অসুখ বাধিয়ে বসে আছ!'

'অসুখ বাধাইনি,' জবাব দিল রসার, 'তবু আর খাব না আ এক গ্লাসই যথেষ্ট। হাতে অনেক কাজ আছে, আমাকে যে হবে।'

'তাহলে গোল্লায় যাক ড্রিংক!' বলে উঠল ম্যাকডোনা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল নিজের গ্লাসটা; তারপর পকেট থে এক দোমড়ানো নোট বের করে ছুঁড়ে ফেলল বারের ওপর। 'এ নাও, পিট, ব্যাকরুমের ভাড়াও মিটে যাবে এতে!'

মুখ তুলে তাকাল পিট ম্যাক, ছুঁড়ে দেয়া নোটটার দি তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'চলো,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখান থেকে বিদায় নিই এবার।

বার থেকে সরে গেল তিনজন, বের হয়ে এল বাইরে।

'আমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওখান থে আর নড়ছি না। আমার সঙ্গে কারও দেখা করার প্রয়োজন হ দৌড়ে সোজা আমার র‍্যাঞ্চে যেতে হবে তাকে, আমি আর দৌ মরতে রাজি নই!'

'তা তো বটেই!' বিদ্রূপের সুরে বলল কর্নেল, 'কেউ খা একটা অঘটনের খবর তোমার কানে পৌঁছে দিক না, এখানে আস জন্যে পাগল হয়ে যাবে তুমি—তোমাকে চিনতে আর বাকি নে আমার! খামোকা বাজে বোকো না, বিল ম্যাকডোনাল্ড। তোমা এসব কথার বিন্দুমাত্র দাম নেই আমার কাছে! তুমি কি করবে ব

ভাবছ, রুসার?'

'আমি? কয়েকটা দিন এদিকেই থাকব বলে ভাবছি আপাতত,' বলল রুসার, 'তারপর আবার রাস্তায় নামব।'

'ফোরম্যানের কাজ যদি করতে চাও আমাকে বলো, তোমার মত জানার জন্যে প্রায় উতলা হয়ে আছে এক লোক,' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'তাই?' জিজ্ঞেস করল রুসার, 'তা লোকটা কে?'

'আমি, আর কে?' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'পথে নামার আগে প্রস্তাবটা একটু উল্টেপাল্টে দেখো, কেমন?'

'ধন্যবাদ,' বলল রুসার, 'কিন্তু এই মুহূর্তে র‍্যাঞ্চের কাজে জড়িয়ে পড়ার মত মানসিক অবস্থায় বোধ হয় নেই আমি।'

'তবু, ভেবে দেখতে তো ক্ষতি নেই!' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'তা ঠিক,' বলল রুসার। 'আপাতত আমি আমার ঘোড়াটা ফেরত নেয়ার কথা ভাবছি। সামান্য একটু ব্যয়াম করলে তোমাদের খুব একটা কষ্ট হবে না, আশা করি!'

রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল ওরা। লিভারি আস্তাবলের সামনে এসে থামল আবার। বিদায় নেয়ার আগে শেষবারের মত মত বিনিময় করল, পরস্পরের করমর্দন করল; দুই ক্যাটলম্যান যার যার র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হয়ে গেল তারপর। দ্রুত পায়ে আস্তাবলের পেছনে চলে গেল রুসার। কয়েক মিনিট পর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। অ্যাগিকে নিয়ে রাস্তায় উঠে এল রুসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, তারপর অন্ধকার পথ ধরে এগোতে শুরু করল সামনে।

একটা ঝোপে ঘোড়া সহ ঢুকে পড়ল রুসার, গাছের ডালের

সঙ্গে বাঁধল মেয়ারটাকে। নাক সিঁটকে প্রতিবাদ জানাল অ্যাগি, ঝোপের তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা আর জাঁকান অন্ধকার তার পছন্দ হচ্ছে না; অস্বস্তি বোধ করছে, তাছাড়া এখানে তাকে একা রেখে কোথা যাবার কথা ভাবছে রসার, এটাও অপছন্দ জানোয়ারটার। স্যাড বুট থেকে রাইফেলটা বের করে নিল রসার, দেখে অ্যাগি বুঝে গে মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে শিগগিরই। চট করে অভিমা ভুলে গেল অ্যাগি, শান্ত হলো। ঝোপের বাইরে আসার জন্যে প বাড়াল রসার। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ঘোড়াটা রসার হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে বলে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে সে। সাধারণত বিদায় নেয়ার সময় আদর করে ওর পেছনে মৃ চাপড় মারে রসার, অথচ আজ সেকথা ভুলে গেছে মানুষটা! আর বেশি নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল ঘোড়াটা।

কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগোল রসার। টানটান হয়ে আ তারের সমান্তরাল সারিগুলো। একজোড়া তারের ফাঁক দিয়ে শরী গলিয়ে দিল রসার। এপাশে আসতেই ঠিক সামনে আরেকটা ঝো দেখতে পেল। দ্রুত ঝোপটার দিকে ছুটল ও। একাধারে আশ্রয় আ চেকপোস্টের প্রয়োজন মেটাবে ঝোপটা। ঝোপে গা ঢাকা দি নিশ্চিন্তে বসে চারপাশে সবকিছুর ওপর নজরদারি করতে পারবে ও কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় নেই। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছ তাকাল রসার। বেড়া থেকে অপর ঝোপের দূরত্ব আন্দাজ করা প্রয়াস পেল। প্রায় চল্লিশ ফুটের মত, ভাবল ও, জরুরী প্রয়োজ দেখা দিলে এক ছুটে অ্যাগির কাছে যেতে সমস্যা হবে না ব ধারণা করল। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করল রসার : ওর বেছে নে

ঝোপটা জেস বেকার আর রিলিফ রাইডারদের হত্যাকাণ্ডের জায়গা থেকে খুব একটা দূরে নয়, কাছেই; হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে যেন! ঝোপ ঠেলে সামনে বাড়ল রসার, তারপর একটা জায়গা বেছে বসে পড়ল, হাঁটু গেড়ে। দুই হাঁটুর ওপর নামিয়ে রাখল হাতের রাইফেল। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে ও। হয়ত সারা রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই সবুরে মেওয়া ফলবে কিনা! স্রেফ একটা অনুমানের ওপর ভরসা করে এখানে এসেছে ও। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে ও-ডট র‍্যাঞ্চের লোকবল মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার সুযোগটা হয়তো গ্রহণ করতে চাইবে রাইডাররা, তৃতীয়বার হামলা চালিয়ে অনুকূল পরিস্থিতির ফায়দা লোটার চেষ্টা চালাবে তারা।

অপেক্ষার প্রথম ঘণ্টা আস্তে আস্তে পার করল রসার। পরের দুটো ঘণ্টা কাটল আরও মন্থর গতিতে। সন্ধ্যার দিকে মৃদু হাওয়া বইছিল, এখন বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে সেটা। লেদার জ্যাকেট নিয়ে এসেছে বলে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল রসার। জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে ফেলল ও, কলার উঁচু করে গলা ঢাকল; তারপর আবার অপেক্ষার প্রহর গুণতে বসল। খোলা মাঠে বাতাসে ঘূর্ণি খাচ্ছে বালি, কিন্তু ঝোপের নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে রসার—ঝোপের আশপাশে আঘাত হানছে হাওয়া, কিন্তু ওকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিরুপদ্রবে কেটে যাচ্ছে ওর সময়।

নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রসারের মাথায়। একেকবার একেক খাতে ধেয়ে যাচ্ছে চিন্তাধারা। ও-ডট র‍্যাঞ্চের মেয়েদের, বিশেষ করে মলির কথা মনে আসতেই দীর্ঘস্থায়ী হলো চিন্তাটা। মনে পড়ে

গেল অতীতের কথা। অনেক দিন আগে থেকেই মলিকে চেনে রসার। মেয়েটাকে ওর সব সময় ভাল লাগত। এক সময় ওর মনে এমন ধারণা জন্মেছিল যে মেয়েটাকে ও ভালবেসে ফেলেছে, ওকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়ে বসেছিল একদিন। কতদিন আগের কথা এসব—অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে এখন—আসলে খুব বেশি দিন হয়নি, মাত্র এক বছর যদিও; কিন্তু মাঝে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওদের জীবনে। বছরখানেক আগে রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল রসার। এখনও মনে আছে, খবরটা শুনে খুশিতে ফেটে পড়েছিল সেদিন মলি। রসারও অবশ্য মলির কাছে এমন কিছুই আশা করেছিল। সুঠাম সুদর্শন শক্তিমান পুরুষদের ভক্তির চোখে দেখত মলি; দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া রেঞ্জারদের দলে ও ঠাঁই পেয়েছে জেনে উত্তেজনায় নেচেছে সেদিন মেয়েটা। তার পর যতবারই ওদের দেখা হয়েছে ওর প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা ব্যাপার খুলে বলতে বাধ্য হয়েছে রসার। সানন্দে মলির সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে রসার, একটুও বিরক্ত বোধ করেনি। কিন্তু যেই ও মলিকে বিয়ের কথা বলল, ওকে বিস্মিত করে ভেবে দেখার জন্যে সময় চেয়ে বসল মেয়েটা। আসলে মলির চরিত্রের মাত্র একটা দিক সম্পর্কে জানত তখন রসার। মেয়েটা যে পুরোমাত্রায় বৈষয়িক, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ নিয়েই তার সব চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয়, এটা কখনও ওর চিন্তায় আসেনি। রসার তখন জানত না রেঞ্জারদের কাজটাকে মলি স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে দেখে—এর বেশি কিছু নয়; তার ধারণা রেঞ্জারের চাকরি করে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কয়েক দিন বাদে রসারকে নিজের মতামত জানিয়েছিল মলি।

একদিন, জানায় মেয়েটা, ও-ডট র‍্যাঞ্চের মালিকানা ওর হাতে আসবে, তাই অনেক আগেই ও স্থির করে রেখেছে যাকে বিয়ে করবে তাকে অবশ্যই ক্যাটলম্যান হতে হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় সে ওর বাবার স্থান পূরণ করতে পারে; তাহলে আর র‍্যাঞ্চ চালাতে কোন সমস্যা হবে না ওদের। এড ক্র্যান্ডল সম্পর্কে অনেক ভেবেছে রুসার, বোঝার চেষ্টা করেছে লোকটা কেমন। অবশ্য এখন আর এসব ভাববার প্রয়োজন নেই কোন। এখন জানে ও। মেরি হ্যাংক চমৎকার একটা ধারণা দিয়েছে, মলিও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এডের চরিত্রের স্বরূপ!

আচমকা খুরের শব্দ চিন্তায় ছেদ টানল। হাঁটু গেড়ে সামনে ঝুঁকে সাবধানে উঁকি দিল রুসার। দ্রুত এগিয়ে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার, খুরের আওয়াজ বাড়ছে ক্রমশ। অবশেষে দৃষ্টিসীমায় হাজির হলো অশ্বারোহী দলটা, আবছাভাবে দেখতে পেল রুসার। চার—ছয়—আট—না, মোট নয়জন রয়েছে দলটায়! রুসার যেখানে ঘাপটি মেরে আছে সেই ঝোপের কাছে পৌঁছে ঘোড়া থামাল ওরা।

'থামো!' চিৎকার করে সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সামনের লোকটা। বাকিরা যার যার ঘোড়া নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। 'এখানে মনে হয় একটা কিছু গড়বড় হয়ে গেছে—সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব গরু!'

'এখন তাহলে কি করা?' জানতে চাইল একজন। 'ফিরে যাব?'

'পাগল নাকি!' জবাবে ধমকে উঠল প্রথমজন। 'গরু নিতে এসেছি আমরা, যেভাবেই হোক হাতাতে হবে। চলো, অন্য কোথাও ঢুঁ মারা যাক!'

'এক মিনিট, টেক্স,' এবার কথা বলল তৃতীয় এক অশ্বারোহী।

'ও-ডট র‍্যাঞ্চের বাংকহাউসে পাঞ্চারদের আটকে রাখার জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের কি হবে?'

'আমরা ও-ডট স্টকের খোঁজ পাওয়ার পর তুমি গিয়ে ওদের খবর দেবে,' জবাব দিল টেক্স নামের লোকটা। 'আমরা গরু নিয়ে সীমান্ত পেরোনোর সময় ওরা আমাদের কাভার দেবে। চলো সবাই!'

আবার ঘোড়ার খুরের শব্দে মাটি কেঁপে উঠল। উধাও হয়ে গেল দলটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল জন রসার। ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল ঝটপট, ঘুরল চরকির মত, তারপর ছুটে গেল কাঁটাতারের বেড়ার কাছে, ফাঁক গলে বেরিয়ে অ্যাগিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেই ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ওকে স্বাগত জানাল অ্যাগি। কিন্তু রসারের এখন পাল্টা জবাব দেয়ার সময় নেই। চট জলদি ঘোড়ার বাঁধন আলগা করে ফেলল ও, লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠে বসল; রাইফেলটা ঠেসে দিল স্যাডলবুটে। ঝোপের বাইরে নিয়ে এল মেয়ারকে, দ্রুত বেগে সামনে ছোটাল ওটাকে। ঝড় তুলে এগোল অ্যাগি। ও-ডট র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রসার। ক্রমাগত মাটিতে ছন্দোময় একটা শব্দ তুলছে ঘোড়ার খুর। আচমকা অর্ধবৃত্তের আকারে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রসার। হানাদারদের ওপর আচমকা হামলা চালানোর জন্যে বাংকহাউস আর বার্নের পেছন দিক দিয়ে হাজির হতে চাইছে ও। এমন চমৎকার ফর্মে বোধ হয় আর কখনও ছিল না অ্যাগি, জীবনে এত দ্রুত দৌড়ায়নি ওটা—আজ যেন দানবীয় শক্তি ভর করেছে ওটার শরীরে। রসারের মনে হলো মাত্র কয়েক

মিনিটের মধ্যে আকাশছোঁয়া বার্নের চূড়াটা নজরে চলে এসেছে, রাতের আবছা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল রসার। পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। স্যাডল থেকে নেমে এল রসার।

'তুই এখানে অপেক্ষা কর,' অ্যাগিকে বলল ও।

এবার ওর ভুল হলো না, বিদায় নেয়ার আগে আস্তে করে চাপড় দিল ঘোড়ার পেছনে। খুশিতে যেন গলে গেল জানোয়ারটা।

হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে নিল রসার, বার্নের পেছনে জন্মানো পাতলা ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল সন্তর্পণে। মুহূর্তের জন্যে বসে পড়ে অপেক্ষা করল, সাবধানে উঁকি দিল সামনে। কোথাও কেউ নেই। সহজ সাবলীল গতিতে ঝোপের কিনারায় চলে এল রসার, তারপর বুকে হেঁটে পৌঁছুল বার্নের কাছে। নিজেকে দালানের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিল ও, তারপর আবার দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল; ইঞ্চি ইঞ্চি করে কোণে এসে দাঁড়াল আবার। চট করে মাথা সামনে বাড়িয়ে উঁকি দিল একবার। পলকের জন্যে দেখতে পেল বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানের এক চিলতে ফাঁকা জায়গাটার অন্ধকার ছায়ায় ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা ছায়ামূর্তি। বেড়ালের মত নিঃশব্দে সামনে বাড়ল রসার। সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় ধরা খেলো হানাদার। পিস্তলের বাঁট দিয়ে নিদারুণ একটা বাড়ি বসাল রসার লোকটার চাঁদিতে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা, ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে যাচ্ছিল সে; রসার, সতর্ক, লাফিয়ে আগে বাড়ল, দুই বাহু ধরে ফেলল দুর্বৃত্তের, তারপর আস্তে করে শুইয়ে দিল তাকে, নিসাড়

দেহটা ডিঙিয়ে ফের পা বাড়াল সামনে।

আচমকা দূর থেকে রাইফেলের গুলির শব্দ ভেসে এল, প্রতিধ্বনিও শুনতে পেল রসার। থমকে দাঁড়াল ও। হতচ্ছাড়া রেইডারের দল, বলল আপনমনে, নিশ্চয়ই ও-ডট স্টকের নাগাল পেয়ে গেছে। গরু ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে পাঞ্চারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে তাদের। এটা অসম লড়াই, জানে রসার। কারণ হানাদার দলের সদস্য সংখ্যা নয়, এড লাউরি গরু পাহারা দেয়ার জন্যে বড়জোর দুতিনজন পাঞ্চারকে পাঠিয়েছে হয়তো, এখন এরচেয়ে বেশি লোক পাঠানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সংখ্যালঘু ও-ডট পাঞ্চারদের জন্যে রসারের মায়া হলো, কিন্তু এমুহূর্তে ওদের সাহায্যে লাগার মত কিছু করার নেই, আরও জরুরী একটা কাজ রয়েছে ওর হাতে। এক রাইফেলধারীকে অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রসার। বাংকহাউসের দিকে গুলি চালাল লোকটা। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল ওটার জানালার কাঁচ। বাংকহাউসের ভেতর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। আবার রাইফেল তুলল লোকটা, চাপ বাড়াল ট্রিগারের ওপর। এবার গুলি চালাল রসার। হঠাৎ দুভাঁজ হয়ে গেল হানাদার, রাইফেল খসে পড়ল তার হাত থেকে, টলতে টলতে দুকদম সামনে বাড়ল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। এবার আরও দুইজন রাইফেলঅলাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। ওরা ভেবেছে বাংকহাউসে আটকে পড়া কোন ও-ডট পাঞ্চার তাদের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়েছে, কারণ সটকে পড়ার আগে বাংকহাউসের দরজার ওপর এক পশলা গুলি বর্ষণ করতে দেখা গেল ওদের।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল রুসার। পলায়নপর রেইডারদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাল, তারপর পাঁই করে ঘুরে উল্টোদিকে দৌড় লাগাল। ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোল ও, হাঁপাচ্ছে। অ্যাগিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল দ্রুত হাজির হলো সেখানে। এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল, চরকির মত ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, তারপর আবার ঝড় তুলে ছুটল সামনে। জানপ্রাণ দিয়ে ছুটছে অ্যাগি। সামনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ব্যাটাদের ধর, অ্যাগি!' নির্দেশ দিল রুসার ওর ঘোড়াকে।

আগের চেয়ে আরও দ্রুত ছুটতে শুরু করল অ্যাগি। অন্ধকারে হলদে শিখা ছোবল হানল হঠাৎ—একটা বুলেট অ্যাগির মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাগি। পাল্টা গুলি বর্ষণ করল রুসারের কোল্ট। প্রায় ফুট বিশেক দূরে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সেদিকে ধেয়ে গেল রুসার। ওদের চারপাশে বারুদের ধোঁয়া জমাট বাঁধতে শুরু করল এবার। অবশেষে সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের পথের ওপর চলে এল, 'দূর, দূর!' করে ওটাকে তাড়াল রুসার। দ্রুত নিজের কোল্টটা রিলোড করে নিল। ঘোড়ার গতি কমাল, এগোতে লাগল হালকা চালে। গন্তব্য: সীমান্ত। রেইডারদের বাধা দিতে চাইছে। চোরাই গরুগুলো যদি উদ্ধার করা যায়, চমৎকার একটা কাজ হবে তাহলে; তবে একা ওর পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হবে কিনা তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যদি ও ব্যর্থ হয় তাহলে রেইডারদের অপকর্মের জন্যে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে, এটুকু ভেবেই সান্ত্বনা দিতে হবে নিজেকে। সীমান্তে

পৌঁছার পর পুব দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রসার। থেমে কান খাড়া করে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা দেখল খানিকক্ষণ। প্রথমে কিছুই শোনা গেল না। আবার এগোতে যাবে রসার, হঠাৎ গরুর হাম্বা রব ওর কানের পর্দায় আঘাত করল। অ্যাগিও শুনল আওয়াজটা, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। ঘোড়া নিয়ে দ্রুত সরে গেল রসার অনেকটা দূরে। দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল এবার। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল রসার। এর মানে, ভাবল, রেইডারদের পিছু ধাওয়া করা হচ্ছে। খুশি হয়ে উঠল রসার। ধাওয়া করা হচ্ছে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় ও-ডট রাইডারদের হত্যা করতে পারেনি বদমাশরা। একটানে স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করে আনল রসার, নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল।

'ঠিক আছে, অ্যাগি,' অপেক্ষমাণ ঘোড়ার উদ্দেশে বলল ও, 'এবার চলে যা তুই!'

দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেয়ার দরকার হলো না, পাঁই করে ঘুরল ঘোড়াটা, দৌড়ুতে শুরু করল। মাটির সঙ্গে নিজেকে এবার মিশিয়ে ফেলল রসার। অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলো একজন ঘোড়সওয়ার। সে কাছাকাছি এসে লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল। চিৎকার করে কি যেন বলল পেছনের সঙ্গীদের উদ্দেশে, বুঝতে পারল না রসার। রাইফেল তুলে খুব যত্নের সঙ্গে নিশানা স্থির করল ও, টান দিল ট্রিগারে। সরসর করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে একপাশে পড়ে গেল লোকটা। পলকে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, সামনের দিকে

দৌড় দিল। ভূপাতিত লোকটাকে ডিঙিয়ে এল ও, ধরে ফেলল তার ঘোড়াটা, দ্রুত ওটার পিঠে চাপল। গরুর ডাক এখন আরও জোরাল হয়েছে; ঘোড়ার খুরের শব্দও প্রচণ্ড হয়ে কানে আঘাত হানছে। আওয়ান দুর্বৃত্তদের দিকেই ঘোড়া হাঁকাল রসার। দৃষ্টিসীমায় দুজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল একসময়। কোল্টটা ডান হাতে চলে এল সারের, লাগাম আর রাইফেল বাম হাতে ধরে রেখেছে। আরও কাছে চলে এল রেইডাররা, রসারের কোল্টটাও একটু উঁচু হলো।

'অ্যাই, জো,' বলে উঠল ঘোড়সওয়ারদের একজন, 'গুলির আওয়াজ পেলাম যেন! কাউকে শুইয়ে দিলে নাকি?'

'হ্যাঁ!' পাল্টা চেঁচিয়ে ওদের জানাল রসার, 'এক হারামখোর এসেছিল...'

ইচ্ছা করেই বাক্যটা অসমাপ্ত রাখল ও।

'ঠিক করেছ! আমাদের সঙ্গে কাউকে মাতবরি করতে দেয়া হবে না!'

আর মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে আছে এখন ওরা...বিশ ফুট... পনের...এবার আচমকা গর্জালো রসারের কোল্ট— একবার, দুবার, তিনবার—এতই দ্রুত ট্রিগার টানল ও, মনে হলো একটা গুলিই ছোড়া হয়েছে; গুলির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সামনে ঝুঁকল একজন রেইডার, তারপর পিছলে পড়ে গেল স্যাডল থেকে, আছাড় খেলো মাটিতে; তার সহযোগীও ছিটকে শূন্যে উঠে গেল ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে, তারপর ময়দার বস্তার মত ধপাম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ঝটপট কোল্ট রিলোড করে নিল রসার, সামনে বাড়ল আবার। লম্বা করে একটা দম নিল ও।

এতক্ষণ ভাগ্য দারুণভাবে সাহায্য করেছে ওকে, কিন্তু এখন রেইডারদের মূল অংশটা এগিয়ে আসার ফলে আরও বেশি করে ভাগ্যের সহায়তা দরকার হয়ে পড়েছে ওর! অনেক বেশি আশা করছে ও। তবে দোটানায় ভোগার মানুষ রসার নয়। অবশেষে ঘোড়া আর একপাল গরু এগিয়ে আসছে দেখতে পেল ও। ঘোড়সওয়াররা প্রায় স্ট্যামপিডের গতিতে গরুর পালটাকে খেদিয়ে নিয়ে আসছে । দূর থেকে আবার গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। তার মানে, ও-ডট রাইডাররা হাল ছাড়েনি এখনও।

'এইবার!' স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করল রসার।

কোল্টটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল ও, রাইফেলটা আবার ডানহাতে নিয়ে এল, গুলি চালানো শুরু করল। গরুর পালের সামনের সারিটার ওপর রাইফেলটা খালি করল রসার। একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল অনেকগুলো গরু। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হলো এবার যা আগে কখনও দেখেনি রসার। ভূপাতিত গরুগুলোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ছে পেছনের আতঙ্কিত গরুগুলো। হুমড়ি খেয়ে একটার ওপর আরেকটা পড়ছে। নিমেষে বুনো, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওরা। পরস্পরকে গুঁতো মারতে শুরু করল হিংস্র ভঙ্গিতে। তারপর পেছনের সারির গরুগুলো হঠাৎ উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করে দিল। ঝড়ের মত আবার ও-ডট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে এগিয়ে চলল ওগুলো। সামনে-পেছনে প্রাণপণ দৌড়ে পাগলপ্রায় গরুগুলোর গতি রোধ করার চেষ্টা চালাল রেইডাররা, কিন্তু ব্যর্থ হলো তাদের সব প্রয়াস। একটা ঘোড়া দ্রুত ঘুরতে যাচ্ছিল, একজোড়া গরুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো ওটার, ঘোড়াটা পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, সওয়ারীকে চাপা

ল শরীরের নিচে। আর্তনাদ—মরণ চিৎকার শোনা গেল একবার, রপর সব চুপ। গরুগুলো ঘোড়া আর ওটার সওয়ারীকে মাড়িয়ে গিয়ে গেল সামনে, ছুটন্ত পশুগুলোর দ্বিখণ্ডিত খুরের ক্রমাগত ঘাতে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেল ওরা মোরব্বার মত। পেছন কে আরও কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল সামনে, পয়েন্ট ংক রেঞ্জে এঁকেবেঁকে দ্রুত অগ্রসরমান গরুর পালের ওপর গুলি লল। প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল কয়েকটা গরু। ওগুলোর সঙ্গে চট খেয়ে আছড়ে পড়ল আরও কয়েকটা, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই খা গেল গরুর পালটা সীমান্ত থেকে অনেকখানি দূরে সরে ছে—আপন চারণভূমির দিকে ছুটে যাচ্ছে অন্ধের মত।

ঘোড়া থামাল এবার রসার। মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাইফেলে গুলি র নিল আবার, উঁচু করে ধরল ওটা। রেইডারদের একজন ালের মধ্যে আসতেই গর্জে উঠল রাইফেলটা। ঘোড়ার পিঠ কে ছিটকে পড়ল লোকটা, পাঁই করে ঘুরল তার ঘোড়া, সোজা চটের দিকে ছুটতে শুরু করল। গরুর পালের ওপাশের গুলির ওয়াজ বেড়ে উঠল, হলদে ঝলক দেখতে পেল রসার। ওর থেকে ানিক একশো গজ দূরে ঘোড়সওয়াররা জড়ো হচ্ছে, লক্ষ্য ন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চোরাই গরু উদ্ধারের চেষ্টায় ক্ষান্ত ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেইডাররা।

দক্ষিণ দিকে এগোতে শুরু করল ওরা, থামল একবার; আরও ন লোক যোগ দিল ওদের সঙ্গে, দলটার পেছনে নজর রাখছিল , অনুমান করল রসার। আরও তিনজন রাইডার ঝড় তুলে হর হলো দৃশ্যপটে। নতুন করে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেল

দুপক্ষের মধ্যে। নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইল না রসার, যুদ্ধে যো দিল ও। হানাদার দলের কাছ থেকে সওয়ারীবিহীন একটা ঘোড় দূরে সরে গেল, পিছু হটল আরেকটা—সঙ্গে টেনে-হিঁচড়ে নি চলল সওয়ারীকে, বেচারার পা আটকে গেছে স্টির‍্যাপে। হঠা করেই শেষ হয়ে গেল লড়াইটা—আচমকা কিছু বোঝার আগে রণে ভঙ্গ দিল রেইডাররা, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাইফে নামিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল রসার।

'এই যে!' চিৎকার করে বলল ও, ওর দিকে ঘোড়া ঘোরাল ও ডট রাইডাররা। 'গুলি করে বোসো না যেন! আমি রসার!'

রসার আর তিন ও-ডট পাঞ্চার র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেখতে পে র‍্যাঞ্চহাউস আর বাংকহাউসে আলো জ্বলছে। বার্নের সামনে পাঁচ ছয়জনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মাথার ওপর লণ্ঠন তু ধরল তাদের একজন, তারপর দল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'অ্যাই!' চিৎকার করে বলল সে। এড লাউরির কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রসার। 'তোমরা ঠিক আছ তো?' বাকিরাও এবার এগি এল। মেরি আর মলিকেও দেখা গেল ওদের মাঝে। 'আরে, রসার, তুমিও আমাদের গরু পাহারা দিতে গিয়েছিলে নাকি?'

স্যাডলে নড়ে চড়ে বসল এক রাইডার।

'রেইডারদের হামলা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে ওকে ধন্যবাদ দাও সবাই,' ইঙ্গিতে রসারকে দেখিয়ে বলল সে। 'তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না আমাদের। নয়জন হানাদারের বিরুদ্ধে আমরা মাত্র তিনজন। হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলো ও, রেইডারদের বাধা দিল

একা, তারপর গরুর পালটা ছত্রভঙ্গ করে এদিকে ফেরত পাঠাল। শেষবার যখন রেইডারদের দেখলাম আমরা, ওদের মাত্র চারজন স্যাডলে বসে ছিল।'

'হুম,' বলল লাউরি, 'ও কাছেপিঠে আছে, আগেই ধারণা করেছিলাম আমি। এখানে কে জানি একজন দারুণ একচোট গুলির ভেলকি দেখিয়ে গেছে! আমাদের কেউ যে না ভাল করেই জানি আমি। আমরা কেউই অমন দুর্দান্ত গুলি চালাতে জানি না। তাছাড়া আমরা বাংকহাউসে আটকা পড়েছিলাম তখন। ও, রসার, তুমি যাকে বার্ন আর বাংকহাউসের মাঝখানে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গিয়েছিলে,' রসারের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'জ্ঞান ফিরে পেতেই টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিল সে, আমাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল, ব্যাটার পেটে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলেছে বজ্জাতটা। যেখানে রেখে গিয়েছিলে টেনে নিয়ে আবার সেখানে রেখে দিয়েছি লাশটা। অন্যটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংকহাউসের সামনে যাকে কতল করেছিলে। একই জায়গায় পাশাপাশি শুয়ে আছে এখন ব্যাটারা। গরুর পালটার কি খবর। কোন দিকে গেছে জানোয়ারগুলো?' জানতে চাইল সে।

'সোজা এই দিকেই এসেছে,' জানাল রসার, 'ওগুলো বেশি দূরে চলে যাবার আগেই জলদি করে রাউন্ড-আপের ব্যবস্থা কোরো তোমরা!'

'খাঁটি কথা বলেছ তুমি,' সায় দিল লাউরি। চট করে পাঞ্চারদের দিকে তাকাল। 'যার যার ঘোড়া বের করে আনো তোমরা।'

'এই ঘোড়াটা নিতে পারো একজন,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বলল রসার, 'এক হানাদারের কাছ থেকে ধার করেছিলাম।'

'তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই,' হাসতে হাসতে বলল লাউরি, 'ওটার মনিব বোধ হয় খুব একটা আপত্তি করার সুযোগ পায়নি! কিন্তু তোমার মেয়ারটার কি হলো?'

'কাছেপিঠেই আছে বোধ হয়, শিগগিরই চলে আসবে।'

নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপল এড লাউরি। খুরের আওয়াজ শোনা গেল; বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছে দুজন পাঞ্চার।

'চলো, রওনা দেয়া যাক,' ওদের উদ্দেশে বলল লাউরি।

দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল ও-ডট পাঞ্চাররা।

রসারের দিকে তাকিয়ে হাসল মেরি হ্যাংক।

'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ, জন,' বলল সে।

'ও কিছু না।'

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়াল মেরি।

'মা,' ডাকল মলি, থেমে ওর দিকে তাকাল মহিলা, 'এই মুহূর্তে কফি হলে বোধ হয় আর কিছু লাগে না,' বলল মেয়েটা, 'তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিক বলেছ, আমারও একই কথা। ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি।'

মেরি র‍্যাঞ্চহাউসে যাবার পর মলি আর রসার আস্তে আস্তে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের কাছে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা দুজন। মুহূর্তের জন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল মলি।

'সুন্দর রাত, তাই না,' বলল মলি।

'ছিল বললেই ভাল,' ওকে শুধরে দিল রসার, 'শিগগিরই ভোর হয়ে যাবে।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মলি, সবচেয়ে ওপরের রেইলে দুহাত রেখে চিবুক ডোবাল হাতের ওপর।

'জন,' একটু পর আবার সোজা হয়ে রসারকে বলল মেয়েটা, 'ও-ডট চালানোর দায়িত্ব নেবে তুমি?'

'এই নিয়ে আজ দুবার চাকরির প্রস্তাব পেলাম,' বলল রসার।

'ওহ্!' বলল মলি। রসারের মনে হলো ওর জবাব মেয়েটাকে হতাশ করেছে।

'বিল ম্যাকডোনাল্ড,' ব্যাখ্যা করল রসার, তারপর তাড়াতাড়ি আবার যোগ করল: 'ওর প্রস্তাব অবশ্য ফিরিয়ে দিয়েছি আমি।'

'ও,' আবার বলল মলি, তবে এবার ওর কণ্ঠে খানিকটা স্বস্তির সুর ফুটল, আগের তুলনায় অনেক খুশি মনে হলো ওকে।

'ওকে বলেছি র‍্যাঞ্চের কাজকর্মে মনোযোগ দেয়ার মত মানসিক অবস্থা এখনও ফিরে পাইনি আমি,' উপসংহার টানল রসার।

'অ। আচ্ছা, বাকি রাতটা এখানেই থাকবে নাকি?'

'ধন্যবাদ। শহরে যাবার খাটুনিটা বেঁচে গেল আমার।'

'এসো,' বলে কোরাল গেট ছেড়ে সরে এল মলি। 'মাকে জানাই কথাটা। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে বোধ হয় ও।'

র‍্যাঞ্চহাউসের পথ ধরল ওরা।

'আজ রাতে আবার ঘুমানো যাবে বোধ হয়,' হাসিমুখে বলল মলি, 'বাবা মারা যাবার পর থেকে আর ঘুমাতে পারিনি আমি।'

র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল ওরা, এগিয়ে গেল কিচেনের দরজার দিকে। কবাট খুলে দিল রসার। মলি ঢোকার পর সে-ও ঢুকল। টেবিল সাজানো হয়েছে। এক প্লেট কুকি রাখছিল মেরি টেবিলের ওপর, মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল।

'আমি তোমাদের ডাকব ভাবছিলাম,' বলল সে।

দরজার পাশে একটা চেয়ারের ওপর টুপিটা নামিয়ে রাখল রসার। গায়ের কোট খুলে ওর হাতে দিল মলি, যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে ওটাও চেয়ারের ওপর রাখল রসার। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মলি।

'রাতটা এখানেই কাটাবে জন,' মেরিকে জানাল মলি, 'ওকে বললাম বাকি রাত তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব আমি। আরে, জন, এসো, এখানে এসো, বসো এই চেয়ারে। হ্যাঁ, এটায়। মা সবসময় ওখানে বসে, আমি বসি এটায়। বুঝলে মা, জনকে আমি ও-ডট র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিতে বলেছিলাম। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে ও। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে ওকে রাজি করাতে পারো কিনা?'

চোখ তুলে রসারের দিকে তাকাল মেরি হ্যাংক।

'না,' একটু বাদে বলল মহিলা। 'ও জানে ইচ্ছা হলেই কাজটা নিতে পারবে, শুধু বলার অপেক্ষা। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এসে উঠবে। ও নিজে থেকে না বললে আগ বাড়িয়ে আমি কিছুই বলব না। বিস্কুটটা বোধ হয় তোমার ভালই লাগবে, জন,' হেসে বলল মেরি হ্যাংক, 'চকলেট দিয়ে বানানো। আমার ভুল না হয়ে থাকলে তুমি বোধ হয় একবার বলেছিলে চকলেট খেতে খুব পছন্দ

করো।'

'একদম ঠিক!' বলল রসার।

'বেশ, তাহলে একটু কষ্ট করে নিজেই একটা হাতে তুলে নাও!' বলল মেরি। 'মলি, কেবিনেটে চিনির বয়ামটা আছে, একটু এনে দেবে! আমি কফি ঢালছি তোমাদের জন্যে!'

কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল মলি মাথা দুলিয়ে।

ওদের দুজনের আচরণে স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করল রসার, কামড় বসাল বিস্কুটে।

ছয়

শহরের উদ্দেশে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে রসার। ও-ডট র‍্যাঞ্চে চমৎকার একদফা নাশতা সারার সুযোগ হয়েছিল, ওর পছন্দের প্রায় সব খাবারই ছিল নাশতার টেবিলে; আগের রাতে রেইডারদের একটা দলকে নাজেহাল করতে পেরেছে বলে এক ধরনের আত্মতৃপ্তিও বোধ করছে রসার। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে চলে আসছে বলে মনে হচ্ছে ওর। নাশতাপর্ব শেষ হবার পর ও-ডট র‍্যাঞ্চে থাকার ইচ্ছা ছিল না রসারের, কিন্তু মলির উপর্যুপরি অনুরোধ ফেলতে পারেনি, এড লাউরির প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

হয়েছে ওখানে। ফিরে এসে ছিনতাই করা সবগুলো গরু উদ্ধার করার সুখবর জানিয়েছে লাউরি। ওর বাকি পাঞ্চাররা এখন গরুর পাল উত্তরের চারণভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যাগির খোঁজে কোন কষ্ট পোহাতে হয়নি রসারকে; সকাল সকাল উঠে পড়েছিল ও, ভেবেছিল ও-ডট-এর একটা ঘোড়া ধার করে সেটার পিঠে চেপে মেয়ারের খোঁজ করবে; কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পায় মেরির ছোট উঠানে মহা আনন্দে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ওর প্রিয় ঘোড়া।

ও-ডট র‍্যাঞ্চ মাইলখানেক পেছনে ফেলে এসেছে ও ইতিমধ্যে, আচমকা ডেকে উঠল মেয়ারটা। স্বভাবজাত সতর্কতায় ঢিল পড়েছিল রসারের, আশপাশে তেমন সতর্ক নজর রাখছিল না এতক্ষণ, সংবিৎ ফিরে পেয়ে চট করে মুখ তুলে সামনে তাকাল এবার। এখনও অনেকটা দূরে, রাস্তার ওপর কিছু একটা নজরে পড়ল। মুহূর্তে রাশ টেনে ধরল ও। ঘোড়ার গতি কমিয়ে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। অজ্ঞাত বস্তুটার দিকে আবার তাকাল রসার, ফুট ত্রিশেক দূরে আছে এখনও, তবে চিনতে পারল—একটা বাকবোর্ড। বাকবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে লেদার জ্যাকেট আর জিন্সের প্যান্ট পরা একটা মেয়ে। অ্যাগির খুরের আওয়াজ পেয়ে রসারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে।

'হুম,' আপনমনে বলল রসার, কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে, 'পরিচিত বলে তো মনে হচ্ছে না, তবে যা হোক দেখতে কিন্তু মন্দ না!'

মেয়ারের পেটে হাঁটু দিয়ে খোঁচা দিল রসার, আবার গতি

বাড়াল অ্যাগি। মিনিট খানেকের মধ্যে বাকবোর্ডের একপাশে চলে এল ঘোড়াটা। চোখের ওপর থেকে ঠেলে টুপি সরাল রুসার।

'মর্নিং,' স্যাডলে নড়ে চড়ে বসতে বসতে বলল ও, 'কোন অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হ্যাঁ!' জবাব দিল মেয়েটা, রুসার যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক সুন্দরী : একমাথা লাল চুল তার, উজ্জ্বল সবুজ রিবন দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

'কি ব্যাপার?' আবার জানতে চাইল রুসার।

'এই চাকাটা,' ইঙ্গিতে একটা চাকা দেখিয়ে জানাল মেয়েটা, 'হঠাৎ করে বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে, এঁকেবেঁকে চলছিল, ভয় পেয়ে গেছি আমি, যদি খুলে যায়! বাকবোর্ড থামিয়ে ফেলেছি তাই।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, পরখ করেই দেখা যাক একবার,' বলল রুসার, অ্যাগির পিঠ থেকে নামল ও। মেয়ারটা ঘাড় ফিরিয়ে আগ্রহের সঙ্গে মেয়েটাকে জরিপ করছে। নির্দিষ্ট চাকার ওপর ঝুঁকে পড়ল রুসার, দুহাতে ওটা ধরে জোরসে ঝাঁকি লাগাল, তারপর বলল: 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, ঢিলে হয়ে গেছে চাকাটা। সময়মতই থেমেছিলে, যা হোক। তা নাহলে এটা আচমকা খুলে গিয়ে মারাত্মক অঘটন ঘটতে পারত!'

আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রুসার, তাকাল মেয়েটার দিকে।

'তোমাকে আগে কখনও এদিকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ও।

'আমারও তো একই কথা।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'তোমাকে যে আগে কখনও দেখিনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল আবার, 'আমরা আরেকজন পুরুষের চেহারা হয়তো ভুলে যেতে পারি, বিস্মৃত হতে পারি একটা জায়গার নাম, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কথা মনে থাকবেই। তা কোন্ দিকে যাচ্ছিলে তুমি?'

'শহরে।'

পা দিয়ে চাকাটা নাড়া দিল রসার।

'এ অবস্থায় কোথাও যাওয়া হবে না তোমার,' বলল ও, মুহূর্তের জন্যে মেয়েটার ওপর স্থির হয়ে থাকল ওর দৃষ্টি। 'আশপাশের কোন র‍্যাঞ্চে থাকো নাকি তুমি?'

'এখান থেকে নয়-দশ মাইল দূরে আমার বাসা,' জানাল মেয়েটা।

'আচ্ছা? কোথায়, কোন্দিকে?'

পুবদিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

'লুকাস আউটফিট,' বলল সে, 'র‍্যাঞ্চটা কোথায় জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানি। ওটার পাশ দিয়ে বহুবার যাবার সুযোগ হয়েছে আমার, তবে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত যাইনি কখনও। তুমি—'

'লুকাস কিনা? হ্যাঁ। বিয়ের আগে আমার নাম রোজ লুকাস ছিল, পরে রোজ শেরম্যান হয়েছে।'

'আচ্ছা,' বলল রসার, 'আমার নাম জন রসার।'

'তুমি নিশ্চয়ই আইরিশ,' বলল রোজ, 'কারণ তোমার চুল লাল, চোখজোড়া নীল!'

'তোমারও,' পাল্টা জবাব দিল রুসার। 'দেখো, তোমার স্বামীকে বোধ হয় খবর দেয়া দরকার, সে এসে—'

'ও বেঁচে নেই,' বাধা দিয়ে বলল রোজ।

'ওহ্!' বলল রুসার। 'দুঃখিত।'

'শহরে একটা লিভারি আস্তাবল আছে না?'

'হ্যাঁ, জেরি ফস্টার ওটার মালিক। ওকে এখানে আনা গেলে এক মিনিটের মধ্যে চাকাটা মেরামত করে দিতে পারত।'

'এখানে এটাকে কোনরকমে একটু ঠিক করে নিতে পারলে আমরাই ওর কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাই না?'

রোজের দিকে তাকিয়ে হাসল রুসার।

'ভাল বলেছ,' বলল ও, 'চেষ্টা করে দেখা যাক!' একটু দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল ও, তারপর ঘুরে স্যাডলব্যাগ খুলল, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াল কয়েক মুহূর্ত, কিছু খুঁজছে। অবশেষে পেল কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা, বের করে আনল। এক নজর দেখে হাতের ওপর বার কয়েক নাচাল সে ওটা, মাথা দোলাল সন্তুষ্ট চিত্তে। এবার হাঁটা শুরু করল, মাটির দিকে নজর। হঠাৎ ছোট আকারের একটা পাথর নজরে পড়তেই থামল রুসার, হাঁটু গেড়ে বসে তুলে নিল পাথরটা, তারপর আরেকটা পাথরের ওপর হাতের জিনিসটা রেখে বাড়ি মারতে শুরু করল। খানিক পর পাথরটা একপাশে ছুঁড়ে মারল ও, উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে এল বাকবোর্ডের কাছে। চাকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে উল্টো করে ধরল রুসার শক্ত হাতে। সদ্য তৈরি পেরেকটা পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে চাকা আর হাবের মাঝখানে ঢোকাতে শুরু

করল। কাজ শেষে পিস্তলটা ফের হোলস্টারে ঢোকাল, দুহাতে চাকাটা ধরে বারকয়েক জোরে টান দিয়ে পরখ করল।

'মনে হয় চলবে,' ঘাড়ের ওপর দিয়ে রোজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অন্তত শহর পর্যন্ত যেতে পারবে অনায়াসে!'

'ধন্যবাদ।'

মেয়েটাকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল রসার। প্রশস্ত চালকের আসনে রোজ যখন আয়েস করে বসছে সেই ফাঁকে ঘোড়াগুলোর লাগাম একসঙ্গে করে তার হাতে তুলে দিল রসার। অ্যাগির পিঠে উঠে বসল তারপর।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' বলল ও, 'বলা যায় না, হঠাৎ কোন অঘটন ঘটে যায় যদি!'

এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড। অ্যাগিকে ওটার পাশে নিয়ে এল রসার।

'এদিকে কোন র‍্যাঞ্চের মালিক নাকি তুমি?' ওকে জিজ্ঞেস করল রোজ।

'না।'

'তাহলে কোন র‍্যাঞ্চে কাজ করছ?'

'তা-ও না,' আবার বলল রসার। এবার ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি একজন রেঞ্জার, মানে কয়েকদিন আগেও ছিলাম। রেঞ্জার বাহিনী ভেঙে গেছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো মেয়েটার দুচোখ।

'বলো কি, এখন রেঞ্জারদের আর অস্তিত্ব নেই?' জানতে চাইল রোজ।

'তাই। দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসে আপাতত আইনকানুনের বালাই নেই কোন।'

'হায় খোদা!' বলল মেয়েটা। 'এখন তাহলে কি করছ তুমি?'

'কিচ্ছু না,' জবাব দিল রুসার, 'আসলে এখনও ঠিক করতে পারিনি কি করব—এখানেই থাকব নাকি চলে যাব আর কোথাও।'

এবার কোন মন্তব্য করল না মেয়েটা।

'তোমাদের র‍্যাঞ্চে দুচারদিনের মধ্যে রাসলারদের কোন উৎপাত হয়েছে?' জানতে চাইল রুসার।

'রাসলার?' পুনরাবৃত্তি করল রোজ, 'এদিকে ঝামেলা করছে নাকি ওরা?'

'সামান্য,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল রুসার। 'তোমাদের প্রতিবেশী হ্যাংকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে ওদের উৎপাতে। হ্যাংকদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে? ওদের আউফিটের নাম ও-ডট।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'এখানে কাউকেই চিনি না আমি,' বলল সে।

'একটানা তিনরাত হানা দিয়েছে ওরা ও-ডট র‍্যাঞ্চে,' আবার বলল রুসার। 'র‍্যাঞ্চের মালিক স্টিভ হ্যাংক, তার মেয়ে জামাই এড র‍্যান্ডল মারা গেছে প্রথম রাতের হামলায়, পরের দিন মারা পড়েছে আরও তিনজন পাঞ্চার আর ফোরম্যান। গতকালও ওখানে চড়াও হয়েছিল রেইডাররা, কাউকে অবশ্য মারতে পারেনি।'

আতঙ্কিত দেখাল মেয়েটাকে।

'তুমি বরং তোমাদের পাঞ্চারদের রাসলারদের হামলার

আশঙ্কার কথা মনে রেখে চোখ কান খোলা রাখতে বলে দিয়ো। কখন আবার তোমাদের ওখানে চড়াও হবে কে বলতে পারে!'

'আমাদের র‍্যাঞ্চে হানা দিলে হতাশ হবে ওরা।'

'কেন?'

'মানে আমাদের র‍্যাঞ্চটা তো খুবই ছোট, আর গরুর সংখ্যাও নগণ্য বলা যায়।'

এরপর আর ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না। মাইলের পর মাইল পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। তারপর একসময় সামনে শহরের আবছা অবয়ব দেখা গেল। আরও কয়েক মিনিট পর হালকা চালে শহরে প্রবেশ করল ওরা। রসারের কথা মত লিভারি আস্তাবলের সামনে বাকবোর্ড থামাল রোজ; স্যাডল থেকে নেমে মেয়েটাকে কাঠের সাইডওঅকে নামতে সাহায্য করল রসার।

'ধন্যবাদ,' বলল রোজ, 'আজ আমার অনেক উপকার করলে তুমি।'

'বাদ দাও।'

'বাই।'

'বাই।'

অ্যাগিকে নিয়ে রাস্তা বরাবর সামনে এগোল রসার। হোটেলের সামনে এসে হিচরেইলে বাঁধল মেয়ারটাকে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'রসার!'

রাস্তার উল্টোদিক থেকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এল কৃশকায় এক লোক। তাকে চিনতে পারল রসার। স্যাম ল্যুয। সিঁড়ির মাথায় এসে

দাঁড়াল রুসার।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল,' বলল ল্যুয।

'কি কথা? এখানেই বলবে নাকি ভেতরে যাবে?'

'একখানে হলেই হলো!' বলল ল্যুয। 'আমার র‍্যাঞ্চে কাল রাতে হামলা হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'কই, না তো!'

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল স্যাম ল্যুয।

'খুনে বদমাশের দল আমার এক পাঞ্চারকে খুন করে গেছে, বলডি ককস নামে এক বুড়ো,' বলল সে, 'ওকে কোন সুযোগই দেয়নি শয়তানেরা, গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলে রেখে গেছে!'

'আর গরু?'

'তিনশোর কিছু বেশি গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে!'

'খবরটা শুনে দুঃখ পেলাম, ল্যুয।'

'আমার মাথায় বাজ পড়েছে রীতিমত!' আবার বলল ক্যাটলম্যান, 'সন্দেহ নেই অবস্থা আরও খারাপও হতে পারত। আমার বড় পালটার দিকে নজর পড়েনি ওদের। চাইলে ওটাও নিয়ে যেতে পারত, মাত্র পোয়া মাইল দূরে ছিল গরুগুলো।'

'ওরা হয়তো মনে করেছে একসঙ্গে বেশি গরু সামাল দেয়া যাবে না, তাই নেয়নি,' বলল রসার।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম ল্যুয।

'এখন তো সাহায্য চাইবার আর কোন অধিকার নেই আমার,' বলল সে, 'কারণ আমিও তোমার আর ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবু সাহায্য চাইতে বাধ্য হচ্ছি। ওই তিনশো

গরু ফিরিয়ে আনতে না পারলে ব্যাংকের সঙ্গে বিশ্রী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাব! লুই ব্র্যাডলির কারও কাছে টাকা পাওনা থাকলে অন্য কোন কথাই কানে তুলতে চায় না!'

'বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে কোন কথা দিচ্ছি না,' বলল রসার, 'তবে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে, এটুকুই আমার জন্যে অনেক!'

'রেইডারদের কাজকারবার কেমন অদ্ভুত যেন,' আপনমনে বলল রসার, 'মনে হচ্ছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ চালাচ্ছে ব্যাটারা!'

'কি বলতে চাও?'

'ওরা গত রাতে ফের ও-ডট র‍্যাঞ্চে চড়াও হয়েছিল।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তবে গতরাতে ওদের তুলনায় আমাদের ভাগ্য অনেক ভাল ছিল। ওদের হামলা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছি আমরা, অর্ধেক হানাদার মেরে সাফ করে দিয়েছি।'

'বাকি অর্ধেককে নিজের হাতে শেষ করতে চাই আমি!'

'তোমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। শোনো, আমি আগে দেখে নিই শহরের পরিস্থিতি কিরকম, তারপর আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ, রসার!'

'আগে তো একটা কিছু করি, তারপর ধন্যবাদ দিয়ো!'

কোন মতে হাসল ল্যুয।

'ঠিক আছে,' বলল সে, 'কিন্তু তুমি সাহায্য করবে বলেছ,

সেজন্যে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো দরকার, মানা কোরো না!'

ঘুরে দাঁড়াল ল্যুয। দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তা পার হলো আবার। তাকে পিট ম্যাকের স্যালুনে ঢুকতে দেখল রসার। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় নেমে এল ও। প্রায় মিনিটখানেক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল—নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়ার চেষ্টা। অবশেষে রাস্তা ধরে এগোল, সোজা ব্যাংকে গিয়ে ঢুকল ও। ব্যাংকার লুই ব্র্যাডলির চোখ আর মুখে কাঠিন্যের ছাপ, লালচে ধূসর মাথার চুল, ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফ জোড়া কালো রঙ হারাতে বসেছে ইতিমধ্যে। বয়স বাড়ছে লোকটার। ডেস্কের উল্টোদিকে বসেছিল ব্যাংকার, রসারকে ঢুকতে দেখে তাকাল, মাথা দোলাল ওর উদ্দেশে, হেলান দিল চেয়ারে।

'হ্যালো,' বলল রসার। চারপাশে অন্তত ছ-সাতখানা চেয়ার পড়ে থাকা সত্ত্বেও ওকে বসার আমন্ত্রণ জানায়নি ব্র্যাডলি। 'দেখো, ব্র্যাডলি,' বলল রসার, 'ব্যাংকিং ব্যবসা খুব একটা বুঝি না আমি, তবে এটুকু জানি যে কোন আইন মানুষের অধিকারের কথা বিবেচনায় রেখেই তৈরি হয়, নাকি?'

'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাইছিলাম রেইডাররা যদি সীমান্তের ওপার থেকে এসে অবিরাম হামলা চালিয়ে এখানকার র‍্যাঞ্চগুলোর সব গরু খেদিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তোমার জিম্মায় এখন যাদের দলিলপত্র রয়েছে তারা আর তোমার পাওনা মেটাতে পারবে না, তখন কি করবে তুমি?'

'সম্পত্তির দখল বুঝে নেবে ব্যাংক, ব্যস!'

'এটা কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবসা করার ভাল কোন কায়দা হলো না! তোমার কি মনে হয়?'

চকচক করে উঠল ব্র্যাডলির চোখজোড়া।

'ব্যবসার আর কোন কায়দা জানা আছে নাকি তোমার যেটা কাজে লাগিয়ে টিকে থাকা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ইচ্ছা করলেই তো পাওনা শোধ করার জন্যে সময় বাড়িয়ে দিতে পারো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রসার। 'পাওনা মেটাতে রাজি আছে সবাই, কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার। এই শহরের স্টোরকীপারদের কাছে একটা করে বাকির খাতা আছে—একে বোধ হয় তুমি *ক্রেডিট বিজনেস* বলবে—খদ্দেররা তাদের পাওনা মেটাতে পারছে না, কেবল এই অজুহাতে কিন্তু স্টোরকীপাররা জিনিস বিক্রি বন্ধ করে না। দুপক্ষ একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে একটা রফায় পৌঁছায়—এমন একটা উপায় বের করে ওরা যাতে একদিকে যেমন ক্রেতা তার দেনা শোধ করতে সমর্থ হয় আবার অন্যদিকে স্টোরকীপারও সবার কাছ থেকে অল্প অল্প করে টাকা আদায় করে তার সরবরাহ বজায় রাখে—দোকানের মজুদও বাড়িয়ে তুলতে পারে। একেই আমি বলি আসল ব্যবসা। আমি মনে করি ব্যাংকেরও সমস্যা সমাধানের জন্যে এরকম কোন পদ্ধতি খুঁজে বের করে নেয়া উচিত।'

'ঠিক,' বলল ব্র্যাডলি, 'তা তোমাকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে, রসার?'

'কেউ না। নিজের ইচ্ছাতেই এসেছি আমি, কারণ অচিরেই এদিককার ক্যাটলম্যানরা কি ধরনের সমস্যায় পড়বে জানি।'

'এই কাউন্টিতে তোমার এখন কোন ক্ষমতা নেই, ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাহলে তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দিই, মন দিয়ে ানো—যা বোঝো না তা নিয়ে বেহুদা মাথা ঘামাতে যেয়ো না। দের সমস্যা তাদেরকেই সামলাতে দাও, ঠিক আছে?'

জবাব দিল না রসার। দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ব্র্যাডলির ক, তারপর ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে।

পরক্ষণে সংকীর্ণ সাইডওঅকে টক্কর লাগল একজনের সঙ্গে, পায়ের কাছে ঝপাঝপ পড়তে শুরু করল একদাগা ব্যাগ আর া আকারের প্যাকেট।

'ওহ্, আমি দুঃখিত!' বলল রসার, তাড়াতাড়ি বসে পড়ে নিসগুলো তুলতে শুরু করল। কার্বের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল টা প্যাকেট, নাগালের বাইরে যাবার আগেই লাফ দিয়ে তুলে নল ওটা। অন্যান্য প্যাকেট আর ব্যাগের সঙ্গেও ওটা তুলে দিল লিকের হাতে, সোজা হয়ে দাঁড়াল এবার। রোজ শেরম্যানের ক তাকিয়ে বোকার মত হাসল ও।

'আরে, তুমি? কি খবর?'

'তোমার নিজের খবর নাও আগে,' বলল মেয়েটা, 'সব সময়ই এমন দৌড়ের ওপর থাকো নাকি তুমি? নাকি স্ট্যামপিডে ড়ছ?'

'কোনটাই না,' জবাব দিল রসার। 'ওগুলো এদিকে দাও, মার ক্ষতি পুষিয়ে দিচ্ছি, জিনিসপত্র বয়ে বাকবোর্ডে তুলে দেব মি!'

মেয়েটার হাত থেকে জিনিসগুলো নিজের হাতে নিল রসার। আপত্তি করল না রোজ। দুহাত ভর্তি জিনিস নিয়ে অনুগতটির মত রোজের পেছন পেছন রাস্তা ধরে লিভারি আস্তাবলের দিকে এগোল ও। কার্ব-এর দাঁড় করিয়ে রাখা বাকবোর্ডটা, জিনিসপত্র ওটায় তুলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার।

'এবার বলো,' বলল ও, 'ক্ষতিপূরণ হয়েছে?'

হঠাৎ কে যেন হাজির হলো রসারের পেছনে। ওর পেছনে তাকিয়ে আছে রোজ লক্ষ্য করল রসার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। এগিয়ে আসছে মলি ওকে শহরে দেখে একটু অবাক হলো রসার, এখানে আসার কথা ওকে জানায়নি; একসঙ্গে আসতে পারত তাহলে।

'হাই!' বলল রসার। 'মলি, ও হচ্ছে রোজ শেরম্যান। তোমাদের পরিচয় থাকা উচিত, হাজার হোক প্রতিবেশী তো!'

'হ্যালো,' বলল রোজ।

শুষ্ক হেসে শুভেচ্ছার জবাব দিল মলি।

'শেরম্যান?' পুনরাবৃত্তি করল ও, 'নামটা বোধ হয় আগে কখনও শুনিনি!'

'আসলে লুকাস পরিবারের মেয়ে আমি। এই নামটা হয়তো শুনে থাকবে।'

'অ,' বলল মলি, 'আমি হ্যাংক পরিবারের। হ্যাঁ, বাবার মুখে বহুবার লুকাস আউটফিটের কথা শুনেছি!'

'তাই!'

রসারের দিকে তাকাল মলি।

'ব্যাংকে যাচ্ছি আমি,' বলল সে। 'হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ায় আসতে হলো। এই মহিলার প্যাকহর্সের কাজ শেষ হলে ওখান থেকে তুলে নিয়ো আমাকে।'

দ্রুত ওদের পাশ কাটাল মলি, এগিয়ে গেল ব্যাংকের দিকে।

'মেয়েটা চমৎকার দেখতে,' একটু পর বলল রোজ। লাগাম তুলে নিল সে, রসার সাহায্যের হাত বাড়ানোর আগেই চাকার ওপর ভর দিয়ে চালকের আসনে উঠে বসল, হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় খুশি হয়েছি আমি। আশা করি মেয়েটা তোমার ওপর বেশিক্ষণ রেগে থাকবে না। তোমার ওপর আমার নজর পড়েনি, ওকে বলো, তাহলে হয়তো আমাকে আর খারাপ চোখে দেখবে না। বাই।'

'বাই।'

রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড। মিনিট খানেকের মত ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার, তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল, ব্যাংকের দিকে তাকাল একবার, পা বাড়াল সেদিকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও, কি যেন ভাবল, আবার লিভারি আস্তাবলে ফিরে এল। খানিক পর বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে, অ্যাগির পিঠে উঠে বসল, রাস্তা বরাবর এগোতে শুরু করল। ব্যাংকের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বেরিয়ে এল মলি, চট করে মুখ তুলে তাকাল।

'জন!' জোর গলায় ডাকল ওকে।

মলির দিকে একবার তাকাল রসার, কিন্তু থামল না। নিচু গলায় অ্যাগির সঙ্গে কথা বলতে লাগল। গতি বাড়ল ঘোড়ার। শহর পেছনে ফেলে এল রসার।

*

সন্ধ্যায় আবার শহরে ফিরে এল রসার। হোটেলের সামনে হি রেইলে ঘোড়া বাঁধল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড় ভেতরে। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে ভারি পায়ের আওয়াজ শু সেদিকে তাকাল। ওপর থেকে নেমে এল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমাকেই খুঁজছি আমি, ইয়াং ফেলার,' গম্ভীর কণ্ঠে বল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। 'সারা বিকেল ছিলে কোন চুলোয় শুনি?'

চোখের ওপর থেকে টুপি সরাল রসার।

'এই ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর কিছু না,' জবা দিল ও।

ভুরু কোঁচকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'বাহ্, তুমি এদিকে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ,' আবার বলল সে, 'আর ওদিকে রেইডাররাও মজা লুটে চলেছে! এবার দিনে দুপুরে দুজায়গায় হামলা চালিয়েছে ওরা। জো বেনসন আর নেট পারভিসের রেঞ্জে প্রায় একই সময়ে চড়াও হয়েছিল বজ্জাতগুলো। বেনসন ওর বার্ন খুইয়েছে, সেই সঙ্গে ওর সেরা স্টকের দুশো আশিটা গরু উধাও হয়ে গেছে। পারভিসের খোয়া গেছে একশো সত্তরটা গরু। জ্বি, হ্যাঁ! বেনসনের এক পাঞ্চার, লোকটার নাম লেস্টার, মারা পড়েছে শয়তানগুলোর হাতে। চমৎকার, কি বলো?'

'হ্যাঁ, জবাব নেই,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল রসার।

এক মুহূর্ত ওকে জরিপ করল র‍্যাঞ্চার।

'ব্যস?' জানতে চাইল সে, 'আর কিছু বলার নেই?'

'কি-ই বা আর বলতে পারি! ল্যুয, বেনসন, পারভিস—ওরা

সবাই আমাদের বিরোধিতা করেছিল না। এখন যেমন উচিত তেমন ফলই পাচ্ছে ওরা। যাকে বলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত!'

'বলেছ বটে, কিন্তু তবু এর বিহিত করার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। ওরা বোকার মত ড্যান হিলের কথায় তার পিছু নিয়েছে বলে আমরা হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকব আর দুনিয়াটা রসাতলে যাবে? তা হয় না!'

'কি করতে বলো তুমি?'

'চলো সবাইকে নিয়ে আবার আলোচনায় বসি, দেখি কোন একটা উপায় বের করা যায় কিনা। এবার হয়তো পরিস্থিতির আসল চেহারা দেখতে পাবে ওরা। তোমার কি মনে হয়?'

মনে মনে প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে দেখল রসার, তারপর মাথা নাড়ল।

'না,' বলল ও, 'ইতিমধ্যে দুদুবার ওদের কাছে প্রস্তাব রেখেছি আমরা, খুলে বলা হয়েছে সব, সমস্যা সমাধানের জন্যে আমরা আমাদের প্রস্তাব রেখেছি ওদের সামনে, কিন্তু দুবারই আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ওরা। আমার মতে এখন ওদের প্রথম পদক্ষেপ নিতে দেয়া উচিত। ওরা সবাই মিলে আগে স্থির করুক কি করবে, তারপর সাহায্য করা যায় কিনা দেখা যাবে। তোমার বা কনেলের র‍্যাঞ্চে যদি হামলা হয়ও বাধা দেয়ার মত যথেষ্ট শক্তি আছে তোমাদের দুজনেরই, সুতরাং বাইরের সাহায্যের দরকার নেই তোমাদের। যাদের ওটা দরকার তারাই সিদ্ধান্ত নিক।'

বুড়ো র‍্যাঞ্চার মোটা একটা আঙুলে খানিকক্ষণ চিবুক চুলকাল।

'হুম, মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি,' মাথা দুলিয়ে বলল সে।

'একটা ব্যাপার খুব খারাপ লাগে আমার—বেশির ভাগ লোক প্রায়ই এমন বোকার মত আচরণ করে যেটা তাদের কাছে কেউ আশাই করে না। আচ্ছা, শুনলাম তুমি আর ও-ডট রাইডাররা মিলে গতরাতে নাকি রেইডারদের একচোট দেখিয়ে দিয়েছ? রসদ নিতে শহরে এসেছিল এড লাউরি, সে-ই আমাকে বলেছে খবরটা।'

'ওদের ফাঁদে ফেলতে পেরেছিলাম আমরা সৌভাগ্যবশত।'

হাসল ম্যাকডোনাল্ড।

'হুম, বটে,' বলল সে। 'ইয়ে, সাপার করা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'তাহলে আমার সঙ্গে খেয়ে নাও। আমার বাড়িতে আবার আজ স্ট্যুর আয়োজন করছে ওরা, পালিয়ে এসেছি আমি, দুনিয়ায় কোন খাবার যদি আমার অপছন্দ হয় সেটা হলো ওই স্ট্যু! আজ রাতে আমার চাই বড়সড় একটুকরো ঝাল আর ঝোল মাখানো স্টেক। তোমার কি পছন্দ?'

'একটু অপেক্ষা করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রসার, 'আমি তাহলে একটু গোসল করে নিতাম, পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে চাপাতে পারলে স্টেকটা বোধ হয় আরও ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে, তবে বেশি দেরি যেন না হয়!'

'কোথায় পাব তোমাকে?'

'হয়তো দেখবে পিট ম্যাকের বার-এ দাঁড়িয়ে আছি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'এটা আমার রাত, সান। খিদের পাশাপাশি দারুণ তেষ্টাও পেয়েছে। সুতরাং আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে ভুল করবে তুমি।'

ঠিক ত্রিশ মিনিটের মাথায় পিট ম্যাকের স্যালুনে হাজির হলো জন রসার। বার-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিল ম্যাকডোনাল্ড। তার সামনে আধাখালি একটা হুইস্কির বোতল রাখা, হাতে মদভর্তি গ্লাস। ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'খাবারের জন্যে তৈরি তো, বয়?' ওকে স্বাগত জানাল ম্যাকডোনাল্ড।

'শুধু তোমার বলার অপেক্ষা!'

হাতের গ্লাসটা উঁচু করল ম্যাকডোনাল্ড, ঢকঢক করে গিলে ফেলল সবটুকু হুইস্কি। ঠোঁট মুছল, হাসল দাঁত বের করে।

'কি জানো,' রসারকে বলল সে, কনুইয়ের কাছে রাখা বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'জীবনে যত মদ খেয়েছি এটার মত বাজে জিনিস আর আমার চোখে পড়েনি! জেনেও দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছি!'

'আচ্ছা, কেন খাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রসার, জানে এটাই চায় র‍্যাঞ্চার।

'আরে, সোজা ব্যাপার,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আমি দেখতে চাই আর কত খারাপ হতে পারে হুইস্কি। আমার কথা কি বুঝতে পারলে?'

'না। এবার চলো যাই, খাওয়ার পার্টটা চুকিয়ে ফেলা যাক।'

একটা নোট বের করে বারের ওপর রাখল ম্যাকডোনাল্ড, বেল্ট টেনে পেটের ওপর জুৎ করে বসাল, তারপর রসারের সঙ্গে বেরিয়ে এল স্যালুন থেকে।

জোর কদমে রাস্তা ধরে এগোল ওরা, হালকা আলোয় আলোকিত একটা দালানের দিকে যাচ্ছে, ওটার মাথার ওপর একটা

সাইনবোর্ডে লেখা: ইটস্। দালানের ভেতর ঢুকে পড়ল দুজন। পেছন দিকের একটা টেবিল বেছে বসল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তালপাতার সেপাই ইয়া গোঁফঅলা কাঁদো-কাঁদো চেহারার এক লোক হাজির হলো ওদের সামনে। হাতে একটা ভেজা ন্যাকরা, ওটা দিয়ে মুছতে শুরু করল সে টেবিলটা। ওর কাজ দেখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ম্যাকডোনাল্ড আর রসার।

'কি দেব, জেন্টস?' জিজ্ঞেস করল তালপাতার সেপাই।

'তোমার নামই মুডি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড।

'জ্বি। কি দেব তোমাদের?' আবার জিজ্ঞেস করল মুডি।

'একটু দাঁড়াও আগে,' হুকুম দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'তোমার ব্যবসা চলছে ঠিকমত? মুখে দেবার মত খাবার বেচছ তো নাকি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আজকের স্যুপটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে। স্যুপ দিয়েই শুরু করবে?'

'না!' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'ব্যবসা যদি ঠিক থাকে তাহলে আরও কয়েকটা বাতির ব্যবস্থা করছ না কেন? তাহলে তো সবাই বুঝত কি ছাইপাশ গেলাচ্ছ তুমি!'

জবাব না দিয়ে আবার টেবিল মুছল মুডি।

'রাখো তোমার টেবিল মোছা!' ধমকে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'ভেবেছ কি, টেবিলের ওপর একটা পুকুর বানিয়ে তারপর খাব আমরা?'

'আজ ভীল-টাও ভাল হয়েছে,' রসারের দিকে তাকিয়ে বলল এবার মুডি। 'পট-রোস্টও ভাল লাগবে।'

'আমরা চাই স্টেক!' আবার গলা চড়িয়ে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'দুটো বড় সাইজের ঝোলঅলা স্টেক, সঙ্গে অনেক পেঁয়াজ আর এক গামলা আলু ভাজি!'

'স্ট্যু হলো,' বলে চলল মুডি, 'আজকের স্পেশাল ডিশ। অসাধারণ ল্যাম্ব স্ট্যু!'

'বললাম না স্টেক!' আবার বলল ম্যাকডোনাল্ড। 'চমৎকার করে সাজিয়ে নিয়ে আসবে! সারাদিন স্টেক খাব বলে অপেক্ষা করে আছি!'

'কোনটার কথা বললে, মিস্টার,' রসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুডি, 'স্ট্যু, ভীল নাকি পট রোস্ট?'

'স্টেক!' আবারও বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'চমৎকার করে সাজানো!'

'আজ বোধ হয় ওর কাছে স্টেক নেই,' বলল রসার।

'এটা রেস্তরাঁ না?' পাল্টা গর্জন ছাড়ল ম্যাকডোনাল্ড। 'তো কে কবে শুনেছে ক্যাটলকান্ট্রির একটা রেস্তরাঁয় স্টেক মেলে না?'

'মিস্টার,' ক্লান্ত স্বরে বলল মুডি, 'না শুনলে আজ শুনে নাও। আমার এখানে আজ সামান্য স্ট্যু, ভীল আর পট রোস্ট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। এবার বলো কোনটা নেবে তোমরা?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ম্যাকডোনাল্ড।

'চলো তো, জন!' রসারকে আদেশ করল, 'এখানে আর নয়!'

'কোথায় যাবে? এই রেস্তরাঁটাই এখনও খোলা আছে, আর সব বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে!'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল ম্যাকডোনাল্ডের, কিন্তু এক মুহূর্ত পর আবার বসে পড়ল সে।

'স্ট্যু, ভীল না পট রোস্ট, জেন্টস,' আবার বলল মুডি।

'ওহ্-হো! যা আছে তাই নিয়ে আসো, যাও!' গজগজ করে উঠল ম্যাকডোনাল্ড্।

ঘুরে দাঁড়াল মুডি, দ্রুত বিদায় নিল।

'ওকে স্ট্যু বাদে অন্য কিছু দিতে বললেই বোধ হয় ভাল করতে,' বলল রসার।

'কোন লাভ হত না, গায়েই মাখত না সে,' গম্ভীর চেহারায় বলল র‍্যাঞ্চার। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিশাল আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর তাল ঠুকতে শুরু করল। খানিক পর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ফের উদয় হয়েছে মুডি, তার হাতে একটা ট্রে দেখা যাচ্ছে, সেটার ওপর একজোড়া পেয়ালা, খাবার ভর্তি। বিস্ময়কর দক্ষতা আর দ্রুততার সঙ্গে ট্রেটা বয়ে এগিয়ে এল সে, এত দ্রুত একহাত থেকে অন্য হাতে চালান দিচ্ছে দেখলে তাক লেগে যায়। চট করে সরে গেল রসার, ভয় হলো ওর কোলের ওপরই একটা পেয়ালা না নামিয়ে দেয় তালপাতার সেপাইটা।

'এই যে এসে গেছে, জেন্টস,' বলল মুডি, রসারের সামনে নামিয়ে রাখল একটা পেয়ালা আরেকটা রাখল ম্যাকডোনাল্ডের সামনে। ওটার ওপর ঝুঁকে পড়ল র‍্যাঞ্চার, পরীক্ষা করার জন্যে। 'একেবারে রাজসিক খাবার!' আবার বলল মুডি।

'দাড়াও, দাঁড়াও!' গর্জে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, 'কি নিয়ে এসেছ তুমি?'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল রসার, তাকাল ছাদের দিকে।

'স্ট্যু,' বলল মুডি, 'ল্যাম্ব স্ট্যু!'

কিছুই বলল না ম্যাকডোনাল্ড, উঠে দাঁড়াল আবার, নিজের পেয়ালাটা তুলে নিল হাতে। ওকে জরিপ করল মুডি, তারপর তাড়াতাড়ি পিছু হটতে শুরু করল

'স্ট্যু!' চিৎকার ছাড়ল ম্যাকডোনাল্ড, উত্তপ্ত পেয়ালাটা কোনমতে ধরে রেখেছে। 'স্ট্যুর কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিশ মাইল দূরে পালিয়ে এলাম তারপর এখানেও সেই স্ট্যু!'

পেয়ালা ধরা হাতটা পিছিয়ে আনল র‍্যাঞ্চার, পরক্ষণে মুডির দিকে ছুঁড়ে মারল ওটা। এখনও পিছু হটছে মুডি। পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে গেল পেয়ালাটা, একটা সিলিংপ্ল্যাংকে বাড়ি খেলো, মুডির মাথার ওপর পড়ল সবটা স্ট্যু। এক লাফে উঠে পড়ল রসার, ম্যাকডোনাল্ডের বাহু জাপটে ধরল, টান মেরে ঘুরিয়ে নিল তাকে, তারপর প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার দিকের দরজার উদ্দেশে এগোল। পকেট থেকে দোমড়ানো একটা নোট বের করল ও, ছুঁড়ে দিল মুডির উদ্দেশে। ওদের অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত এল লোকটা, দরজায় দাঁড়িয়ে ঝোলমাখানো হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল সে ওদের উদ্দেশে।

পিট ম্যাকের স্যালুনে হুড়মুড় করে ঢুকল ওরা। মুখ তুলে তাকাল বারটেন্ডার।

'পিট,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'আমাদের খাওয়ার মত কিছু আছে তোমার কাছে?'

'আলবত!' জবাব দিল স্যালুন-মালিক। 'ব্যাকরুমে গিয়ে আরাম করে বসো তোমরা। আমি ব্যবস্থা করছি, কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'ভাল,' বলল ম্যাকডোনাল্ড। 'কফি আছে তো?'

'যথেষ্ট।'

ম্যাকডোনাল্ডের পেছন পেছন ব্যাকরুমে এল রসার। একটা ছোট টেবিলে এসে বসল ওরা। পকেট হাতড়াতে শুরু করল র‍্যাঞ্চার, অবশেষে একটা সিগারের খোঁজ পেল। ওটা বের করে ঠোঁটের ফাঁকে ঠেসে দিল সে। এই সময় আচমকা বাইরে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা দুজন। উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে, দরজার দিকে পা বাড়াল। ওদের পেছন ফেলে দৌড়ে যাচ্ছে অন্য লোকেরা। রাস্তার শেষ মাথায় গুলির ঝলক দেখা যাচ্ছে। চেঁচামেচি আর ক্রমশ এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে লাগছে। রাস্তা ধরে তেড়ে আসছে—দুজন, তিনজন, না চারজন ঘোড়সওয়ার। দালানকোঠার দরজা আর জানালার আড়াল থেকে তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল এক রেইডার; থমকে দাঁড়াল তার সঙ্গী, নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে চোখের পলকে একটা অন্ধকার দালানের আড়ালে গা ঢাকা দিল। ওদের অবস্থান থেকে দালানটা ঠিক চিনতে পারল না রসার আর ম্যাকডোনাল্ড। এবার দ্বিতীয় অশ্বারোহী তার স্যাডল থেকে খসে পড়ল।

বাকি দুই ঘোড়সওয়ার ফের পালানোর চেষ্টা করতেই আশপাশের দালানকোঠার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল লোকজন, গুলি চালাল রেইডারদের দিকে। ম্যাকের স্যালুনের কাছাকাছি এসে পড়েছে ঘোড়সওয়াররা। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডকে স্যালুনের দরজায় দাঁড়ানো দেখে পরপর দুবার

গুলি ছুঁড়ল ওদের উদ্দেশে। রসারের পাল্টা গুলিতে স্যাডলের ওপর নুয়ে পড়ল এক ঘোড়সওয়ার, তাকে দুবার গুলি করল র‍্যাঞ্চার, পিছলে পড়তে বাধ্য হলো লোকটা, অবশেষে মাটি স্পর্শ করল তার লাশ, উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে স্যালুন অতিক্রম করে চলে গেল তার সঙ্গী, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হারিয়ে গেল দ্রুত। আবার ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। গুলির শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো ফের। কমপক্ষে বারজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল রাস্তা বরাবর ধেয়ে আসতে লাগল। গর্জে উঠল তাদের অস্ত্র, গুলির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল অনেকগুলো দরজা জানালার কাচ। আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে ঘোড়াগুলো। একজোড়া ঘোড়া মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, ওদের সওয়ারীরা উড়ে গিয়ে আছাড় খেলো মাটিতে। আরও একজন ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে, অন্য একটা ঘোড়া ছুটে আসছে, পড়ল সেটার সামনে, ওকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ঘোড়াটা; মাটিতে একটা মাংসের পিণ্ডের মত মিশে গেল লোকটা। আরেকজনকে ফেলে দেয়া হলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর পাঁচ নম্বরটা ধরণী স্পর্শ করল। মারাত্মকভাবে আহত হলো একটা ঘোড়া, দৌড়ের ওপরই লুটিয়ে পড়ল ওটা, শরীরের নিচে চাপা পড়ল তার সওয়ারী। গুলির হামলা থেকে বাঁচতে কিলবিল করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল লোকটা। তাকে নিশানা করল একজন, গুলি বৃষ্টিতে পড়ে একমুহূর্ত ছটফট করল লোকটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। অনেক আগেই পিট ম্যাকের স্যালুনের আলোকিত দরজা থেকে সরে গেছে রসার আর

ম্যাকডোনাল্ড, অন্য একটা অন্ধকার দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে এখন। বাকি ঘোড়সওয়াররা কাছাকাছি আসতেই ওদের ওপর অস্ত্র খালি করল ওরা।

এক মুহূর্ত পরেই অবসান ঘটল হামলার। অবশ্য শেষ হানাদারটা চলে যাবার পর আরও কয়েকমিনিট গোলাগুলির রেশ রয়ে গেছে বলে মনে হতে লাগল সবার। অস্ত্র হাতে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে শহরবাসীরা, রাস্তায় পড়ে থাকা ডাকাতগুলোকে পরখ করে দেখছে এখনও বেঁচে আছে কিনা কেউ! পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রসার আর ম্যাকডোনাল্ড দ্রুত রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। ব্যাংকের সামনে একটা জটলা দেখা যাচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল রসার, ভিড় ঠেলে দরজায় পৌছুল, ঢুকে পড়ল ভেতরে। কপালের রক্তের ছাপ, এক ধারে ঝিম মেরে বসে আছে লুই ব্র্যাডলি। কয়েকজন লোক মিলে তার টেবিলটা আবার যথাস্থানে বসানোর চেষ্টা করছে। হিসাবের বই, দলিলপত্র মেঝের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ওগুলো জড়ো করে এক কোণে নিয়ে রাখছে একজন। রসারের দিকে তাকাল ব্র্যাডলি।

'কিছু নিতে পেরেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রসার।

'নাহ্,' জবাব দিল ব্র্যাডলি, তারপরই আবার যোগ করল: 'ব্যাংকের সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসায় শহরবাসীদের কাছে ঋণী হয়ে পড়লাম আমি, কৃতজ্ঞবোধ করছি সবার কাছে।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল ম্যাকডোনাল্ড।

'চমৎকার বলেছ,' বলল সে। 'তবে কিভাবে ওদের কাছে তোমার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেবে ভেবেছ কিছু?' জানতে চাইল।

ওর কাছ থেকে সরে গের ব্র্যাডলি। রুসারকে খোঁচা দিল
্যাঞ্চার, ফিসফিস করে বলল:

'লোকটা মহা বদ! বলে কিনা সবার কাছে ঋণী হয়ে পড়েছে, ন্তু ওর এ কথায় গলে গিয়ে কেউ কিছু আশা করতে গেলে ভুল রবে। ব্র্যাডলি টের পাইয়ে দেবে কত জলদি উপকারের কথা ্লে যাবার ক্ষমতা রাখে সে!'

একতাড়া বিল আর বই হাতে করে আবার নিজের ডেস্কে ফিরে ল ব্র্যাডলি। টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ওগুলো।

'চলো, জন,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'এবার সাপারটা সেরে ফেলা ক।'

কয়েক মিনিট পর আবার ম্যাকের স্যালুনের দিকে এগোতে খো গেল ওদের।

'খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হবার জোগাড়!' দরজার ছে এসে বলল র‍্যাঞ্চার, 'এখন যা পাব তাই খেতে রাজি!'

ব্যাকরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল পিট ম্যাক, ক্যাফেতে ঢুকল রা এইসময়।

'টেবিলে তোমাদের সাপার রেখে এসেছি,' ওদের জানাল রম্যান, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে কফিও নিয়ে আসছি।'

'চমৎকার কাজ দেখালে, পিট,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আগেই বোঝা চিত ছিল আমাদের দরকারের সময় ঠিকই একটা না একটা ব্যবস্থা রতে পারবে তুমি।'

রুসারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। ব্যাকরুমে ঢুকে সার দেখল টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে ম্যাকডোনাল্ড, কড়া

দৃষ্টিতে দেখছে টেবিলে রাখা পেয়ালা দুটো, এইমাত্র পিট ম্যাব রেখে গেছে।

'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল রসার।

জবাব দিল না র‍্যাঞ্চার। টেবিলের কাছে এসে নিজেই দেখল রসার।

'আমি একটা হতভাগা!' বিড়বিড় করছে ম্যাকডোনাল্ড, শুনতে পেল, 'সে-ই ল্যাম্ব স্ট্যু!'

সাত

অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ তাড়াতাড়ি জেগে উঠল ম্যাকর‍্যা শহর। আকাশের ধূসর ভাব তখনও মিলিয়ে যায়নি, অনেক দেরি সূর্য ওঠার, এমনি সময় শহরের প্রধান রাস্তায় দেখা গেল একজন ঘোড়সওয়ারকে। গতরাতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরেজমিনে জরিপ করতে চায় সে। অন্যদের আগেই বেরিয়েছে ভাল করে দেখবে বলে। এখনও এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রেইডারদের লাশ, যেভাবে পড়েছিল তেমনি বেকায়দা ভঙ্গি সবকটার। তাদের ঘোড়াগুলোও মরে কাঠ হয়ে গেছে, যেখানে যেভাবে আছড়ে পড়েছিল সেখানেই, মনিবদের মত, পড়ে

ছে। কমপক্ষে খান-আটেক ফুল সাইজ স্টোর-উইন্ডো নতুন করে নাতে হবে, অনুমান করল ঘোড়সওয়ার, তাছাড়া ডজন- নেকেরও বেশি দরজা বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, রী ভিত্তিতে মেরামত করতে হবে ওগুলো। খানিক বাদে সাই লিপসকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, ফিউনারেল পারলারের ছন দিকে হর্স শেড-এ সবগুলো লাশ সরানোর কাজটা তার রকিতেই নিষ্পন্ন হলো। দুপুরের আগেই মোটামুটি বুলেটের স্ত দাগ মুছে ফেলতে পারল ওরা। জানালাবিহীন স্টোর ফ্রন্টে হলো বেড়া দেয়ার কাজ, হাতুড়ি পেটানোর তুমুল আওয়াজে রি হয়ে উঠল চারপাশ, টিকে থাকা দায় হলো।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হামলা প্রসঙ্গে আলোচনায় মাতল রবাসীরা। হামলা নস্যাৎ করার পেছনে কার কি অবদান আছে র বিবরণ দিল সবাই। অনেকে মাথার টুপি নামিয়ে তর্জনী দিয়ে ্যদের দেখাচ্ছে সদ্য তৈরি বুলেটের কালো ফুটো। একজন তো নর তিনটা ফুটোঅলা টুপিও দেখাল। তাকে ঘিরে দাঁড়াল অন্য াই সবিস্ময়ে সমবেতভাবে এপাশওপাশ মাথা নাড়ল। কিশোর র তরুণেরা প্রবল উত্তেজনায় সকালের নাশতার কথা বিস্মৃত য়েছে যেন—অন্যদিকে হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়েছে প্রবীণের দল। দের কথায় কান দেয়ার লোক নেই বললেই চলে, তবে যারা ছে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আগের রাতের হামলাটা াদারবাহিনীর ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠারই ইঙ্গিত বহন র—এধরনের হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মত যথেষ্ট ক্তিও তাদের আছে। তরুণের দল এদিকে গলা ফাটিয়ে উল্লাস

প্রকাশ করছে: আচ্ছা একচোট ধোলাই দেয়া গেছে রেইডারদের, উচিত শিক্ষা পেয়েছে ব্যাটারা, আর কখনও হামলা করার কথা চিন্তা করারও সাহস পাবে না তারা। তবে মুরুব্বীরা এ ব্যাপারে খুব একটা একমত হতে পারল না—সবাইকে নিজেদের মতামত জানালও তারা।

শহরের বাইরে থেকে আসা লোকমুখে জানা গেল গত রাতে লেস ওয়ালসের র‍্যাঞ্চে হামলা হয়েছে—একশোরও বেশি গরু খুইয়েছে র‍্যাঞ্চার—বলতে গেলে তার অর্ধেক গরুই উধাও হয়ে গেছে! বিল কাইলের র‍্যাঞ্চে হামলার খবরও নিয়ে এল অনেকে, তবে তার কয়টা গরু খোয়া গেছে বা কতখানি ক্ষতি হয়েছে ঠিক করে বলতে পারল না কেউ; তবে তাদের কাছে এটা জানা গেল; কাইল আর তার এক পাঞ্চার মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে রেইডারদের হামলায়, গুলি ছোঁড়া হয়েছে তাদের লক্ষ্য করে। এ খবরে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল তরুণেরা—প্রবীণরাও বলার মত কিছু পেল না, তবে তাদের চোখেমুখে *'বলেছিলাম না'* ধরনের একটা ভাব ফুটে উঠল। সন্তুষ্ট দেখাল যেন তাদের।

শহরের বেশ কয়েক মাইল দূরে, লুকাস আউটফিট। কোরাল গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশাসই পিট লুকাস আর একহারা গড়নের কালো চেহারার মাইক ওয়ারনার। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে ওরা।

'আজ রাতের শিকার কে?' জানতে চাইল মাইক।

লোকটার মধ্যে উত্তেজনা আর অদম্য একটা স্পৃহা জেগে উঠেছে বুঝতে পেরে তার দিকে তাকাল লুকাস, হাসল।

'আগে কিন্তু কোন কাজে তোমার এত আগ্রহ দেখা যায়নি,' ন্তব্য করল সে। 'হঠাৎ করে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার জন্যে উতলা য়ে পড়েছ যেন!'

ওয়ারনারও হাসল।

'হাঙ্গামার গুলি মারি,' বলল সে। 'আমার টাকা দরকার, ওটাই জাগারের কথা বলছি!'

'আমারও একই অবস্থা!'

'ভাবছি আরও আগে কেন কাজটা শুরু করলাম না আমরা!' লল মাইক। 'তাহলে তো এতদিনে অনেক টাকার মালিক হয়ে যতাম। সারা জীবন আর চিন্তা করতে হত না!'

'আগে শুরু করার কোন উপায় ছিল নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল ুকাস, 'আমরা যা করছি এখন আগে একাজে নামলে এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেতাম! আমাদের নাম পর্যন্ত ভুলে যেত সবাই। তোমার মোটা মাথায় সোজা কথাটা কেন ঢুকছে না যে এতদিন চারপাশ রেঞ্জারে গিজগিজ করছিল, তার ওপর কাউন্টির বাইরের সব শহরে একজন করে শেরিফ তো ছিলই, ওদের আবার গোটা দুই করে ডেপুটিও ছিল। আমরা চেষ্টা করতে গেলেই কি হত জানো? ক্যাঁক করে ধরে সোজা লটকে দেয়ার ব্যবস্থা করত ওরা—এত তাড়াতাড়ি যে—'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি। ঠিক বলেছ তুমি,' সায় দিল মাইক ওয়ারনার। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখমুখ, 'তবে যাহোক এখন লোকসানটা পুষিয়ে নিতে পারছি আমরা, সন্দেহ নেই কোন। আমার হিসাবে এরই মধ্যে তেইশ হাজার ডলারেরও বেশি টাকা

চলে এসেছে তোমার হাতে!'

'টাকাটার চার ভাগের একভাগ কিন্তু তোমার!'

হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল ওয়ারনার। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করল লুকাস।

'হাসির কি হলো?' জানতে চাইল সে।

'না, ভাবছিলাম প্রতিমাসে তুমি যে র‍্যাঞ্চের লাভের কথা বলে রোজের হাতে দেড়শো-দুশো ডলার তুলে দাও সে কথা!'

হাসল লুকাস।

'একটা কথা বোধ হয় বলিনি তোমাকে। গত মাসে ওকে দেয়া দেড়শো ডলারই ছিল আমার হাতের শেষ নগদ টাকা। আমাদের কপাল ভাল সময়মত গরু চুরির মওকাটা মেলে গেছে, নইলে একেবারে মাটির সঙ্গেই মিশে যেতাম!'

'এখন সব টাকা কি ওর হাতে তুলে দেবে?'

মুখ কোঁচকাল পিট লুকাস।

'পাগল নাকি! আমি ওকে টাকা দিই আর ও বুঝে ফেলুক র‍্যাঞ্চের লাভ নয় অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করা হয়েছে ওগুলো। গাধা আর কাকে বলে! বোকার মত আর কতদিন চলবে, মাইক, মাঝেসাঝে মাথাটা একটু খাটানোর চেষ্টা করো। আমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না ও, আমি চাই না সে জানুক। প্রতি মাসে র‍্যাঞ্চ থেকে দেড়শো ডলারের মত মুনাফা আসছে—এটুকু জেনেই রোজ সন্তুষ্ট থাকুক, বেশি কিছু না জানাই আমাদের সবার জন্যে মঙ্গল!'

'হুম, তবে যা-ই বলো, র‍্যাঞ্চিং সম্পর্কে সামান্য ধারণা

থাকলেও—রোজের তো থাকা উচিত—যে কেউ বুঝতে পারবে, লাভ দূরে থাক, এই র‍্যাঞ্চ থেকে ফুটো পয়সাও আয় করা সম্ভব নয়!'

'আচ্ছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লুকাস, 'আমরা যখনই কথা বলতে যাই তখনই হুট করে রোজের প্রসঙ্গ নিয়ে আসো কেন তুমি? এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না।'

'আরে, কি যে বলো, পিট; এতদিনে তো তোমার বুঝে যাবার কথা, ওর প্রসঙ্গ তোলার ব্যাপারে কোন মতলব থাকে না আমার। আসলে জোরে চিন্তা করে ফেলি অনেক সময়, আর কিছু না!'

'ঠিক আছে, এখন থেকে মনে মনেই করো সব চিন্তা,' বলল লুকাস, 'নইলে শেষে ঝামেলায় পড়ে যাবে।'

'ঠিক হ্যায়, তুমি যেভাবে খুশি হও,' বলল মাইক, 'আমার অসুবিধে কি! আর কখনও অমন হবে না। তবে আমি জানতাম আমরা দুজন বন্ধু—পরস্পরকে বুঝি!'

'যতক্ষণ বেতাল কথা না বলো ততক্ষণ তোমাকে বুঝতে আমার কষ্ট হয় না!'

'থাক। আজ কার র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি আমরা?'

'ওহ্, আবার রেগে যাচ্ছ কেন?'

'কি আশ্চর্য, রাগও করতে পারব না! সব সময় তুমি আমার ওপর চোটপাট করো, এমন ভাব করো যেন আমি তোমার—'

'আচ্ছা, তোমাকে যদি ভাল মনে না করতাম তাহলে এখন এখানে থাকতে পারতে?'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ওয়ারনার, দেখল লুকাসকে। হাসল লুকাস। মাইকও হাসল। ওর পিঠ চাপড়ে দিল লুকাস, মাইকের

চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিল, বোঝা গেল আবার শান্ত করা গেছে তাকে।

'আচ্ছা, মাইক,' বলল লুকাস, 'মোরালেসের ওপর বেশি চাপ দেয়া হচ্ছে না তো—কি মনে হয়?' জানতে চাইল সে।

'মোটেও না,' চট করে জবাব দিল মাইক। 'বারবার সে আমাকে গরুর চালান অব্যাহত রাখার কথা বলে দিয়েছে। ওকে নিয়ে একটুও চিন্তা কোরো না। আমি আরও প্রার্থনা করছি যাতে আশপাশের র‍্যাঞ্চের গরু ফুরিয়ে না যায়। তাহলে আবার মুসিবতে পড়ে যাব আমরা।'

'ফুরোবে না, দেখো!'

কোরাল থেকে সরে এল দুজন।

'ভাবছি একটু ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়?' বলল মাইক।

'অসুবিধে কি?'

খানিকটা পথ একসঙ্গে এগোল ওরা। তারপর আর কোন কথা না বলে বার্নের দিকে এগিয়ে গেল ওয়ারনার। র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে পা চালাল লুকাস, সে কিচেনে ঢুকে দেখল টেবিল সাজাচ্ছে রোজ। চট করে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল সে।

'গুড মর্নিং,' বলল লুকাসকে।

'মর্নিং, রোজ,' বলল লুকাস, রোজকে দেখল ভাল করে। 'তোমাকে যেন আজ একটু অন্যরকম লাগছে?'

'তাই নাকি?'.

'হ্যাঁ,' ঠিক ধরতে পারছি না, তবে কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। একটু সময় দাও ঠিক ধরে ফেলব আমি!'

টেবিলের সামনে থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওটার দুপাশে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল লুকাস।

'কাল শহর থেকে দরকারী সব জিনিস আনতে পেরেছিলে?' জানতে চাইল।

'পেরেছি। আচ্ছা, পিট, রসার নামে কাউকে চেনো নাকি তুমি?'

'কে, রসার?' পুনরাবৃত্তি করল লুকাস, 'ও, হ্যাঁ, চিনি! রেঞ্জার বাহিনীতে ছিল—ওর সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু জানি না অবশ্য। আমার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। হঠাৎ তার কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'ওর সঙ্গে পরিচয় হলো কাল,' সহজ কণ্ঠে বলল রোজ, একটু কুঁচকে উঠল লুকাসের চেহারা। 'ভেবেছিলাম তোমার কাছে হয়তো তার সম্পর্কে আরও কিছু জানা যাবে—এই যেমন ধরো, মানুষ হিসাবে কেমন সে—এই আর কি!'

'অ। ওকে তো আমার ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। অন্তত আজ পর্যন্ত কাউকে বদনাম করতে শুনিনি।'

'আমার কিন্তু ওকে ভালই লেগেছে।'

'আচ্ছা!' হেসে বলল লুকাস।

'হাসছ কেন?'

'একটু আগে বললাম না আজ অন্য রকম লাগছে তোমাকে? কারণটা ধরতে পারছিলাম না এতক্ষণ। এবার বুঝতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?' বলল রোজ।

'কোন সন্দেহ নেই,' সহজ কণ্ঠে বলল লুকাস, 'রসারের প্রেমে

পড়েছ তুমি!'

লজ্জায় লাল হলো রোজের চেহারা।

'বাজে কথা বোলো না?' বলল সে, 'গতকালই প্রথম দেখেছি আমি লোকটাকে।'

'তাতে কি? কথায় বলে না—প্রথম দর্শনে প্রেম? তোমার বেলায়ও এমন হতে পারে, নাকি?'

'আমি আর এখন কচি খুকি নই, পিট, বুঝেছ! ওই পর্যায় অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি!'

'আরে দূর!' জবাব দিল লুকাস, 'প্রেমের বেলায় বয়স কোন ব্যাপার হলো নাকি?'

ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল রোজ।

'শেষ পর্যন্ত মনে হয় একজন রেঞ্জারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে হবে,' আপনমনে বলল লুকাস।

'তোমার আপত্তি আছে নাকি?'

'আপত্তি? আমার? কি যে বলো! প্রশ্নই ওঠে না! যতক্ষণ সে তোমার যত্ন নেবে ততক্ষণ আমার কোন মাথাব্যথা নেই, তবে সে তোমার অমর্যাদা করলে কিন্তু পিটিয়ে ঘিলু বের করে দেব তার!'

ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় হাসল রোজ।

'পিট,' ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল আবার।

চেয়ার ঘুরিয়ে নিল লুকাস।

'আবার কি?'

'হ্যাংকদের চেনো তুমি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'কাদের?'

'হ্যাংক, ওদের আউটফিটের নাম ও-ডট।'

'ও-হ্যাঁ। ওদের আবার কি হয়েছে?'

'সেদিন নাকি রেইডারদের হামলায় মারা গেছে র‍্যাঞ্চের মালিক,' জানাল রোজ। 'ওর মেয়েটার সঙ্গেও কাল পরিচয় হয়েছে—নাম মলি। শহরেই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে।'

'আশপাশের লোকজনের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলছ দেখছি?'

'কই আর খাতির জমল! যাক, মেয়েটার কথায় আসি আবার, সুন্দরী হলেও ওকে কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগেনি।'

'কেন? কি করেছে সে?'

ঘুরে দাঁড়াল রোজ।

'রুসার ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়,' বলল সে, 'প্রথমে নাম শুনে মেয়েটা বলল শেরম্যান বলে কারও নাম নাকি কোনদিন সে শোনেনি, তো আমি তখন তাকে বললাম বিয়ের আগে আমার নামের সঙ্গে লুকাস পদবী ছিল। কথাটা শোনামাত্র তার চেহারা কেমন যে হয়েছিল যদি দেখতে! বাপরে বাপ!'

'বুঝলাম না কথাটা।'

'মেয়েটা বলল তার বাবার কাছে নাকি আমাদের কথা অনেক শুনেছে—তার বলার ঢঙে আমার মনে হয়েছে র‍্যাঞ্চার আমাদের সম্পর্কে আর যা-ই হোক ভাল কোন কথা বলেনি তার মেয়েকে।'

'দূর, জাহান্নামে যাক ওরা।'

'মেয়েটার কথায় মোটেই আমল দিইনি আমি,' চট করে বলল রোজ, 'ওসব কথায় আমার কিছু আসে যায় না। তবু আমার খুব

জানতে ইচ্ছে করছে আমাদের সম্পর্কে কি এমন কথা বলেছিল ও-ডটের মালিক—খারাপ কিছু শুনেছিল কারও কাছে?'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকাল লুকাস।

'কি করে বলি বলো,' জবাব দিল সে, 'ওই আউটফিটের কারও সঙ্গে আমার এখনও কোন রকম আলাপসালাপ হয়নি, কোন রকম লেনদেনের তো প্রশ্নই ওঠে না!'

'মেয়েটার কাছ থেকেই জেনে নেয়া উচিত ছিল।'

'আমি হলে পাত্তাই দিতাম না। আমাদের তরফ থেকে ওদের কোন ক্ষতি হয়নি জানি যখন তখন আর এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কি আছে?'

'আর কারও কাছে আমাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনে থাকতে পারে?'

'কার মুখে শুনবে বলো?'

'কি জানি!'

'আমারও একই কথা,' উপসংহার টানার সুরে বলল লুকাস। 'শোনো, নাশতা হলে ডাক দিয়ো—সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব আমি।' উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, কবাট খুলল। 'আর, হ্যাঁ, অন্য লোকের কথায় অযথা মন খারাপ কোরো না, কেমন?'

জবাব দিল না রোজ। এক মুহূর্ত পর বেরিয়ে গেল লুকাস, দরজাটা বন্ধ করে দিল যাবার সময়।

গম্ভীর চেহারায় বার্নে ঢুকল লুকাস, মই বেয়ে উঠে এল খড়ের গাদায়। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল মাইক, চিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকাল সে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল, 'কোন দুঃসংবাদ?'

মাইকের পাশে বসল লুকাস।

'রোজের সঙ্গে হ্যাংকদের ঝামেলা হয়েছে,' ব্যাপারটা খুলে বলল লুকাস। 'গতকাল শহরে রোজের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ও-ডটের মেয়েটা।'

'হ্যাংক? ও-ডট আউটফিট?'

'হ্যাঁ! শোনো, মাইক, আজ রাতে বার-এম আউটফিটের বারটা বাজিয়ে তোমরা সোজা—'

'বার-এম?' বিস্মিত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল মাইক, 'আরে, ওটা তো বিশাল আউটফিট!'

'জানি আমি। আমি চাই তোমরা ওদের ঘাম ছুটিয়ে দাও! যাক্, আবার ও-ডট প্রসঙ্গে আসি। বার-এম র‍্যাঞ্চে কাজ শেষ করে—ওরা তোমাদের পিছু ধাওয়া না করলে—ও-ডটে পাঠিয়ে দেবে কয়েক-জনকে একটা ঘষা দিয়ে আসার জন্যে—হালকার ওপর, ঠিক আছে? তবে ওদের একটা শিক্ষা হওয়া চাই! আমার কথা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই?'

'হুম, রোজের কারণে আবার ওদের ওপর চড়াও হতে চাচ্ছ?'

'আমাদের সবার স্বার্থ জড়িত এখানে,' কড়া সুরে বলল লুকাস। 'নিজেদের কি মনে করেছে ওরা?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মাইক।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল সে। 'ওদের আরেকবার ভড়কে দেয়া কোন ব্যাপারই না!'

হাসল লুকাস, হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল মাইকের চুল, তারপর উঠে দাঁড়াল, মই বেয়ে নেমে এল নিচে, রাস্তা ধরে এগোল

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে।

আবার পাশ ফিরে শুলো মাইক, লম্বা করে শ্বাস টানল একবার, ফের চোখ বুজল।

বৃষ্টি নামল সেদিন সন্ধ্যায়। পড়তেই লাগল ঝিরঝির করে। আরও জেঁকে বসল যেন শীত। ব্যাপারটা বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল সবার কাছে। রাত দশটা নাগাদ ঝিরঝির বৃষ্টিটা তুমুল বর্ষণে পরিণত হলো, ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। ওয়্যাগনের চাকার ভারে তৈরি রাস্তার গর্তগুলো নিমেষে তলিয়ে গেল। সাইডওঅকের যেখানে যেখানে ভাঙা পাটাতন বা ফোকর ছিল সেখান দিয়ে পানি ঢুকতে লাগল দোকান-পাটে, ঠেকানোর জো নেই। শহরবাসীদের মধ্যে যাদের হাতে কাজ নেই তারা রাস্তার দুপাশের স্যালুনগুলোয় আশ্রয় নিয়েছে, আস্তে আস্তে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে; মনে আশা: ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে হয়তো আশপাশের র‍্যাঞ্চ থেকে রোজকার খদ্দেররা সাপার সারতে আসবে, আড্ডা দেয়া যাবে তাহলে। কিন্তু বৃষ্টি ধরে আসার কোন লক্ষণই নেই, এলও না কেউ। অবশেষে শহরবাসীরা মদ শেষ করে যে যার বাড়ির পথ ধরল। রাত এগারোটার দিকে রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ল পুরোপুরি, ঢাকা পড়ল নিকষ অন্ধকারে। এখনও যেসব দোকান খোলা আছে সেগুলো খোলা থাকার কারণ আর কিছু না: মালিক হয়তো দোকানের পেছনের একটা কামরায় রাত কাটায়, নির্দিষ্ট সময়ের আগে দোকানের পাল্লা নামাতে চাইছে না।

বৃষ্টি রসারকেও চার দেয়ালের মাঝে আটকে ফেলেছে। সাপার

শেষ করার পর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করেছে, অচিরেই বুঝে গেছে বৃষ্টি থামার কোন আশা নেই, তাই আবার হোটেলে ফিরে নিজের বিছানায় উঠে পড়েছে।

পিট ম্যাকের স্যালুনটা সাধারণত সব শেষে বন্ধ হয়। সাড়ে দশটার পর আর কোন খদ্দের আসেনি তার দোকানে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল ম্যাক। অতি প্রয়োজনীয় ঘুমের খানিকটা পুষিয়ে নিতে হবে। হোটেলের একটা কামরার দখল নিয়েছে সে-ও, রসারের কামরার কাছাকাছি। বারটা বাজতে বিশ মিনিটের মত বাকি তখনও, বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল সাইডওঅক ধরে হোটেলের দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেল ম্যাককে। জ্যাকেটের কলার তুলে গলা ঢেকে নিয়েছে সে, দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে; টুপির কিনারা নিচে নামিয়ে দিয়েছে যতটা সম্ভব। একটা গলির মুখ পার হবার সময় তার মনে হলো অন্ধকারে কিছু যেন নড়ে উঠতে দেখেছে, স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে গিয়ে আবার দেখার কথা ভাবত হয়তো, শহরের সবচেয়ে কৌতূহলী লোক সে, কিন্তু আজ প্রবল বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া আক্রমণ শানাচ্ছে ওর বিরুদ্ধে, কৌতূহল চেপে এগিয়ে চলল তাই।

নিজের কামরায় যখন ঢুকল সে শীতে প্রায় জমে গেছে। পকেট হাতড়ে হুইস্কির বোতল খুঁজল, সাধারণত হাতেই থাকে ওটা, পাওয়া গেল না। বোতলটা আগেই শেষ করেছে কিনা মনে করতে পারল না স্যালুন মালিক। অদৃশ্য বোতলটার উদ্দেশে খানিকক্ষণ খিস্তি করল সে, তারপর কাপড় ছাড়ল দ্রুত হাতে, বাতি নিভিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বলতে পারবে না,

চোখ বুজে আসতে বেশি সময় লাগল না। আরামে ঘুমোতে লাগল ম্যাক। কম্বলের উষ্ণ স্পর্শে আস্তে আস্তে শীত কেটে গেল।

আচমকা হট্টগোলের আওয়াজে ঘুম টুটে গেল ম্যাকের। কোনমতে বিছানায় উঠে বসল সে। নিতান্ত অনীহার সঙ্গে চোখ মেলল, বোঝার চেষ্টা করছে কিসের গোলমাল ওর ঘুমটা বরবাদ করে দিয়েছে!

চিন্তা করে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না ম্যাক, বিছানা ঘেঁষা একটা জানালার কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। আর্তচিৎকার করে উঠল স্যালুন-কীপার। গড়ান দিয়ে খাট থেকে মেঝেয় নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি, ঢুকল খাটের নিচে, পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। এতক্ষণে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল সে, বুঝতে পারল গুলির শব্দে ঘুম টুটে গেছে। গুঁড়ি মেরে দরজার দিকে এগোল এবার পিট ম্যাক, কবাট খুলে হলওয়েতে উঁকি দিল। রাস্তায় গোলাগুলি প্রবল হয়ে উঠল আরও—কানে তালা লেগে যাচ্ছে! পায়ে জুতো নেই খেয়ালই করল না ম্যাক, পরনে কেবল লম্বা একটা অন্তর্বাস, তাও বিস্মৃত হলো—এককালে, বহুদিন আগে হয়তো শাদা হিসাবে স্বীকৃত ছিল ওটা, এখন রঙের বিচারে ধূসর বললেই যুক্তিসঙ্গত হবে—যা হোক ওই অবস্থাতেই সিঁড়ির মাথায় চলে এল ম্যাক, রেলিংয়ের ফোকর দিয়ে উঁকি মারল।

'অ্যাই, কে আছ!' চেঁচিয়ে উঠল সে, নিজের অবস্থান জানান দিল।

জবাব পাওয়া গেল না কোন, সন্তুষ্ট হলো ম্যাক। ঘুরে আবার ল্যান্ডিং বরাবর এগোল, হঠাৎ খেয়াল হলো পায়ের নিচে কার্পেটের

অস্তিত্ব নেই, পা জোড়া অসার হয়ে গেছে তার।

'শালার হোটেল মালিক!' আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে নিজের কামরার দিকে দ্রুত পা চালাল সে। 'এদের সঙ্গে ডাকাতের কোন তফাৎ নেই আসলে। তোমার কাছ থেকে ঠিকই গুনে গুনে টাকা নিচ্ছে, কিন্তু তার বদলে দিচ্ছেটা কি? একটা জঘন্য কামরা, ব্যস! ব্যাটাদের ধরে ধরে জেলে ভরা দরকার!'

ফের নিজের কামরায় ঢুকল ম্যাক, সঙ্গে সঙ্গে এক পশলা গুলি আঘাত হানল তার পেছনের দেয়াল আর দরজায়। পাঁই করে ঘুরে আবার বাইরে চলে গেল সে। হলওয়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাঁপিয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। ঠিক পাশের কামরায় গুলির শব্দ শুনল সে এবার, নাকটা সেদিকে বাড়িয়ে দিল, শুনল কান খাড়া করে, তারপর টোকা দিল দরজায়।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে বলল, 'হচ্ছেটা কি এখানে!'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কবাট খুলে ভেতরে নজর চালাল ম্যাক। কি দেখেছে নিশ্চিত হতে আবার তাকাতে হলো ওকে। কামরাটার জানালা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই এখন—গুলির আঘাতে খসে পড়েছে; জানালার ফোকর এখন ম্যাট্রেস ঠেসে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ম্যাট্রেসের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রাস্তার দিকে অনবরত গুলি বর্ষণ করে চলেছে কে যেন। কৌতূহল দমন করতে পারল না ম্যাক, গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ল কামরায়।

'এই যে,' ফিসফিস করে বলল স্যালুন-মালিক। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সশস্ত্র লোকটা। 'তুমি কে? এত গোলাগুলির কারণ কি?'

'ব্যাংক ডাকাতি!' জবাব এল, 'আমি রুসার। তুমি?'

'পিট ম্যাক। তুমি বলতে চাইছ বদমাশগুলোর উচিত শিক্ষা হয়নি গতকাল, আবার ফিরে এসেছে আরও একদফা ধোলাই খাওয়ার জন্যে?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রুসার। 'এবার সময় থাকতে থাকতে জলদি কেটে পড়ো তুমি। আমি যে এখানে আছি টের পেয়ে গেছে ব্যাটারা, তাই এদিকে একনাগাড়ে গুলি চালাতে শুরু করেছে।'

'শালা! শয়তানের বাচ্চারা—' রেইডারদের সম্পর্কে নিজের ধারণা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারল না স্যালুন মালিক। একটা বুলেট তার মাথার পাশ দিয়ে বাতাসে শিস তুলে চলে গেল। এত কাছ দিয়ে যে ম্যাকের মনে হলো গুলিটা নির্ঘাত তার মাথায় লেগেছে! কাঠের দেয়ালে থ্যাপ করে গুলিটা গাঁথার শব্দ শুনে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, চরকির মত ঘুরল, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

ঝড়ের বেগে নিজের কামরার দিকে এগোল সে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল ভেতরে, মেঝের উপর বসেই দ্রুত হাতে কাপড় পরে নিল। তারপর হিম মেঝের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে ক্লজিটের কাছে এল। অন্ধকার ক্লজিট থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করে আনল একটা রাইফেল—পুরনো আমলের অস্ত্র। ওটার পাশে এক বাক্স কার্তুজও ছিল। মেঝেয় আসন পেতে বসে রাইফেলে গুলি ভরে নিল ম্যাক, অবশিষ্ট গুলিগুলো পকেটে রাখল। এবার ক্রল করে জানালার কাছে চলে এল সে, সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না, অবশেষে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর,

রাস্তার উল্টোদিকে গলিতে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল; হলদে অগ্নিশিখা ঝলসে উঠল ওখানে। বুলেট আঘাত হানার শব্দ শোনার অপেক্ষা করল ম্যাক; নিজের রাইফেল তুলে ধরল, নিশানা স্থির করে টান দিল ট্রিগারে। কান ফাটানো শব্দ হলো বিস্ফোরণের, ধাক্কা খেয়ে পেছনে হেলে পড়ল ম্যাক, রাইফেল খসে পড়ল হাত থেকে। আবার উঠে বসার সময় পেছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'চমৎকার, পিট, দুটোকেই ঘায়েল করা গেছে!'

রসারের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল পিট ম্যাক। ল্যান্ডিং বরাবর সে দৌড়ে যাচ্ছে, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল। অন্ধকারে হাতড়ে রাইফেলটা খুঁজে বের করল সে, তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলল। লবিতে নেমে এল। বাইরে যাবার দরজার কাছে আসতেই টক্কর লাগল আরেকজনের সঙ্গে, দ্রুত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল।

'আরে!' রসারের কণ্ঠস্বর, ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল সে, 'সাবধান, পিট!'

'ও, কিছু মনে কোরো না,' অনেকটা আড়ষ্ট স্বরে বলল ম্যাক। 'কি অবস্থা ওদিকের?'

'বুঝতে পারছি না ঠিক,' জবাব দিল রসার। 'গুলির আওয়াজ অনেক কম বলে মনে হচ্ছে এখন। আরও মিনিট খানেক দেখা যাক, তারপর নিজের চোখে দেখার জন্যে বেরোব।'

ওর পেছনেই ঘাপটি মেরে বসল পিট ম্যাক। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে, কিন্তু এমন প্রবল নাচ নাচছে তার হৃৎপিণ্ড,

গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। উঠে দাঁড়াল রসার, পিছলে বের হয়ে গেল দরজা গলে। উঠল পিটও, রাইফেলটা উঁচু করে রেখেছে, আবার উঁকি দিল সে বাইরে। অন্ধকার রাস্তার কার্ব-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে রসার, এক পলকের জন্যে দেখতে পেল। একটু একটু করে বেরিয়ে এল সে-ও। ওর দিকে তাকাল এবার রসার।

'ভেগেছে ব্যাটারা!' গলা চড়িয়ে বলল, 'অনায়াসে আসতে পারো এবার।'

পিট ম্যাক একাই বের হলো না। আরও অনেকে, প্রায় সবার পরনেই রাতের পোশাক, কাপড় পরার ফুরসত পায়নি, ভিড় করে দাঁড়াল রাস্তায়। কেউ একজন বলে উঠল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে!'

ব্যাপারটা আগে খেয়াল করেনি বলে অবাক হলো পিট ম্যাক। ইতিমধ্যে ব্যাংকের দিকে হাঁটা শুরু করেছে জন রসার। বাকিরাও, পিট ম্যাক থাকল সবার পেছনে, এগোল জোর কদমে। রাস্তার গর্তগুলো এখনও পানির তলায়। বার-বার হোঁচট খেয়ে গর্তে পড়ে যাচ্ছে কেউ না কেউ, তাকে উদ্ধার করছে সঙ্গীরা। এ কাজে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই বোধ হয় একবার করে পড়ল সবাই, পিট ম্যাকও বাদ গেল না। কিন্তু তাকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে গেল না কেউ। পেছনে একা সে। নিজের চেষ্টায় উঠে এল সে গর্ত থেকে। মুখ খিস্তি করতে করতে অন্যদের অনুসরণ করল আবার। ওরা ব্যাংকের কাছে যাবার একটু আগে সামনে চলে গেল সে। লণ্ঠন হাতে আরও কিছু লোক ভেজা অন্ধকারে ব্যাংকের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেতরেও দেখা যাচ্ছে কয়েকজনকে। দরজা আর

জানালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দর্শকরা।

ব্যাংক ভবনটা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। লম্বা একটা কাউন্টারে ব্যাংকের বেশির ভাগ ব্যবসায়ীক লেনদেন সারা হত—স্থানচ্যুত করা হয়েছে ওটাকে, মেঝেয় দশ-বার টুকরো হয়ে পড়ে আছে, একেকটা টুকরো লাকড়ির চাইতে বড় হবে না সাইজে। ব্র্যাডলির ডেস্কটা আবার উল্টে গেছে, ওপাশের দেয়ালের কাছে পড়ে আছে, চেয়ারটা চাপা পড়েছে ওটার নিচে। অন্য চেয়ারগুলো ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে, কয়েকটার পায়া ভেঙে গেছে। হিসাবের বই আর দলিল-দস্তাবেজ এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে: গোটা দৃশ্যটাকে পূর্ণতা দিয়েছে।

অবশেষে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল একজন, তাকে ঘিরে ধরল সবাই।

'কিছু নিতে পেরেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল একজন।

শূন্য দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল লোকটা।

'কি মনে হয় তোমার?' পাল্টা প্রশ্ন করল। 'মাত্র ত্রিশ হাজার ডলার নিয়েছে, বেশি না!'

'হায় খোদা!' ঢোক গিলে বলে উঠল আরেকজন।

'ব্র্যাডলিকে মনে হয় সাফ করে দিয়েছে!' এটা অন্য একজনের গলার আওয়াজ।

'ব্যাটা জাহান্নামে যাক!' এবার কথা বলল চতুর্থ একজন। 'টাকাটা তার নয়। ওই টাকা ব্র্যাডলির ব্যাংকে জমা ছিল, সবাইকে এবার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে ওকে।'

'দিলেই ভাল করবে,' জনতার শেষ প্রান্ত থেকে বলে উঠল

একজন। 'ওর কাছে কারও দেনা থাকলে কোন কারণে যদি শো৷ দিতে দেরি হয় ব্যাটা তখন কেমন চামারের মত হয়ে যায় তোমরা জানো। এবার হাওয়া ঘুরে গেছে। আমরা এবার চোখের আশ মিটিয়ে দেখব মিস্টার ব্র্যাডলি কিভাবে পাওনা শোধ করে। কি অবস্থা হয় তার!'

'আরে দূর, ওর কাছে নিশ্চয়ই ত্রিশহাজার ডলারের চেয়ে অনেক বেশি টাকা ছিল,' বলতে চাইল আরেকজন।

'তাই নাকি?' তার পাশ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করল একজন, 'গুনে দেখেছ তুমি?'

পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক শুরু হয়ে গেল এবার। রাস্তার শেষ মাথা থেকে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল, থেমে গেল বিতর্ক। কে আসছে দেখার জন্যে একসঙ্গে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল সবাই।

'রাস্তায় গর্ত আছে, সাবধান!' চিৎকার করে ঘোড়সওয়ারকে সতর্ক করে দিল একজন।

চট করে ঘোড়া থামাল লোকটা, তারপর ঘুরে সাইডওঅকে উঠে এগিয়ে আসতে শুরু করল আবার।

'এখানে কি হচ্ছে?' জানতে চাইল সে। তারপর একজনের তর্জনী অনুসরণ করে ব্যাংকের দিকে তাকাল। 'হায় খোদা, ওখানে আবার হামলা হয়েছে!'

পুরোপুরি ত্রিশহাজার ডলার গাব করে দিয়েছে।' জানাল একজন, 'তা নাহলে আমরা এই রাতের বেলা এখানে কেন এসেছি—ফুর্তি করতে?'

'তিরিশ হাজার ডলার!' পুনরাবৃত্তি করল নবাগত, 'হায় খোদা!'

এবার ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল রসার। ওর দিকে তাকাল ঘোড়সওয়ার।

'রসার!' ডাকল সে, এগিয়ে গেল সামনে। রসারের সামনে থামল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রসার।

'আমাকে বোধ হয় চিনতে পারোনি?' আবার বলল ঘোড়সওয়ার, 'না চেনাই স্বাভাবিক। আমার নাম ড্যানি ওয়েব বার-এম থেকে এসেছি। বস্ পাঠিয়েছে তোমাকে খবরটা দেয়ার জন্যে—আমাদের ওখানে আজ মেহমান এসেছিল। গো-বেচারা টাইপের নয় তারা মোটেও—ইতর! আমাদের চারশোর মত গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে। পাগল হবার দশা হয়েছে বুড়ো বিলের। আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবে ওখানে?'

'না,' জবাব দিল রসার, 'এই মুহূর্তে সম্ভব না। ম্যাকডোনাল্ডকে বোলো সকালের দিকে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব আমি। এ-ও বোলো, আজ এখানে মাত্র দুজন রেইডারকে খতম করতে পেরেছি আমরা। আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে ওরা। সোজা শহরে হানা না দিয়ে লড়াই এড়িয়ে গেছে, পালিয়ে যেতে পেরেছে অনায়াসে। দুটো লাশ ছাড়া আর কিছু পাইনি আমরা, ওরা কাভার দিচ্ছিল মূল দলটাকে। রাস্তা ধরে সামনে গেলেই লাশ দুটো দেখতে পাবে—হোটেলের উল্টোদিকের গলিতে পড়ে আছে!'

(দ্বিতীয় পর্বে শেষ হবে)

ওয়েস্টার্ন

হানাদার

দ্বিতীয় খণ্ড

শওকত হোসেন

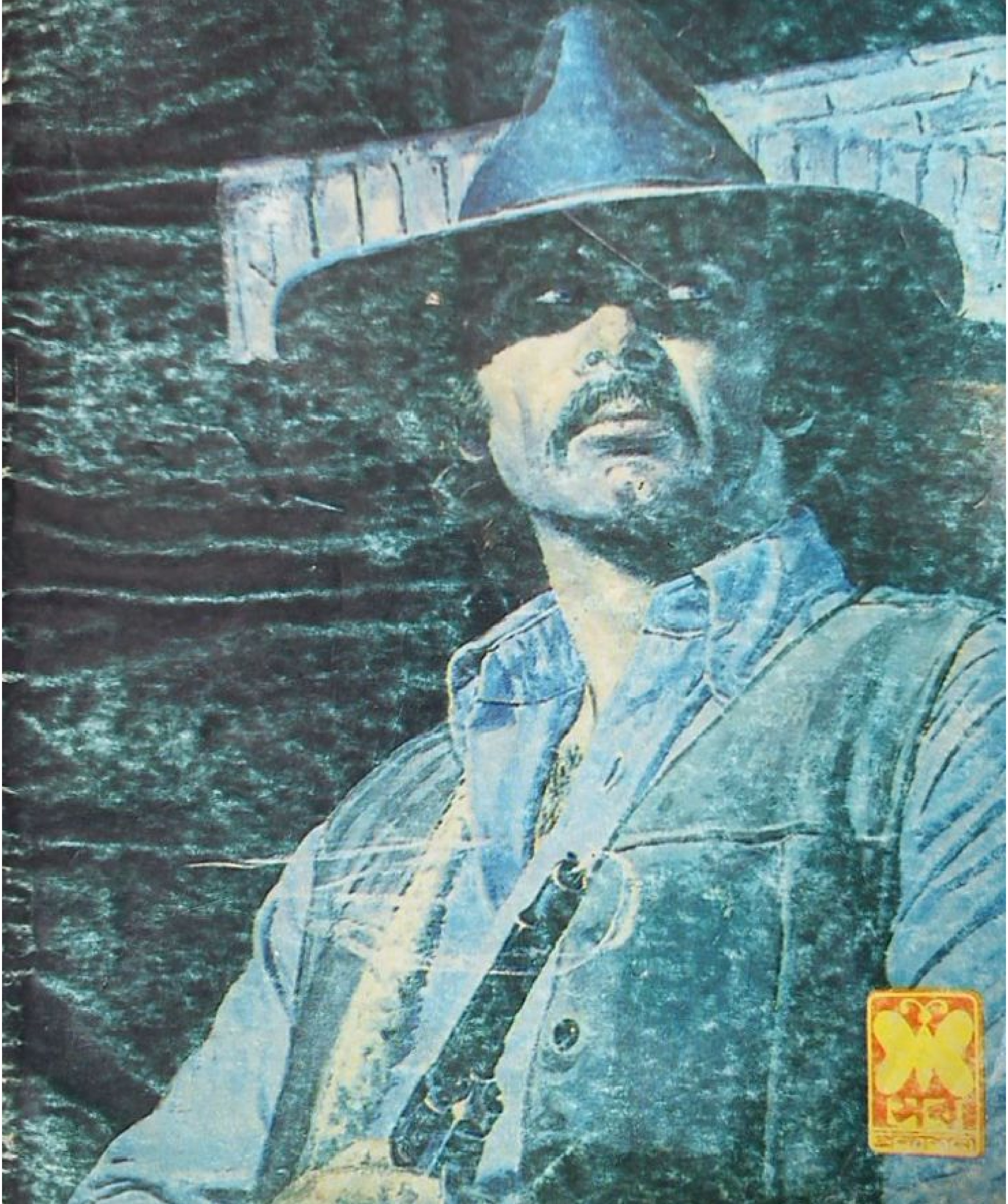

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

ওয়েস্টার্ন ১০৮

হানাদার

দ্বিতীয় পর্ব

শওকত হোসেন

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

ISBN - 984 -16 - 8104- 0

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রণবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

পরিবেশক :
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HANADAR
Part II
By: Saokot Hossain

তেইশ টাকা

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

রাতের গাঢ় ধূসর পর্দা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ক্ষীণ প্রায় অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা দেখা দিয়েছে অন্ধকার আকাশের এক প্রান্তে। এমনি সময়ে বার-এম আউটফিটে পৌঁছুল জন রসার। বার্নের দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল ওকে কয়েকজন, ওদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে। হাত নেড়ে ওদের শুভেচ্ছা জানাল রসার। ওকে চিনতে পারল রাইফেলধারীরা, সন্তুষ্ট হয়ে আবার ফিরে গেল ভেতরে। কয়েকজন রাইডারকে দেখা গেল কোরালে, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে তারা, সঙ্গে সঙ্গে জিন খসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। স্যাডল খসানোর পর ঘাড় ফিরিয়ে রসারের দিকে তাকাল ওরা, প্রত্যেকের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ওদের উদ্দেশেও হাত নাড়ল রসার। মৃদু হাত নেড়ে ওর শুভেচ্ছার জবাব দিল কয়েকজন, কেউ কেউ নিজস্ব কায়দায় স্যালুটের ভঙ্গি করল, তারপর ঘুরে যার যার পথ ধরল ওরা। এবার র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল রসার। দালানের এক পাশের দেয়াল ঘেঁষে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। অচিরেই র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল ও। পেছন-দরজার কাছে ঘোড়ার রাশ টানল, নামল স্যাডল থেকে। হঠাৎ ডেকে উঠল অ্যাগি, ওটার দিকে তাকাল রসার। পেছন-দরজা খুলে গেল এই সময়, চট করে ঘোড়ার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল

ও দরজার দিকে।

বিল ম্যাকডোনাল্ড। এত গম্ভীর চেহারায় আর কখনও দেখেনি রসার র‍্যাঞ্চারকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রেগে আগুন হয়ে আছে এখন বুড়ো। থপ্‌থপ্‌ পা ফেলে বাড়ির বাইরে এল বুড়ো। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে, রসার বুঝল ওকে স্বাগত জানিয়েছে র‍্যাঞ্চার। দরজাটা দড়াম করে আটকে দিল সে। তার দুচোখে ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করল রসার, হাঁটার ভঙ্গিতেও অবসাদের লক্ষণ। বোঝা যাচ্ছে গত চব্বিশ ঘণ্টায় বিশ্রামের সুযোগ পায়নি বার-এম মালিক।

'কোনটা চাও?' বাজখাঁই গলায় রসারকে জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড, 'গরম কফি-টফি কিছু দিতে বলব?'

'আপাতত ওসব কিছু লাগবে না, ধন্যবাদ,' জবাব দিল রসার। গানবেল্ট ঝুলে পড়েছিল, টেনে আবার জায়গামত বসাল ও, একটু সামনের দিকে সরিয়ে আনল হোলস্টারটা। 'শেষ পর্যন্ত তাহলে তোমার ওপরও একদফা হামলা চালানোর মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারল ব্যাটারা! ওয়েব বোধ হয় চারশো গরু গায়েব হবার সংবাদ দিয়েছিল আমাকে। আসলেও তাই, বিল?'

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় চারশো আটটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে, শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল তার দুঠোঁট।

'হুম, দারুণ খেল দেখিয়েছে! কেউ কোরবানি হয়নি তো?'

'না।'

'বাঁচা গেছে! কোথায় ঘটেছে ব্যাপারটা?'

'আমার আর ফ্র্যাংকের রেঞ্জ যেখানে একসঙ্গে মিলেছে!'

'আচ্ছা,' বলল রসার। অকুস্থলের অবস্থানটা মাথায় গেঁথে নিল।

'পিছু নিয়েছিলে ওদের?'

'হামলার পরপরই সম্ভব হয়নি,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'আসলে আমার মাত্র তিনজন রাইডার গরু পাহারার দায়িত্বে ছিল ওখানে। ভূতের মত আচমকা হানা দিয়েছে রেইডারের বাচ্চারা। কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছে ওরা, উত্তরে সরে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল, ভেবেছিল ওদের ধাওয়া করে আসবে রেইডাররা। কিন্তু, কপাল আর কি, তেড়ে আসেনি শয়তানরা। আমার পাঞ্চাররা তারপর আর ওখানে সময় নষ্ট করেনি, সোজা এখানে এসে আমাদের খবর দিয়েছে। আমরা ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলার পর ঘোড়া তৈরি করতে সামান্য যেটুকু সময় লেগেছে সেই ফাঁকেই হাওয়া হয়ে গেছে হানাদারের বাচ্চারা, সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে আমার চারশোটা গরু!'

'আচ্ছা, লুকাস আউটফিটটা তোমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চের মাঝে অনেকটা কীলকের মত সেঁধিয়ে আছে, তাই না?' জানতে চাইল রসার।

গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'তাই বলে আমরা সোজা ওর র‍্যাঞ্চে হাজির হয়ে গরু চুরির জন্যে তাকে দোষারোপ করতে যাইনি, যেতে পারিও না, কারণ একটাই: আমাদের ওপর হামলাকারী দলে প্রায় দশজনের মত লোক ছিল, লুকাসের রাইডারের সংখ্যা কিছুতেই এত বেশি হতে পারে না!'

মাথা দোলাল রসার, যুক্তিটা বুঝতে পেরেছে।

'হুম,' বলল ও, 'বোধ হয় সীমান্তের ওপার থেকেই এসেছিল ব্যাটারা। তবে, অচিরেই, লুকাসের পছন্দ হোক বা না হোক, ওর ওখানে একবার ঢুঁ মারব আমি। আজকাল মাত্রাতিরিক্ত ঝামেলা হচ্ছে এদিকটায়, আক্রান্ত হচ্ছে সবাই, অথচ লোকটা সম্পর্কে আমাদের কারও

কোন ধারণাই নেই বলতে গেলে।'

'লুকাসের গুলি মারো!' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখন আমরা কি করব সেটাই বলো! গরুগুলো আমি ফেরত চাই, যেমন করে হোক ফিরিয়ে আনতে হবে!'

'ঠিক।'

'বেশ,' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'এবার বলো, তোমার পরামর্শ?'

'মাত্র একটা,' চট করে জবাব দিল রসার, 'ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, কোন্ দিকে যাব?'

'দক্ষিণে।'

'দক্ষিণে মানে, ওদিকে তো মেক্সিকো!'

'আমি জানি সেটা,' শান্ত কণ্ঠে বলল রসার।

'হুম, এখন তাহলে রাসলারদের খোঁজে কদ্দুর যাব আমরা?'

'যদ্দূর প্রয়োজন।'

পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ ঘেঁষে দ্রুত পা চালাল। ওকে অনুসরণ করল রসার। একটু পরেই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার, দুহাত মুখের সামনে তুলে চোঙের মত করে ধরল, ডাক ছাড়ল তারপর:

'এডি!'

বার্ন থেকে উঁকি দিল একজন।

'কি, বস্?'

'সবাইকে ডাকো!' চেঁচিয়ে তাকে নির্দেশ দিল ম্যাকডোনাল্ড, ভারি-

কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'এখুনি আবার বেরুতে হবে!'

'আচ্ছা!'

র‍্যাঞ্চহাউসের দোতলার একটা জানালার পাল্লা খুলে গেল হঠাৎ, এলোমেলো চুলঅলা একটা মাথা দেখা গেল সেখানে।

'বাবা, দোহাই লাগে!' চিৎকার করে বলল একটা তরুণী-কণ্ঠ, 'তোমার ঘুমের দরকার না থাকতে পারে, তাই বলে মনে কোরো না অন্যদেরও ঘুমের দরকার নেই!'

হাসল রসার। র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল, গজগজ করছে ম্যাকডোনাল্ড।

'হায়রে মেয়েমানুষ!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'ওদের কিছু বোঝানো আমার সাধ্যের বাইরে। মাত্র চারশোটা গরু হারিয়ে গেছে, তাতে কি, মাত্র হাজার কয়েক ডলার হবে না হয় ওগুলোর দাম; বুঝতেই পারছ, ওর কথা হলো এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত ঝামেলা করার কি আছে! আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওদের যদি কিছু হারিয়ে যায়, সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, এই যেমন ধরো, একজনের একটা জামা হয়তো ভুলে আরেকজনের ক্লোজিটে চলে গেছে কিন্তু মনে করতে পারছে না, তখন এমন হুলুস্থুল বাধিয়ে দেবে যেন একটা প্যাসি বাহিনী বের করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে! একটা জামার খোঁজে আশপাশের এলাকা চষে ফেলতে চাইবে, কিন্তু কয়েকশো গরু—ছো! হারিয়ে গেছে, বেশ, আবার কিনে নিলেই তো মিটে যায়। চেঁচামেচি করার কোনই দরকার নেই!'

আবার হাসল রসার। দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। একসঙ্গে কোরালের দিকে এগিয়ে গেল দুজন। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন থেকে একটা জোরাল প্রতিবাদী ডাক ভেসে এল হঠাৎ। রসার তাকে ফেলে চলে

যাচ্ছে ভেবে প্রায় ঝড়ের বেগে ছুটে এল অ্যাগি, তীক্ষ্ণ নাকি শব্দে মনিবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছে সে। মহা ঝামেলা বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়ারটার দিকে তাকাল রসার। মাথা দিয়ে রসারের কাঁধে ধাক্কা দিল ঘোড়াটা; হাত তুলে ওটার মাথায় আদর করে দিল ও; খুশিতে এবার গলে গেল অ্যাগি, নাচতে নাচতে এগোল ওর পাশাপাশি। বার্নের কাছে পৌঁছে গেল ওরা, এমনি সময় দেখল জিন চাপানো ঘোড়াসহ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে রাইডাররা। কোরালের কাছে এসে থামল দুজন। রসার লক্ষ্য করল একটু আগে ও যাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখেছিল তারাও তরতাজা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে আবার তৈরি হয়েছে রেইডারদের ধাওয়া করতে যাবে বলে। ওদের স্যাডলবুট, লক্ষ্য করল রসার, খালি।

'সঙ্গে রাইফেল নেয়ার কথা ভুলে যেয়ো না!' বলল রসার।

স্যাঁৎ করে আবার খুলে গেল কোরাল গেট। তীর বেগে বেরিয়ে এল একজন রাইডার, বাংকহাউসের দিকে দৌড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল: 'অ্যাই, টিম, আমাদের রাইফেলও নিয়ে এসো!' একটা অতিরিক্ত ঘোড়াসহ গেটের দিকে এগিয়ে এল আরেকজন। আস্তে আস্তে এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে এখনও গেটটা, ওটার দিকে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, ঠেলে বারের সঙ্গে ঠেসে দিল। বেরিয়ে এল ঘোড়সওয়ার, ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে থামল।

'এই ধরো, বস্, তোমার ঘোড়া,' বলল সে, সামনে ঝুঁকে পড়ল; সঙ্গে করে নিয়ে আসা অতিরিক্ত ঘোড়ার লাগাম ম্যাকডোনাল্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

লাগাম হাতে তুলে নিল র‍্যাঞ্চার, প্রায় গর্জে উঠে নিজেকে টেনে তুলল ঘোড়াটার পিঠে, নড়েচড়ে জুত করে বসল স্যাডলে। ইশারা করল

রসার, অধীর হয়ে ছিল অ্যাগি, বিনা আপত্তিতে এগিয়ে এল ওর কাছে। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রসার। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওদের দুজনের চারপাশে জমায়েত হলো বার-এম রাইডাররা। তাজা ঘোড়াগুলো অধৈর্য ভঙ্গিতে বারবার মাটিতে পা ঠুকে চলেছে। যে লোকটা রাইফেল আনতে গিয়েছিল অস্ত্রসহ ফিরে এল সে। ঘুরে ঘুরে ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে রাইফেল বিলি করতে শুরু করল; সামনে ঝুঁকে যার যার রাইফেল বেছে নিল রাইডাররা; শেষে কেবল তার নিজের রাইফেলটাই থাকল হাতে, কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে ওটা, তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল কোরালের দিকে। মিনিটখানেক বাদে একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে এল আবার। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডের কাছে অপেক্ষমাণ রাইডারদের সঙ্গে মিলিত হলো।

'সবাই রেডি?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড। একসঙ্গে মাথা দুলিয়ে সায় দিল প্রত্যেকে। এবার রসারের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'দশজন লোক নিলে চলবে? এখানে দু-একজনকে পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে যেতে চাই। অ্যাক্সিডেন্টের কথা তো বলা যায় না! তাছাড়া আমাদের কতক্ষণ বাইরে থাকতে হবে জানার উপায় নেই!'

'আটজনেই চলবে আমাদের,' জবাব দিল রসার। 'আমাদের দু'জনকে ধরলে তো দশজনই হচ্ছে, যদি কোন বিপদে পড়িও অনায়াসে সামাল দিতে পারব।'

'বেশ,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, তারপর তাকাল রাইডারের দিকে, 'ঠিক আছে, ফেলারস, আমাদের সঙ্গে আটজন গেলেই চলবে। বাকিরা ঘর পাহারা দাও এখানে। সবার চোখ-কান যেন খোলা থাকে! বোঝা গেছে আমার কথা?'

বৃত্তের প্রান্ত থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিল চারজন রাইডার, আবার

কোরালে ফিরে গেল তারা। বাকি ঘোড়সওয়াররা এবার ম্যাকডোনাল্ড আর রসারের পেছন পেছন সামনে বাড়াল তাদের ঘোড়া। রসারের ঘোড়ার পাশে থাকল র‍্যাঞ্চারের ঘোড়াটা।

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'সোজা দক্ষিণেই যাবে?'

'নাহ্,' জবাব দিল রসার, 'আমার মনে হয় হামলাটা যেখানে হয়েছিল সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করা উচিত আমাদের।'

'তাহলে বরং এদিকে চলো,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, রসারের সামনে চলে এল সে ঘোড়া নিয়ে, তারপর স্যাডলের ওপর পাক খেয়ে পেছনে তাকিয়ে রাইডারদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলল: 'ঘোড়া ঘুরিয়ে আমাদের পিছন পিছন আসো তোমরা!'

নির্দেশ পেয়েই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রাইডাররা। বার-এম-এর বিস্তীর্ণ রেঞ্জের ওপর দিয়ে খুরের ছন্দোময় শব্দ তুলে এগিয়ে চলল।

আকাশের দিকে তাকাল রসার। এখন আরও পরিষ্কার হয়ে এসেছে, আলোর রেখাটা এখন আরও স্পষ্ট। অন্ধকারের ভীতিকর ভৌতিক বেঢপ ছায়াগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, ফলে প্রত্যেকটা জিনিস তাদের আসল রূপ ফিরে পাচ্ছে, মেটে পটভূমিতে ভয়াবহ মনে হচ্ছে না আর। সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে না উঠলেও শীতল ভোরে স্পষ্ট আর বাস্তব মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস। প্রকৃতির রুক্ষতা, কর্কশ চেহারা এখনও ফুটে ওঠেনি। পাথরগুলোকে ভোরের ম্লান আলোয় হালকা বাদামী-ধূসর দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে; ঘাস বিছানো জমির বিস্তারে ভেজা একটা ভাব রয়েছে; রোদ পড়ে লালচে দেখায় এমনিতে ঝোপঝাড়গুলো, তবে এখন হালকা লাল বলে মনে হচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মানো খুদে বুনো ফুলের সুবাস চারপাশের বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে, পুরোপুরি সজীব-জাগ্রত

দেখাচ্ছে ওগুলোকে—রঙিন আর অসম্ভব সুন্দর। ঘাস এখনও ভিজে আছে শিশিরে, নুয়ে পড়েছে যেন। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঢেউ খেলছে মাঠের ঘাসে। কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে। দ্রুত সামনে বাড়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো, অস্বস্তির সঙ্গে সামনের পথ খোঁজার প্রয়াস পাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘোড়া হাঁকানোর পর বার-এম আর ফ্র্যাংক কনেলের রেঞ্জের সীমানা নির্দেশকারী কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কনেলের র‍্যাঞ্চটা বার-এম-এর তুলনায় বেশ ছোট বলেই জানে সবাই, তবে রুসারের মনে হলো ওটা বার-এম-এর মতই সমৃদ্ধ। কনেলের সার্কল-সি আউটফিটের বিস্তীর্ণ চারণভূমি পুরু তাজা ঘাসে ঢাকা, দূরের পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেছে সমতল প্রান্তর, ঘাসের গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। এই দুই র‍্যাঞ্চার নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর জন্যে কেন লড়াই করতে পিছপা হয় না বুঝতে কষ্ট হলো না রুসারের। বুদ্ধি খরচ করে নিজের পছন্দসই জায়গা বেছে নিতে পেরেছে ওরা আগে আসার সুবাদে; ওদের পরে যারা এসেছে এখানে তাদের কেনার জন্যে বা হোমস্টিডের জন্যে নিচুমানের জমি পড়ে ছিল কেবল।

কাঁটাতারের বেড়া বরাবর ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল ম্যাকডোনাল্ড। হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টানল সে, গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। তার পেছনেই লাইন ধরে এগোচ্ছিল বাকি সবাই, র‍্যাঞ্চারের দেখাদেখি তারাও গতি কমাল। স্যাডলে ঘুরে পেছনে তাকিয়ে ইশারা করল র‍্যাঞ্চার। হাঁটু দিয়ে অ্যাগিকে খোঁচা দিল রুসার, মেয়ারটা সাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে, দীর্ঘ হলো ওটার পদক্ষেপ, ম্যাকডোনাল্ডের ঘোড়ার পাশে চলে এল।

'এখানে, দেখতে পাচ্ছ, জন?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। ভেজা

ঘাসের ওপর খুরের ছাপ দেখাল রসারকে। 'দিনের আলোর মত পরিষ্কার। দ্বিখণ্ডিত খুরের ছাপ, একটুও সন্দেহ নেই, আমার গরুর খুরের ঘায়েই তৈরি হয়েছে।'

মাথা দোলাল রসার।

'ঠিক,' এক মুহূর্ত জরিপ করার পর বলল ও, 'ঘোড়ার খুরের ছাপও মিশে আছে ওগুলোর সঙ্গে। তোমার রাইডার কিংবা রাসলারদের ঘোড়ার খুরের ছাপ হতে পারে।'

'দুটোই হবার সম্ভাবনা সমান।'

সীমানা বরাবর আরও খানিকক্ষণ এগোল ওরা, ট্র্যাক অনুসরণ করছে।

'কোথায় শেষ হয়েছে?' খানিক পর জানতে চাইল রসার। 'ঠিক কোন্ জায়গায় তোমার রেঞ্জ ছেড়ে গেছে ওরা?'

'জানতে পারিনি,' জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওই জায়গাটা মনে হয় এখনও বেশ দূরে; তবে, বেশিক্ষণ লাগবে না, শিগগিরই পৌঁছে যাব আমরা, তখন-ই বোঝা যাবে কোন দিকে পালিয়েছে বজ্জাতগুলো!'

'ওধারে এখনও কনেলেরই রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে ওটা?' বেড়ার উল্টোদিকের জমির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার। 'কতদূরে গেছে এরকম?'

'আমার রেঞ্জের শেষ সীমা পর্যন্ত,' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখনও অনেক বাকি আছে ওই পর্যন্ত যেতে। শোনো, আমরা দুজন বড় দুই রাস্তার ওপর র‍্যাঞ্চ করেছি। আর ওদিকে বোকা লুকাস লোকটার আউটফিট একটা ত্রিভূজের মত পড়ে আছে আমাদের দুজনের র‍্যাঞ্চের মাঝখানে, ওর র‍্যাঞ্চটা পড়েছে ভ্যালি রোডের ওপর। ঠিক উপত্যকা নয় ওটা, তবু এরকম নাম দেয়ার কারণ এখান থেকে একটু একটু ঢালু হয়ে

লুকাসের রেঞ্জের ওপর দিয়ে রাস্তার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে জমিটা। তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে ব্যাপারটা?'

'বোধ হয়,' বলল রসার। 'ট্র্যাকের দিকে খেয়াল করো, বিল।'

'আমি কি করছি বলে তোমার ধারণা?' রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল বুড়ো র‍্যাঞ্চার, আড়চোখে রসারের দিকে তাকাল। 'কি বোঝানোর কোশেশ করছ তুমি জানতে পারি? আমার নজরে পড়েনি এমন কিছু দেখতে পেয়েছ?'

ট্র্যাকগুলো কি রকম বেড়ার কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে দেখেছ?'

'আরে, তাই নাকি?' হতভম্ব দেখাল ম্যাকডোনাল্ডকে, ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ট্র্যাকের দিকে তাকাল সে, বেড়ার অবস্থান দেখল, আবার নজর ফেরাল মাটির দিকে। দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে নিচের ঘাস। 'শালা!'

'বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'আলবৎ! বেড়া থেকে আস্তে আস্তে সরে গেছে ট্র্যাকগুলো!'

'সেজন্যেই তো দেখালাম তোমাকে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ থেকে কি বুঝলে তুমি?'

'জানি না, বিল। দেখাই যাক সামনে কি আছে!'

ট্র্যাক অনুসরণ করে এগিয়ে চলল অশ্বারোহী দলটা। খানিকক্ষণের মধ্যে খুরের ছাপ বেড়ার কাছ থেকে সরে যাবার আলামত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেড়ার প্রায় একশো ফুটের মত দূরে সরে আসতে হলো ওদের। এবং দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। ম্যাকডোনাল্ডের দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, আপনমনে বিড়বিড় করছে সে।

'কি আছে ওদিকে?' পশ্চিমে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার।

মুখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার, রসারের তর্জনী অনুসরণ করল তার

দৃষ্টি।

'ওদিকে?' পুনরাবৃত্তি করল সে, 'দক্ষিণ-পশ্চিমে তো ও-ডট, হ্যাংকের র‍্যাঞ্চ।'

কোন মন্তব্য করল না রসার।

'কেন জিজ্ঞেস করলে?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'এমনি একটা কথা ভাবছিলাম,' অনেকটা আপনমনেই বলল যেন রসার। 'বার-এম স্টক খুঁজতে গিয়ে ও-ডট-এর এলাকায় গিয়ে যদি হাজির হই আমরা, বড় অদ্ভুত হবে ব্যাপারটা।'

'আরে দাঁড়াও!' বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'রাসলিংয়ের পেছনে ও-ডটের কারও হাত আছে বলতে চাও নাকি?'

'না,' বলল রসার, 'আমার সেরকম কিছু মনেই হয় না।'

মুখ বিকৃত করল র‍্যাঞ্চার।

'ঠিক আছে,' সংক্ষেপে বলল সে, 'ঘাট মানছি—স্বীকার যাচ্ছি আমি বুঝতে পারছি না কি ছাই মনে হচ্ছে তোমার, এবার দয়া করে একটু বুঝিয়ে দাও! বুঝিয়ে বললেই তো আর বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে ভুল করতে হয় না আমার!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, ও-ডট র‍্যাঞ্চটা একেবারে সীমান্তের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে,' বলল ও, 'সীমান্ত ঘেঁষে ওটার অবস্থান—'

'তাতে কি হয়েছে?'

'এখন এ তল্লাটের সবচেয়ে দুর্বল আউটফিট ওটা—অনেক প্রাণহানি ঘটায় ঠিকমত পাহারা দেয়ার লোক নেই ওখানে,' ব্যাখ্যা করল রসার, 'এমনও হতে পারে, বিশেষত ট্র্যাকগুলো যখন ও-ডট-এর দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, রাসলাররা চোরাই গরু নিয়ে ও-ডট-এর ওপর

দিয়েই সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। সম্ভাবনা খুবই বেশি। হয়তো আগাগোড়াই এভাবে কাজ সারছে ওরা!'

'এভাবে সোজা মেক্সিকোতে চলে গেছে ওরা—ধরাছোঁয়ার বাইরে, এই তো বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। আমরা যখন আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছি ওদের খোঁজে সেই সুযোগে ও-ডট-এর ওপর দিয়ে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ওরা। ও-ডট-এ রাসলারদের খোঁজ করার কথা আমাদের কল্পনাতেও আসার কথা নয়!'

'তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত!'

'ধন্যবাদ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রসার।

আরও সামনে এগোল ওরা। ব্যাপারটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল ম্যাকডোনাল্ড। প্রতি মুহূর্তে, যতই এগোচ্ছে ততই ও-ডট আউটফিটের কাছে চলে যাচ্ছে ওরা।

'একটা কথা কি জানো, জন?' ঝাড়া এক মিনিট চুপচাপ চিন্তার করার পর আবার মুখ খুলল র‍্যাঞ্চার, 'একের পর এক যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে এখানে, তাতে লুকাস আউটফিটকে দায়ী করার আর কোন যুক্তি থাকছে না।'

কোন মন্তব্য করল না রসার। ওকে আবার ভুল বুঝল র‍্যাঞ্চার, সঙ্গীর নীরবতাকে তার সঙ্গে একমত হওয়ার ইঙ্গিত ধরে নিল।

'হ্যাঁ,' আবার বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এখন মনে হচ্ছে এতদিন খামোকা ওর প্রতি অবিচার করেছি আমরা। লোকটার কাছে সেজন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কারও সঙ্গে মেশে না বলে দোষ না দিয়ে বরং আমাদেরই উচিত ছিল প্রতিবেশী হিসাবে ওদের পেয়ে খুশি হওয়া, কারণ ওরা অন্যের ব্যাপারে অযথা নাক না গলিয়ে নিজের কাজ নিয়ে

ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে। এখানকার প্রত্যেকটা অঘটনের জন্যে লুকাসকে দায়ী করেছি আমরা ওদের সম্পর্কে কোন কিছু না জেনেই, কেন না, কাউকে না কাউকে তো দোষ দিতে হবে! আসলে লুকাসদের প্রশংসা করা উচিত, ওদের মত মানুষ কজন পাওয়া যায় আজকাল!'

'ওদের প্রতি তোমার দরদ দেখে মোহ ভেঙে দিতে খারাপই লাগছে আমার,' বলল রসার, 'কিন্তু ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখো, বিল। লুকাসরা যদি সত্যিই চতুর হয়ে থাকে, আমার কাছে সেরকমই মনে হয়, তাহলে অন্যের জমির ওপর দিয়ে চোরাই গরু পাচার করাই কি ওদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ কাভার-আপ হবে না? এরচেয়ে ভাল কায়দা আর কি হতে পারে?'

ওর দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'ওদের ওপর কোন কারণে বোধ হয় খেপে আছ তুমি,' চূড়ান্ত রায় ঘোষণার ঢঙে বলল র‍্যাঞ্চার, 'সেজন্যে ওদের মাঝে কোন ভাল গুণ থাকার কথা স্বীকার করতে পারছ না। বুঝতে পেরেছি!'

'তাই মনে হয় তোমার, বিল?'

'আলবৎ,' হাত নেড়ে বলল র‍্যাঞ্চার, 'তোমার চেহারা দেখেই তো বোঝা যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রসার।

'বেশ,' বলল ও, 'লুকাসদের প্রসঙ্গ থাক এখন, তবে শিগগিরই—'

'তা তো বটেই,' বাধা দিয়ে বলে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'আমাকে দেখিয়ে দেবে ওরা কত বদ! বেশ, আমি অপেক্ষা করব। তবে বেশি দিন অপেক্ষা করিয়ে রেখো না যেন আবার। চিরকাল এখানে থাকতে পারব এমন কোন গ্যারান্টি পাইনি আমি ওপরঅলার কাছ থেকে, বুঝতেই পারছ!'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার, বুড়ো র‍্যাঞ্চারও হাসল প্রত্যুত্তরে।

'মনে হয় আর কথা খুঁজে পাচ্ছ না!' আবার বলল র‍্যাঞ্চার।

সামনে ঝুঁকে রসারের পিঠে একটা চাপড় দিল সে। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাগি। রসারের দিকে তাকাল এক পলক, জরিপ করল ম্যাকডোনাল্ডকে। উল্টে চোখ রাঙিয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'কিরে?' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল সে, 'লাগতে চাস নাকি আমার সঙ্গে?'

নাক ঝাড়ল অ্যাগি। গম্ভীর চেহারায় বিজবিজ করল র‍্যাঞ্চার।

'বেশি বাড়াবাড়ি করবি না, বুঝলি?' বলল সে, স্যাডলে নড়েচড়ে আরাম করে বসল, তারপর আবার যোগ করল: 'আরে ভাগ! তুই মাদী ঘোড়া, কথাটা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আবার লাথি মেরে বসতে পারি! পালা আমার সামনে থেকে!'

চট করে র‍্যাঞ্চারের নাগালের বাইরে চলে এল অ্যাগি, এগিয়ে চলল। খানিক পর পর আড় চোখে র‍্যাঞ্চারকে দেখতে লাগল সে। তাকে আমল না দেয়ার ভান করল ম্যাকডোনাল্ড। এক নাগাড়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলল ঘোড়সওয়াররা। হঠাৎ এক সময় বুঝতে পারল ও-ডট আউটফিটের দূরপ্রান্তের বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। আচমকা ঘোড়া দাঁড় করাল রসার। রাশ টানল ম্যাকডোনাল্ডও, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রসারের দিকে।

'ব্যাপার কি, জন?' জানতে চাইল বুড়ো, 'আবার কি নজরে পড়ল?'

'এদিকে এসো,' বলল রসার। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে এগোল ও, ওকে অনুসরণ করল ম্যাকডোনাল্ড। পাঞ্চারের দল কাছাকাছি থামল, এগোনোর সুযোগ দিল রসারদের। কাঁটাতারের বেড়ার একটা ফোকরের দিকে ইঙ্গিত করল রসার। অন্ধকার হয়ে গেল

ম্যাকডোনাল্ডের চেহারা।

'হুম,' বলল সে, 'আমার চারশো গরু ওদিকেই হাওয়া হয়ে গেছে!'

'সেরকমই মনে হচ্ছে বটে,' বলল রসার, 'তবে আমাদের ভুলও হতে পারে!'

'না; পারে না! বাজি ধরতে রাজি আছি আমি,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড। 'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এদিক দিয়ে গেছে ট্র্যাক, ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে, ঠিক কিনা? তার ওপর কাঁটাতারের বেড়াও কাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায়! চলো, এগোই!'

ঘোড়া পিছু হটাল ওরা, মাটিতে পড়ে থাকা একটা কাঁটাতারের বিচ্ছিন্ন প্রান্ত এড়ানোর চেষ্টা করল অ্যাগি, নিরাপদ দূরত্বে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল সাপের মত পড়ে থাকা তারটা। সাঁই করে নিজের ঘোড়া ঘুরিয়ে কাঁটাতারের ফোকর গলে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল ম্যাকডোনাল্ড, কিন্তু রসারকে স্যাডল থেকে নামতে দেখে লাগাম টেনে ধরল আবার, ঘুরে বসল স্যাডলে। সামান্য ঝুঁকে পড়ে কাঁটাতারের ছিন্ন প্রান্ত পরখ করছে রসার, লক্ষ্য করল। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল ওকে জরিপ করছে বুড়ো র‍্যাঞ্চার।

'তো?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওটা কবে কাটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

'বেশি আগে না,' জবাব দিল রসার। 'মরচে পড়ার কোন আলামত নেই, কেবল তুষারে ভিজেছে।'

'এবার সন্তুষ্ট?'

কাঁধ ঝাঁকাল রসার, অ্যাগির কাছে এসে আবার উঠে বসল স্যাডলে, ফোকর গলে ও-ডট রেঞ্জে ঢুকল। লাইন বেঁধে পাঞ্চারের দল ওদের

অনুসরণ করল। ও-ডট-এর ঘাসের ওপরও ঘোড়া আর গরুর খুরের ছাপ দেখা গেল। এক পলক ওগুলো পরখ করে গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ড। রসারও খেয়াল করেছে ছাপগুলো, কিন্তু কিছু বলল না ও। বেড়া বরাবর এগিয়ে চলল ওরা, ও-ডট-এর কাউকে দেখা গেল না চলার পথে। অবশেষে রাস্তার কাছে এসে পড়ল ওরা, আবার ঘোড়ার গতি কমাল। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল পাঞ্চাররা। রসার আর ম্যাকডোনাল্ড একটু দূরে সরে এসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল, নিচু স্বরে।

'এবার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'কি করা? বুনো-হাঁসের পিছু ধাওয়া করতে থাকব এভাবে?'

'তোমার গরু ফেরত চাই, তাই না?'

'অবশ্যই চাই!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'আমি এতটা পথ কি বেড়ানোর জন্যে এসেছি নাকি?'

হাসল রসার। অধৈর্য ভঙ্গিতে নড়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তা পার হলো, তারপর ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। রসার আর পাঞ্চাররা তাকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিট চলার পর আবার সমতল জমিতে পৌঁছুল ঘোড়সওয়াররা। পায়ের নিচে উর্বর ঘেসো জমি, কিন্তু যতদূর চোখ যায়, দেখা গেল এখানকার জমিতে কারও হাত পড়েনি এখনও। দুপাশে তাকিয়ে আপনমনে মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার।

'দেখো কাণ্ড, এখানে কি দারুণ জায়গা পড়ে আছে,' গজগজ করল সে, 'এত সুন্দর জমি আর হয়! কিন্তু এখানে কি কাজটা করেছে ওরা? ঘণ্টা! আজতক হাতই লাগায়নি!'

'এখানে অনায়াসে অনেক গরু পোষা সম্ভব,' ওদের পিছন পিছন

আগত এক পাঞ্চার মন্তব্য করল।

একথার কোন জবাব দিল না বার-এম মালিক। ঘোড়ার একপাশে বুটের গোড়ালি দিয়ে চাপ দিল, দ্রুত চালে দক্ষিণে এগোতে শুরু করল আবার। বাকিরাও যার যার ঘোড়ার পিঠে চাবুক হানল, দুলকি চালে অনুসরণ করতে লাগল র‍্যাঞ্চারকে। পুরু ঘাসের গালিচা খুরের আওয়াজ চাপা দিল। দিক নির্দেশ পেয়ে যাওয়ায় ঘোড়াগুলো এখন খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে তুফান বেগে এগোতে শুরু করেছে! এক মাইল দূরত্ব পেরিয়ে এল ওরা, আরও এক মাইল, আরেক মাইল; তারপর এক সময় আর দূরত্বের হিসাব রাখার কথা কারও মনে থাকল না। অবশেষে চলার পথের ডান দিকে ডালপালার ছাউনি দেয়া একগুচ্ছ 'ডোবে হাট' আর বোর্ডের ছাদঅলা কতগুলো ছাপরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড। রসারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, ইশারায় ঘরগুলো ওকে দেখাল সে। মাথা দোলাল রসার। রাইডাররা ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এল। ম্যাকডোনাল্ডকে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে দেখে অন্যরাও অনুসরণ করল তাকে। ম্যাকডোনাল্ডের পাশে চলে এল রসার।

'ওই গ্রামটা,' বলল সে, মাথা দুলিয়ে ছাপরাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওখানে কি অপেক্ষা করে আছে জানার উপায় নেই, সুতরাং সাবধানে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভাল হবে আমাদের জন্যে। সরাসরি ওখানে ঢুকে পড়লে বিপদ হতে পারে, কি বলো?'

মুখ দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করল ম্যাকডোনাল্ড।

'আমরা দুদলে ভাগ হয়ে যাই, ঠিক আছে?' প্রস্তাব দিল রসার, 'তুমি অর্ধেক লোক নিয়ে একপাশ থেকে এগিয়ে যাও গ্রামটার দিকে, বাকিদের নিয়ে অন্য পাশ থেকে এগোব আমি। তাহলে ওখানকার

অবস্থাটা আঁচ করার একটা সুযোগ মিলে যাবে। তোমার কি মনে হয়?'

'ঠিকই বলেছ,' বলল র‍্যাঞ্চার।

পিছিয়ে পড়ল রসার, ঘুরে সহযাত্রী পাঞ্চারদের দিকে চোখ ফেরাল।

'তোমরা যে কোন চারজন আমার সঙ্গে এসো,' ওদের বলল সে, 'বাকি চারজন বিলের সঙ্গে থাকো।'

একথায় ঘোড়সওয়ারদের মাঝে কিঞ্চিৎ বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো ক্ষণিকের জন্যে। ঘোড়া নিয়ে চারজন ঘোড়সওয়ার রসারের পেছনে যোগ দেয়ার প্রয়াস পেতেই টক্কর খেলো তারা অন্যদের সঙ্গে। ঘোড়া সামাল দিতে দিতে র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেল। অবশ্য অচিরেই মিটে গেল ছোট্ট ঝামেলাটা। রসারের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক চার রাইডার ওকে ঘিরে দাঁড়াল। সঙ্গীদের নিয়ে এবার ঘোড়া হাঁকিয়ে পুবদিকে এগোতে শুরু করল রসার। খানিক পর অ্যাগির গতি কমাল ও, হালকা চালে এগোল, দেখাদেখি পাঞ্চাররাও যার যার ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল।

'গ্রামের প্রান্ত বরাবর ছুটে যাব আমরা,' ওদের বলল রসার, 'কিছু করার আগে একটু রেকি করে নেয়াই ভাল। ওদিক থেকে জরিপ করবে ম্যাকডোনাল্ড। তারপর আবার দূরে সরে আসব আমরা, দুদল একসঙ্গে মিলে কে কি দেখলাম তার হিসাব মেলাব, বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' সমস্বরে জবাব দিল সবাই, 'কিন্তু আমাদের দিকে যদি গুলি চালায় কেউ?'

'আমার অনুমতি ছাড়া পাল্টা গুলি চালাবে না কেউ,' জবাব দিল রসার।

'আমার তো মনে হচ্ছে সবাই এখনও ঘুমিয়ে আছে ওখানে। খুব একটা বেলা হয়নি, বুঝতেই পারছ!'

চট করে ম্যাকডোনাল্ডদের যেখানে থাকার কথা সেদিকে একবার তাকাল রসার। ইতিমধ্যে সদলে গ্রামের দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছে র‍্যাঞ্চার, দ্রুত ছুটছে ওরা।

'চলো, সবাই!' সঙ্গীদের বলল রসার।

হাতের তালু দিয়ে অ্যাগির পেছনে চাপড় দিল একটা, ছিটকে সামনে ছুটল ঘোড়াটা। চার পাঞ্চারও ওদের ঘোড়া ছোটাল, অ্যাগির পেছন পেছন আসতে লাগল ওরা। ঘাসে ছাওয়া জমির ওপর দিয়ে খুরের শব্দ তুলে দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। খানিক পর, সামনে পরিষ্কার দেখা গেল ছাপরাগুলো। রসারের নেতৃত্বে গ্রাম ঘেঁষে এগিয়ে চলল রাইডাররা, একই সময়ে ওপাশ থেকে এগিয়ে আসতে লাগল ম্যাকডোনাল্ডরাও। সহসা গ্রাম থেকে একটা চীৎকার ভেসে এল, পর মুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। নিমেষে চীৎকার আর গোলাগুলির শব্দে ভরে উঠল চারপাশ। ঘর বাড়ির ভেতর থেকে বারুদের ধোঁয়া বেরুতে লাগল। স্যাডলের ওপর ঘুরে পেছনে তাকাল রসার।

'সরে পড়ো!' চীৎকার করে বলল ও, 'ভাগো জলদি!'

দ্রুত অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, পেছনের পাঞ্চাররাও দেখাদেখি তা-ই করল। উল্টোপথ ধরল ওরা। সশস্ত্র ম্যাকডোনাল্ড বাহিনীও সরে এল গ্রামের প্রান্ত থেকে, এগিয়ে এল রসারদের দিকে। মুহূর্তের জন্যে প্রবল হয়ে উঠল গুলির আওয়াজ, ভোরের পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ঘোড়সওয়াররা অস্ত্রধারীদের নাগালের বাইরে চলে আসার পর গুলিবর্ষণে ক্ষান্ত দিল শত্রুপক্ষ।

দুই

এখনও পরবর্তী করণীয় স্থির করতে পারছে না রসাররা। আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি রসার, একটু পুবদিক ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা প্রকাশও করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের তুমুল গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে নাজেহাল হওয়ায় রাগে এখনও ফুঁসছে বিল ম্যাকডোনাল্ড, তার এক কথা: আগে গ্রামের বদমাশগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, তারপর অন্য কাজ! রসার বলেছে: ওদের ভাগ্য ভাল বলেই দলের কাউকে হারাতে হয়নি খানিক আগের আকস্মিক হামলায়, এখন দ্রুত এখান থেকে সরে পড়া জরুরী, এখানে খামোকা সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, তাতে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে বই কমছে না এক ফোঁটাও—কারণ গ্রামবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশি, প্রথম হামলার ধারণাতীত সাফল্য দেখে তারা হুট করে ধেয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে, তাহলে একূল-ওকূল দুইই হারাতে হবে। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড কোন যুক্তি মানতে রাজি নয়। দুজন যার যার কথা বলে যাচ্ছে, ব্যস। ম্যাকডোনাল্ড আর রসারকে ঘিরে অপেক্ষমাণ রাইডারদের একজন হঠাৎ চড়া গলায় ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ইঙ্গিত করল গ্রামের দিকে; কিছু একটা হচ্ছে ওখানে, বলল সে। ভাল করে দেখার জন্যে গ্রামের দিকে তাকাল সবাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ারের একটা দল

—দশ, বার, উঁহু কমপক্ষে পনেরজন লোক আছে এই দলে—স্পার দাবাতে দাবাতে ছুটে বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, উত্তরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ওরা। সোজা সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা। প্রায় একই সময়ে সমান সংখ্যক অশ্বারোহীর আরেকটা দল ছিটকে বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, এরা ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু অচিরেই ব্যাপারটা ধাপ্পাবাজি বলে প্রমাণিত হলো। বিস্তীর্ণ ঘেসো জমির ওপর দিয়ে ঝড় তুলে ছুটছিল ঘোড়সওয়ারের দল দুটো, ছোটার ওপরই আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল তারা এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় ক্যাটলম্যানরা ব্যাপারটার মানে টের পাবার আগেই, প্রায় চোখের পলকে, ওদের ঘেরাও করে ফেলল। আক্রমণকারীতে পরিণত হলো গ্রামবাসীরা। ঝটপট যার যার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, গাঢাকা দিল ঘাসের অরণ্যে। ওদের প্রত্যেকের কাছে রাইফেল রয়েছে, সূর্যের আলো ঠিকরে যাচ্ছে রাইফেলের ব্যারেলে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল ম্যাকডোনাল্ডের, ঘটনাটা তাকে এতই অবাক করেছে যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি, এমন কি নড়তেও যেন ভুলে গেল মুহূর্তের জন্যে। সবার আগে নড়ে উঠল জন রসার। এবার আর র‍্যাঞ্চারের মতামত শোনার ধার ধারল না ও, টান মেরে হোলস্টার থেকে বের করে আনল কোল্টটা।

'শোনো সবাই!' চরকির মত মেয়ারটা ঘোরাল রসার, চীৎকার করে রাইডারদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা যে কোন পাঁচজন ঘোড়া নিয়ে এমন ভাবে উত্তর দিকে ছুটতে শুরু করো যাতে ওরা মনে করে আমরা পালানোর চেষ্টা করছি, খানিকটা যাবার পর ফের উল্টো ঘুরে দ্রুত গ্রামের দিকে এগিয়ে আসবে, ঠিক আছে? এদিকে আমরা বাকি পাঁচজনও একই ভাবে পালানোর ভান করে প্রথমে দক্ষিণে যাব, তারপর

আবার এগোব গ্রামটার দিকে। গ্রামের ওপর একদফা গুলি চালাব আমরা, তারপর এখানেই ফিরে আসব আবার। এভাবে এখানে বসে থাকলে ওদের হাতে কচুকাটা হতে হবে শেষে। এগোও সবাই! জলদি!'

ঝড় তুলে সামনে ছুটল দলের পাঁচজন পাঞ্চার, অস্ত্র উঠে এসেছে প্রত্যেকের হাতে, রসারের পরামর্শ মোতাবেক এগোচ্ছে ওরা। ম্যাকডোনাল্ড সহ অন্যরা ঘোড়া ছোটাল রসারের সঙ্গে। র‍্যাঞ্চারের চলাফেরায় এখনও যান্ত্রিক একটা ভাব রয়ে গেছে। ওত পেতে বসে থাকা প্রতিপক্ষের বৃত্ত থেকে রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। এবার খুরের শব্দে ওদের পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা হলো। কোল্টের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়তে শুরু করল শত্রুপক্ষের বন্দুকবাজরা। তারপর আচমকা, গুলি চালানোর ওপরই, চট করে উল্টো পথ ধরল আবার বার-এম রাইডাররা। চীৎকারের আওয়াজ ভেসে এল গ্রাম থেকে। একটু বাদেই ম্যাকডোনাল্ড বাহিনী ঝড়ের বেগে গ্রামের দিকেই যাচ্ছে টের পেয়ে বেশ কয়েকজন লোক বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়, এক ঝাঁক গুলি ধেয়ে গেল ওদের দিকে, ধাঁধায় পড়ে গেল গ্রামবাসীরা, পতন ঘটল তাদের। রসারের নির্দেশমত পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রাইডাররা। বৃত্তের দিকে আরেক পশলা রাইফেলের গুলি ছুটে গেল। গুলির শব্দ আর প্রতিধ্বনিতে ভারি হয়ে গেল ভোরের হাওয়া।

'খোদার অপার মহিমা, মেক্সদের হাতের টিপ ভাল না!' প্রতিপক্ষের তৈরি বৃত্তের মাঝখানের জায়গায় ফিরে আসার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল এক পাঞ্চার।

'ওখানে সবাই কিন্তু মেক্সিক্যান না?' নিজের কোল্টে গুলি ভরতে ভরতে বিড়বিড় করে বলে উঠল আরেকজন। 'ওদের পাশ দিয়ে যাবার

সময় শাদা চামড়াও আমার চোখে পড়েছে!'

'ওদেরই একটাকে ঘায়েল করেছি আমি!' জানাল তৃতীয় আরেকজন, কথাটা বলার সময় চকচক করে উঠল তার দুচোখ। 'ব্যাটার মাথাটা স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে!'

'শাদা হয়ে থাকলে উচিত শাস্তিই হয়েছে হারামজাদার!' আবার বলল প্রথম জন।

'ঠিক আছে,' বলল রসার, 'তোমরা তৈরি হলে ফের আগে বাড়ব আমরা। এবার কিন্তু ঘোড়ার শরীরের সঙ্গে মিশে যেয়ো সবাই। বারবার মেক্সিক্যানদের কবল থেকে রেহাই পাবার আশা করতে যেয়ো না। তোমরা জানো, ভাগ্য সব সময় একটানা সাহায্য করে না কাউকে।'

'এবারও কি আগের মতই এগোব?' জানতে চাইল এক পাঞ্চার।

'হ্যাঁ, আগের মতই,' জবাব দিল রসার, 'একই দিকে। এরপর দিক বদল করব আমরা। পুবদিকে যাব। স্রেফ ওদের বেদিশা করে দেয়ার জন্যে! ঠিক আছে, সবাই রেডি?'

'রেডি,' সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল সবাই।

চরকির মত ঘুরল সবগুলো ঘোড়া।

'চলো!' চেঁচিয়ে বলল রসার।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল অ্যাগি। ঘোড়াকে তাগাদা দিতে লাগল ম্যাকডোনাল্ড, আরও তিনজন পাঞ্চারসহ অনুসরণ করল রসারকে। ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুপক্ষের বৃত্ত ছেড়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একজন, তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই রাইফেল তুলে ধরে ট্রিগার টানতে শুরু করে দিল আগুয়ান অশ্বারোহীদের লক্ষ্য করে। একটা বুলেট গিয়ে বিঁধল লোকটার শরীরে, লাট্টুর মত পাক খেলো সে একবার, মুহূর্তের জন্যে যেন মূর্তি বনে গেল , পরক্ষণে সটান মুখ থুবড়ে

পড়ে গেল মাটিতে। দ্রুত ছুটে যাবার মধ্যেই ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল বৃত্তের হানাদাররা, রিভলভারের গর্জন তাদের হামলার পাল্টা জবাব দিল। ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকগুলো পটাপট খতম হতে লাগল, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠল সবুজ ঘাস। রাইফেলধারীদের ছেড়ে দেয়া ঘোড়াগুলো বৃত্ত ছেড়ে সামনে চলে এসেছে, তাজা কচি ঘাস চিবুচ্ছিল কয়েকটা, গুলির আওয়াজ অগ্রাহ্য করে, খুরের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাল ওগুলো, তারপর চোখের পলকে সটকে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে ওগুলোরই একটা রাইফেলধারীদের একজনের সামনে পড়ে গেল, ঠিক এই সময় ট্রিগার টানল লোকটা। শক্তিশালী বুলেটটা সোজা ঘোড়াটার মাথায় সেঁধিয়ে গেল। আর্তচীৎকার করে উঠল জানোয়ারটা, সামনের পা জোড়া শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল, পর মুহূর্তে ঘূর্ণি খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল, কাত হয়ে। ওটার শরীরের নিচে চাপা পড়ল হাঁটু গেড়ে বসে থাকা রাইফেলঅলা। অন্য একজন হানাদার তাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ঘোড়াটার বেমক্কা লাথি খেলো, পড়ে গেল সে, যন্ত্রণায় দুভাঁজ হয়ে গেছে তার শরীর।

আবার আগের মত ঝড়ের বেগে গ্রামের দিকে ছুটল রুসাররা। ওদের তাড়াতে আরও একদল লোক বেরিয়ে এল গ্রাম থেকে, আবারও। গুলি চালাল বার-এম রাইডাররা, নাশ ঘটল শত্রুদের, ঘোড়া ঘুরিয়ে ফের ফিরতি পথ ধরল ওরা। বৃত্তের মাঝখানে ফিরে মিলিত হলো, সাময়িক যুদ্ধ বিরতি শুরু হলো এক তরফাভাবে। রুসার আর ম্যাকডোনাল্ড মাথা গুনে নিশ্চিত হলো এ যাত্রায়ও ওদের পক্ষের কেউ অক্কা পায়নি। অবশ্য দু-একজন রাইডার আর এক-আধটা ঘোড়ার গায়ে বুলেটের মৃদু আঁচড়ের দাগ দেখা গেল, তবে আঘাতগুলোর কোনটাই তেমন মারাত্মক নয়।

'এবার অন্য দিকে এগিয়ে যাব আমরা,' ঘোষণা দিল রসার। 'সবাই একসঙ্গে পুবদিক ঘেঁষে ছুটে যাব, তারপর উল্টোপথ ধরব আবার।'

'ঠিক আছে!' বলে উঠল কয়েকজন পাঞ্চার।

'তবে সাবধান,' ওদের সতর্ক করল রসার। 'ভাগ্যের ওপর কিন্তু সত্যিই বড় বেশি নির্ভর করছি আমরা, বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না যেন তোমরা!'

'একটু দাঁড়াও,' বলল একজন, 'আমার ঘোড়াটার জিনের পেটি ঢিল হয়ে গেছে, শক্ত করে নেই, নইলে আবার ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়ে যাব। আমি আবার কোন মেক্সের কোলে গিয়ে পড়তে চাই না!'

'জলদি কাজ সার!' ওকে বলল র‍্যাঞ্চার।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল লোকটা, উবু হয়ে ঘোড়াটার পেটের নিচে জিনের পেটি বাঁধার কাজটা শেষ করল দ্রুত, তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বসল স্যাডলে।

'ঠিক আছে এবার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'চলো, এগোনো যাক!'

তৃতীয়বারের মত ছুটল ঘোড়সওয়াররা, তেড়ে গেল রাইফেলধারী-দের বৃত্তের উদ্দেশে, এবং ঠিক সময় মতই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে সক্ষম হলো ওরা, তবে এবার গ্রামের দিকে গেল না, তার বদলে বাঁক নিল পুবে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রাইফেলধারীরা। বৃত্তের ওই অংশে পাহারায় নিয়োজিত লোকগুলো বলতে গেলে কোন বাধাই দিতে পারল না। নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিস্মৃত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকজন, গুলি চালানোর চেষ্টা করল, কিন্তু অচিরেই পাল্টা গুলিবর্ষণে লুটিয়ে পড়ল তারা। আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বার-এম বাহিনী, ফিরে এল বৃত্তের মাঝখানে। এতক্ষণ একটানা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গেছে ঘোড়াগুলো, একটাকে খোঁড়াতে দেখা গেল, পরখ করে জানা গেল ডান

পায়ে একটা বুলেট লেগেছে ওটার।

'আরও খারাপ কিছু ঘটে যাবার আগেই এখান থেকে সটকে পড়া দরকার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ, শিওর, বস্,' বলল এক পাঞ্চার, 'কিন্তু কিভাবে?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো!' রসারের দিকে ইশারা করে পাল্টা ঝাড়ি দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'ও হয়তো জানে। আমি বলতে পারব না!'

'এবার গ্রামের দিকে যাব আমরা,' বলল রসার।

'তারপর?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'যদি মনে হয় গ্রামের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, তাই করব তাহলে,' জবাব দিল রসার, 'আর নিরাপদে সরে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় যদি আরও কিছুক্ষণ হামলা চালিয়ে যেতে হয়, তাহলে অবশ্য সেটাই করতে হবে! তবে শিগগির জায়গা মত হামলা করতে হবে, আমাদের, তারপর পালাতে হবে!'

রেগে গেল ম্যাকডোনাল্ড, তবে কোন কথা বলল না।

'তুমি কি বলো?' যার ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করল রসার, 'আরও খানিকক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না তোমার ঘোড়াটা?'

মাথা দোলাল পাঞ্চার।

নড়েচড়ে স্থির হয়ে স্যাডলে বসল রসার।

'আগের মতই ঘুরে আবার গ্রামের দিকে যাব আমরা,' বলল ও, 'সবাই রেডি?'

একসঙ্গে মাথা দোলাল পাঞ্চাররা, শক্ত হাতে যার যার লাগাম ধরল তারা; রসার খেয়াল করল আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে প্রত্যেকের চেহারা। ওরাও বুঝে গেছে এ যাবত ভাগ্য অবিশ্বাস্য রকম সাহায্য করেছে ওদের। গুলি চালনায় মেক্সিক্যানরা পটু নয় বটে, তবে

এভাবে লড়াই চলতে থাকলে তাদের নিশানা আরও খারাপ হবে, এটা মনে করার কোন কারণ নেই বরং উল্টোটি ঘটাই স্বাভাবিক, দ্রুত হাতের টিপ ঠিক হয়ে যেতে পারে।

'চলো সবাই!'

ওত পেতে বসে থাকা প্রতিপক্ষের দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল ওরা। এবার আগের তুলনায় রাইফেলের আওয়াজ বেশ কম বলে মনে হলো রসারের। রাইফেলধারীদের বৃত্তে ফোকরের সৃষ্টি হয়েছে, ধারণা করল ও, এবং বেশ বড় ধরনের ফোকরটা। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকজন দেখেই বোঝা যাচ্ছে—বিপক্ষের লোকবল হ্রাস পেয়েছে। ক্যাটলম্যানদের কেউ এর আগে কখনও এমন অদ্ভুত লড়াইতে নামেনি। প্রতিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় ওরা নেহাতই কম, গ্রামবাসীদের সব ধরনের সুযোগ রয়েছে; কিন্তু সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা। পরস্পরের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসেছিল চারজন রাইফেলঅলা, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে সরে আসার মুহূর্তে ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল রসার, খালি করল হাতের অস্ত্র; ওর পেছনে ছিল ম্যাকডোনাল্ড, একটানা পাঁচটা গুলি করল সে শত্রুদের উদ্দেশে। গুলি খেয়ে একপাশে হেলে পড়ল চার মেক্সিক্যানের মাঝখানের একজন; তার পাশের লোকটাও আঘাত পেয়েছে, হেলে পড়ল সে-ও; একজনের ওপর আরেকজন, পরস্পরকে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, অদ্ভুত ভঙ্গিতে; এবার বাকি দুজনও গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল ওদের ওপর, ফলে ভারটা আর সইতে পারল না তারা, চারজন একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ল রক্তে ভেজা ঘাসে। ঘুরে আবার গ্রামের দিকে এগোল ঘোড়সওয়াররা, কিন্তু এবার ওদের বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল না কেউ; তার বদলে দেখা গেল জনা ছয়েক লোক কুঁড়ে আর ছাপরার

ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে ওদের লক্ষ্য করে। ছাদের ওপর শক্রদের দেখতে পেল রসার। চট করে রাশ টানল ও, দেখাদেখি বার-এম রাইডাররাও সরে এল দ্রুত। ছাদের হানাদাররা হতাশ হলো, হাঁটু গেড়ে উঠে বসল তারা, হেঁড়ে গলায় খিস্তি করতে লাগল, পিছু-হটা ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশে মুঠো করা হাত নাচাতে লাগল অবিরাম।

বৃত্তের মাঝখানে আবার রুটিন মাফিক একদফা তদারকি হলো। দুজন রাইডার চোট পেয়েছে: একজনের পায়ে লেগেছে গুলি, আরেকজন গুলি খেয়েছে বাহুতে; তবে দুজনই জানাল আঘাত মারাত্মক নয়, নিজেরাই ব্যবস্থা করতে পারবে। খোঁড়া ঘোড়াটা এখনও অন্যগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে আছে, তবে লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না ওটা।

'ঠিক আছে,' স্যাডলে খানিকক্ষণ আরাম করে বসে থাকার পর বলল রসার, 'এবার চেষ্টা চালাব আমরা। কেটে পড়ার উপায় আছে কিনা জানার চেষ্টা চালাতে হবে!'

'গ্রামের ভেতর দিয়েই যেতে হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওদের ঘেরাও ভেদ করে যেতে অসুবিধে কোথায়?'

'আমি ভেবেছিলাম গ্রামে ঢুকে ওখানে খানিকক্ষণ ঘাপটি মেরে থাকলে আমাদের সুবিধা হত,' জবাব দিল রসার, 'একটু জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ মিলত আমাদের, সবাই দম ফিরে পেত। ঘোড়াগুলোও একটু বিশ্রাম পেত। তবে বুদ্ধিটা অসাধারণ, এমন দাবি করছি না।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল র‍্যাঞ্চার, আর কিছু বলল না।

'কারও কোন কথা আছে?' জানতে চাইল রসার।

'আমার আছে,' চিকন হেসে বলল একজন, 'আমি বলি কি এখান থেকে জলদি লেজ গুটিয়ে পালাই, চলো। যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই ভাল।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই,' বলল রসার, 'আমিও এর শেষ চাই।'

'হ্যাঁ,' বলল আরেকজন পাঞ্চার, 'কিন্তু মেক্সিক্যান শালাদের কি ব্যবস্থা করা যায়? ওদের সঙ্গে আজ যা বাজে ব্যবহার করলাম আমরা, এরপর নিশ্চয়ই বিনা আপত্তিতে আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না ওরা? তেমন কিছু চিন্তাও কোরো না!'

'আগের বার হামলা চালানোর সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ তোমরা?' বলল তৃতীয় এক রাইডার, 'শাদা চামড়ার চিহ্নও চোখে পড়েনি আমার। সব কটা মেক্সিক্যান। ওদের কি হতে পারে বলো তো?'

'অন্তত আমাদের হাতে মারা পড়েনি সবাই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'সম্ভবত দল ছেড়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে ওরা,' বলল রসার, 'আমাদের কায়দা মত পাওয়া গেছে ভেবে লড়াইতে যোগ দিয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু যখন দেখল আমাদের কাবু করা অত সহজ নয়, সোজা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তারা, মেক্সিক্যানদের ওপর দিয়ে গেছে আমাদের সামলানোর ভার।'

'এই ম্যাক্সিক্যানদের ব্যাপারটা বুঝলাম না,' বলল একজন, 'ওরা এখানে কি করছে? এখানকারই বাসিন্দা নাকি?'

মাথা নাড়ল রসার।

'না,' জবাব দিল ও, 'এখানে চাষাবাদের কোন চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি, এরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। শাদা লোকগুলোর মতই গা

ঢাকা দিয়ে আছে এখানে। একসঙ্গে থাকার কারণ, সবাই আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জোট বেঁধে আইনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, কিন্তু আলাদাভাবে ওদের পক্ষে বেশি কিছু করার সাধ্য নেই।'

'এবার?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড, 'এসো, একটা কিছু করি! খামোকা এখানে বসে বসে মাছি মারার কোন মানে হয় না! বসে থাকার জন্যে বাড়িতে অনেক সময় পাওয়া যাবে! কি করব আমরা, জন?'

'সরে পড়ার চেষ্টা,' জবাব দিল রসার, 'সোজা সীমান্তের দিকে যাব আমরা।'

'এতক্ষণে কাজের কথায় এসেছ,' বলল বার-এম মালিক, রাইডারদের দিকে তাকাল সে। 'চলো, ফেলারস। তৈরি হয়ে যাও সবাই! এখুনি রওনা হচ্ছি আমরা!'

যার যার স্যাডলে ঠিক হয়ে বসল পাঞ্চাররা, এক হাতে শক্ত করে ধরল লাগামের প্রান্ত, অন্য হাত দৃঢ় হয়ে চেপে বসল পিস্তলের বাঁটে। আহত ঘোড়ার সওয়ারী সামনে ঝুঁকে পড়ে চাপড়ে দিল ওটাকে, ফিসফিস করে কি যেন বলল, ডেকে উঠল জানোয়ারটা, মাথা দোলাল; আবার সোজা হয়ে বসল রাইডার, রসারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল।

'ঠিকই সামলে নিতে পারবে,' ওকে নিশ্চয়তা দিল সে, 'তুমি বললেই এগোব আমরা।'

মাথা দোলাল রসার, অন্য পাঞ্চারদের দিকে তাকাল।

'সোজা বৃত্ত ভেদ করে বেরিয়ে যাব আমরা,' বলল ও, তারপর আবার যোগ করল, 'একদম ওদের মাথার ওপর না যাওয়া পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না তোমরা। খুব কাছে গিয়ে তারপর গুলি চালানো শুরু করব আমরা, ঠিক আছে?'

অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, কয়েকটা চাপড় দিল ওটার কাঁধে। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল মেয়ারটা। 'চল্ এবার!'

প্রবল শব্দ তুলে দ্রুত ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের বয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। ভেসে চলেছে যেন অ্যাগি, ঝড় উঠল ওটার খুরে; পেছনের ঘোড়াগুলো তাল মেলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। একটু সরে গেল রসার, বৃত্তের একটা ফোকর লক্ষ্য করেছিল আগেই, তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল। মাথা তুলে তাকাল রাইফেলধারী দুর্বৃত্তরা, আস্তে আস্তে তুলল তাদের অস্ত্র। ওরা ধরে নিল আগের মত কাছাকাছি যাবার পর ফের ঘুরে যাবে রসাররা, কিন্তু বৃত্তের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেল ওরা; হতবিহ্বল মেক্সিক্যানদের ওপর চড়াও হলো। অশ্বারোহীদের নিরেট দলটা ঝড় তুলে ওদের মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে গেল সামনে। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে মোরব্বা হলো কয়েকজন শত্রু, আর যারা বেঁচে থাকল শেষ বারের মত রাইফেল থেকে অগ্নিবর্ষণ করল তারা রসারদের লক্ষ্য করে। অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে এল রাইডাররা, স্পার দাবিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

'সামনে এগোতে থাকো!' চীৎকার করে বলল রসার। অ্যাগির গোড়ালির সঙ্গে প্রায় লেপ্টে রইল অন্য ঘোড়াগুলো। এতগুলো ঘোড়ার নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়ে গর্বে ফুলে গেল মেয়ারটা, বুঝতে পারছে তার ওপর অন্য ঘোড়াগুলোর গতি নির্ভর করছে; নাক দিয়ে আনন্দসূচক শব্দ করল সে, মাথা দোলাল, আরও নানান ভঙ্গি করল, কিন্তু গতি কমাল না। লাগামে ঝাঁকি মেরে ঘোড়াটাকে সামলানোর প্রয়াস পেল রসার কয়েকবার। কিন্তু ওকে পাত্তাই দিল না জানোয়ারটা, আরও লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে চাইল। তাড়াতাড়ি ওটাকে নিয়ন্ত্রণে আনল রসার, রাশ টেনে গতি কমাল। রাগে নাক সিঁটকাল মেয়ারটা, সামনে

এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল আবার, কিন্তু তার বদ মতলবে মদদ জোগাল না রসার। তাতে আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল ঘোড়াটা। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রসারের, প্রচণ্ড এক চাপড় কষাল ও ঘোড়াটার পেছনে। অন্য ঘোড়ার সামনে সম্মানহানি ঘটায় ছোটার উৎসাহে ভাটা পড়ল অ্যাগির। মিনিট খানেক একেবারে শম্বুক গতিতে এগোল সে। আবার চাপড় দিল রসার। ফলে খেপে গিয়ে ফের দৌড়ুতে শুরু করল ঘোড়াটা, গতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখল রসার। হঠাৎ ওদের সামনে, অনেকটা দূরে, একদল ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। রাগ ভুলে গেল অ্যাগি। ঘোড়সওয়ারদের জরিপ করল রসার, কিন্তু দূরে থাকায় ওদের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না। তবে ঘোড়া হাঁকানোর কায়দা দেখে বুঝতে পারল লোকগুলো শ্বেতাঙ্গ। ঘাড়ের ওপর দিয়ে চট করে ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকাল ও একবার, হাত নেড়ে প্রশ্নসূচক একটা ভঙ্গি করল। বুড়ো র‍্যাঞ্চার তার ঘোড়া নিয়ে অ্যাগির পাশে চলে এল।

'লোকগুলোকে কি তোমার চেনা মনে হচ্ছে, বিল?' মাথা দুলিয়ে আগুয়ান ঘোড়সওয়ারদের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল রসার।

এক মুহূর্ত ঘোড়সওয়ার দলটাকে জরিপ করল ম্যাকডোনাল্ড; মাথা নাড়ল শেষে।

'নাহ্,' সিদ্ধান্ত জানানোর সুরে বলল সে, 'ওরা আমেরিকান, তবে সীমান্তের ওপারের লোক নয়। আমরা যাদের পেছনে ফেলে এলাম একটু আগে, বোধ হয় ওই পলাতক দলেরই লোক। আমার চেনাজানা কোন আউটফিট, মানে ক্যাটল আউটফিটের এত রাইডার নেই, তার মানে ওরা নির্ঘাত ভবঘুরে ধরনের। আমাদের কি দেখতে পেয়েছে?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছে,' জবাব দিল রসার, 'থেমেছে সেজন্যেই।'

'হুম, আমাদের চেহারা বোধ হয় ওদের পছন্দ হয়নি, চিন্তায় পড়ে

গেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'তা জানি না,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল রসার, 'তবে ওরা বুঝে গেছে যে আমরা সীমান্তের ওপারের লোক, এদিকে কেন এসেছি, কি করছি, সেটাই হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে এখন।'

'যত ইচ্ছা চেষ্টা করুক!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওই দলে কয়জনকে দেখা যাচ্ছে?'

'পনের। খোদা না করুন, ওদের পেছনে, আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে আর কেউ না থাকলেই হয়!'

'রেইডার?' বিড়বিড় করে বলল ম্যাকডোনাল্ড, কঠিন হয়ে গেল তার চেহারা। 'হয়তো ওরাই আমার গরু চুরি করেছে!'

স্যাডল বুট থেকে আস্তে করে রাইফেল বের করে আনল রসার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাঞ্চারদের দিকে।

'রাইফেল বের করে তৈরি হয়ে নাও সবাই!' আদেশ দিল ও, 'মেহমান আসছে, আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসতে পারে!'

'ওরা ঘোড়া ঘুরিয়েছে, রসার!' চীৎকার করে বলল এক পাঞ্চার, 'আমাদের দিকেই আসতে শুরু করেছে!'

'দেখেছি,' জবাব দিল রসার। 'আমরা একটু দূরে সরে যাব এখন, দেখি ওরা কি করে। ওদের লড়াইয়ের ইচ্ছা থাকলে গুলি করতে শুরু করে দেবে। আর যদি দেখি ভয় পেয়ে গেছে তাহলে উল্টে আমরাই আগে হামলা চালাব। যার যার মাথা সামলে রেখো, জোরে ছুটতে হবে আমাদের।'

হাঁটু দিয়ে অ্যাগির পেটে খোঁচা দিল রসার; সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল ঘোড়াটা। বার-এম আউটফিট রসারের সঙ্গে পুবে সরতে শুরু করল। এক লাইনে থাকল রাইডাররা। রেইডারদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন।

তাদের মতলবও বোঝা গেল খানিক পর: পাঞ্চারদের ওপর চড়াও হতে চায়।

'শালারা লড়াই করতে চাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, 'কসম খোদার, যুদ্ধ করার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেয়া হবে ওদের—আজ!'

'কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত গুলি কোরো না,' ঘাড় কুঁজো করে রেখেছে রুসার, ওই অবস্থাতেই পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ওরা আগে শখ মিটিয়ে নিক, তারপর আমরা পাল্টা জবাব দেব। মাথা নিচু করে রেখো সবাই! ওরা কিন্তু মেক্সিক্যান নয়!'

অর্ধবৃত্তের আকারে সামনের দিকে উঁচু হলো ওর রাইফেল, ব্যারেলের ওপর নাচতে লাগল সূর্য-রশ্মি। দুজন ঘোড়সওয়ার রেইডারদের মূল দলের থেকে খানিকটা সামনে ছিল; চাবুক শানাল তারা নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে, ছোটার গতি বাড়াল, কোনাকুনিভাবে খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। রুসারের রাইফেল গর্জন ছাড়ল; নড়ে উঠল তাদের একজন, বোঝা গেল গুলি লেগেছে তাকে। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ দুলল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর খসে পড়ল স্যাডল থেকে। গুলি চালাল তার সঙ্গী, রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের কাছে প্রায় নগণ্য বলে মনে হলো তার পিস্তলের আওয়াজ। অ্যাগির ঠিক সামনে মাটিতে বিঁধল বুলেটটা, ছিটকে এল ঘাস আর মাটির কণা, অ্যাগির গায়ে লাগল। ব্যথায় নয়, অনেকটা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা। আবার গুলি চালাল রুসার। হানাদারের ঘোড়াটা হোঁচট খেলো, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ওটা, সওয়ারী বেচারা ছিটকে পড়ে গেল নিচে।

'ওই ব্যাটা আমার!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, রাইফেল তুলে ধরল।

ঘাড়ের ওপর ভর দিয়ে মাটি স্পর্শ করল লোকটা, পটাপট কয়েকটা গড়ান খেয়ে উঠে দাঁড়াল চট করে; পাঁই করে ঘুরে রসারের উদ্দেশে গুলি চালাল সে, তারপরই উল্টো ঘুরে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। এমনি সময়ে প্রতিবাদের সুরে গর্জে উঠল র‍্যাঞ্চারের রাইফেল। হোঁচট খেলো লোকটা, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিল, দৌড় থামাল না। খিস্তি করতে করতে ফের গুলি চালাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। এবার একটা ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়াল লোকটা, এপাশ ওপাশ দুলল এক মুহূর্ত, তারপর বসে পড়ল ঘাসের ওপর, আস্তে আস্তে হেলে পড়ল একপাশে, ওই ভঙ্গিতেই মাটি স্পর্শ করল।

'হারামজাদা আর কোনদিন অন্যের জিনিস চুরি করার সুযোগ পাবে না,' বিজয়ীর সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'ওর ব্যাপারে অন্তত চিন্তা করতে হবে না কাউকে!'

'ব্যাটাদের কায়দামত পেয়েছি আমরা,' সঙ্গীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল এক পাঞ্চার। 'সব কটাকে কতল করব আজ! আমাদের কাছে রয়েছে রাইফেল, ওদের কাছে তা নেই!'

'চলো!' বলল আরেকজন, 'নিকেশ করে ফেলি!'

হানাদারদের মূল দলটা এবার সামনে বাড়ল। একটানা গুলি বর্ষণ করছে তারা। বার-এম রাইফেলগুলো বজ্রের গর্জনে পাল্টা জবাব পাঠাল। মানুষের আর্তচীৎকার শোনা গেল, গুলির আঘাতে আর্তনাদ ছাড়ল ঘোড়াগুলো। আহত ঘোড়াগুলো দুমাদুম আছড়ে পড়তে লাগল মাটিতে, ছিটকে পড়ে যাচ্ছে তাদের সওয়ারীরাও, অন্য ঘোড়ার খুরের তলায় চাপা পড়ছে; দু-একজন গড়িয়ে সরে যাবার সুযোগ কাজে লাগাতে পারল, সোজা হয়ে দাঁড়াল তারা আবার এবং সরাসরি বার-এম পাঞ্চারদের গুলি হজম করল। রেইডারদের অস্ত্রবল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের

তুলনায় দুর্বল প্রমাণিত হলো। বার-এম পাঞ্চাররা চোট পেয়েছে, গুলি খেয়েছে ওদের ঘোড়াও; দুপক্ষেই এখন দ্বিধার অবকাশ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু রেইডাররাই আগে রণে ভঙ্গ দিল। পাঞ্চারদের প্রবল গুলি বর্ষণে পাতলা হয়ে আসা দলটা আর টিকে থাকার সাহস করল না। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে শুরু করল তারা।

এদিকে উত্তেজিত উদ্দীপ্ত পাঞ্চাররা, কয়েকজন আহতও রয়েছে, পিছু ধাওয়া করল তাদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওদের নাগালের বাইরে চলে গেল রেইডাররা।

শ্রান্ত ঘোড়া থামাল এবার পাঞ্চাররা, ফিরতি পথ ধরল আবার।

রেইডারদের ফেলে যাওয়া ঘোড়াগুলো ওদের দিকে এগিয়ে এল। বার-এম পাঞ্চাররা দ্রুত তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করল। সংক্ষিপ্ত লড়াইতে চারটা খুইয়েছে ওরা, এগুলো ওদের প্রয়োজন মেটাল।

চারজন পাঞ্চার আহত হয়েছে, ওদের মধ্যে একজন অবশ্য আগেই একবার পায়ে গুলি খেয়েছিল, মাটিতে পড়ে আছে এখন সে, কাঁধের একটা ক্ষত থেকে দরদর রক্ত ঝরছে, ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে তার পিঠের নিচের ঘাস।

এ ধরনের ক্ষতের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় জানে রসার আর ম্যাকডোনাল্ড। আহত পাঞ্চারের ওপর ঝুঁকে পড়ল ওরা। একটানে তার গায়ের শার্টটা ছিঁড়ে নামিয়ে আনল, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। লোকটার ক্ষতের পরিচর্যা শেষে তাকে আহত অন্য পাঞ্চারদের কাছে নিয়ে আসা হলো।

এবার বার-এম স্যাডল খুলে রেইডারদের পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে চাপানোর কাজ শেষ করল পাঞ্চাররা, আহতদের স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল তারা। আবার পথে নামল ঘোড়সওয়ারের দলটা। আস্তে

আস্তে অবশিষ্ট পথ পেরিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে এল ওরা। সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করল এবার, যাতে আহত পাঞ্চাররা, এতক্ষণ ঝাঁকুনির প্রচণ্ড ধকল ঠোঁট চেপে সহ্য করেছে, খানিকটা দম ফেলার ফুরসত পায়। যার যার স্যাডলে সহজ হয়ে বসল রসার আর ম্যাকডোনাল্ড।

'বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটল সকালটা,' আস্তে করে বলল রসার, র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল, 'প্রচুর উত্তেজনার খোরাকও মিলল।'

'হুম,' কর্কশ স্বরে জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'ওই পর্যন্তই, আমার গরুর কোন খোঁজ মেলেনি!'

নীরব থাকল রসার। ওকে একনজর জরিপ করল র‍্যাঞ্চার।

'জন,' চট করে বলল সে, 'আর কেউ জানবে না, একটু বলো তো আমার চার-চারশো গরু কোথায় গায়েব হলো? ওই গ্রামটার কাছেপিঠে তো কোন চিহ্ন দেখলাম না, তার মানে হতচ্ছাড়া গরুগুলো ওদিকে নেয়া হয়নি, কিন্তু কোন এক জায়গায় তো নিয়েছে! হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি নিশ্চয়ই?'

'ঠিক,' বলল রসার।

'তাহলে?'

'এখনও বলতে পারছি না, বিল। আমার মাথায় একটা ধারণা এসেছে অবশ্য, সন্দেহ বলতে পারো, সেই মোতাবেক কাজ করব আমি, দেখি কোন ফায়দা হয় কিনা।'

'আমাকে বলা যায় না?'

'এখন না। আগে পরখ করে দেখি।'

'বেশ। আমি অপেক্ষা করব।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রসার।

'আর বোধ হয় কিছু করারও নেই এছাড়া,' বলল ও। 'আজ রাতে

কি ব্যবস্থা নিচ্ছ?'

'মানে?'

'আমার বিশ্বাস আবার আসবে রেইডাররা।'

'বদলা নিতে?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভাবল ম্যাকডোনাল্ড।

'ওদের জন্যে তৈরি হয়ে থাকলেই মনে হয় কাজের কাজ হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল। 'যদি সত্যিই আসে একেবারে নিকেশ করে দেয়া যাবে!'

'ঠিক বলেছ।'

'ফ্র্যাংক কনেলের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'ওর কয়েকজন লোকের দরকার হবে আমার সাহায্যের জন্যে।'

'কোথায় তোমার দেখা পাওয়া যাবে তাহলে?'

'ইচ্ছা করলে আজ আমাদের সঙ্গে সাপার সারতে পারো,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'তারপর না হয় একসঙ্গেই বের হওয়া যাবে!'

'ছটার দিকে আসি?'

'সাড়ে পাঁচটায় হলে ভাল হয়।'

'ধন্যবাদ। চলে আসব আমি,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল রসার।

'এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'ও-ডট-এ। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

চলে গেল রসার।

পাঞ্চারদের একজন ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চারের পাশে চলে এল।

'রসার লোকটা অসাধারণ,' বলল সে।

গমগম করে উঠল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠস্বর।

'সত্যিকার পুরুষ মানুষ,' ভারি শোনাল তার গলা, 'ওর সম্পর্কে কখনও কাউকে কোন বাজে কথা বলার সুযোগ দেবে না, বুঝেছ? চলো, আবার এগোই আমরা!'

বার-এম-এর উদ্দেশে আবার এগোতে শুরু করল দলটা।

তিন

পরদিন সকালে দারুণ সন্তুষ্ট মন নিয়ে নাশতার টেবিলে হাজির হলো পিট লুকাস। ঠিক যেভাবেই পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল সেভাবেই ঘটেছে সবগুলো ঘটনা, কোন ঝামেলা হয়নি; এবং এখন মনে উদ্বেগের কোন কারণ না থাকায় সত্যিকার খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ওর পেটে।

'মর্নিং, রোজ,' টেবিলে বসতে বসতে আমোদিত কণ্ঠে বোনকে শুভেচ্ছা জানাল লুকাস। 'কি বলব, এমন খিদে পেয়েছে না, মনে হচ্ছে বাংকহাউসের একপাশের পুরো দেয়াল অনায়াসে গিলে ফেলতে পারব আজ! সারাটা দিন ভালই কাটবে মনে হচ্ছে। তুমিও ইচ্ছা করলে একটু হাওয়া খেয়ে আসতে পারো বাইরে থেকে, কি বলো?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। চেয়ারে ঘুরে বসে রোজের দিকে তাকাল লুকাস।

'কি ব্যাপার, অ্যাঁ?' জানতে চাইল সে। 'খেপে আছ মনে হচ্ছে, কেন?'

'কই, না!' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল রোজ।

'কোন কারণে চিন্তিত?'

'না-আ,' আবার বলল মেয়েটা, তবে এবার ওর গলায় আগের মত জোর পাওয়া গেল না। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখোমুখি হলো পিট লুকাসের। 'হ্যাংকের মেয়েটা—কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না তার কথাগুলো। এখন খারাপ লাগছে কেন মেয়েটার কাছে তার মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে চাপ দিলাম না ভেবে!'

'ওহ্-হো, দোহাই খোদার, রোজ!' বলে উঠল লুকাস, 'বেহুদা তিলকে তাল বানাচ্ছ! আমাদের কাছে হ্যাংকদের কানাকড়িও মূল্য নেই, ওরা আমাদের পছন্দ না করলে তাতে কি আসে যায়। পাত্তা না দিলেই তো চুকে যায় ঝামেলা। যাকগে, এবার বলো কি খাওয়া যায়?'

ওকে নাশতা এগিয়ে দিল রোজ। টেবিলের ওপর নাশতা সাজিয়ে রাখতেই চক-চক করে উঠল লুকাসের চোখজোড়া, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হাসল রোজ, যদিও হাসার মত মানসিক অবস্থায় মোটেই নেই সে। হঠাৎ খাওয়া বাদ রেখে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল লুকাস।

'তুমি খাবে না?' জানতে চাইল সে।

'আমার এখন খেতে ইচ্ছা করছে না,' জবাব দিল রোজ, 'পরে যখন ভাল লাগবে তখন খেয়ে নেব। তোমার খাওয়া তুমি চালিয়ে যাও, পিট, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

এরপর আর তর্ক করার ঝামেলায় গেল না লুকাস, নতুন উদ্যমে খাওয়ায় মন দিল আবার।

নাশতা সেরে বেরিয়ে গেল লুকাস। টেবিল থেকে এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিল রোজ, ওগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখল যথাস্থানে। তারপর দোতলায় নিজের কামরায় এসে গায়ে একটা কোট চাপাল, নিচে নামল আবার। বার্নে ঢুকে পিট লুকাসের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না ও। পাঞ্চারদের সঙ্গে গেছে বোধ হয়—ভাবল আপনমনে; লুকাস আবার কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েই দায়িত্ব সারে না। বাকবোর্ডের সঙ্গে ঘোড়া জোড়ার কাজ শুরু করল রোজ। কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে লুকাস, কাজে গতি সঞ্চার করে এভাবে এবং কোন কাজ শেষ না হলে বা সে যদি ক্লান্ত না হয় তবে বিরতি দেয় না কখনও। বার্নে অনেক ঘোড়া নজরে পড়ল রোজের, ব্যাপারটা ওকে বিস্মিত করল যেন। ওদের এতগুলো ঘোড়া আছে জানা ছিল না এতদিন।

খানিক পরেই বাকবোর্ড নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল রোজ। কোরালের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ হোঁচট খেলো একটা ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে বাকবোর্ড থামিয়ে ফেলল রোজ। চালকের আসন থেকে নামল জলদি করে, পা বাড়াল সামনে, মৃদু স্বরে হোঁচট খাওয়া জানোয়ারটার সঙ্গে কথা বলছে। সহসা একটা দরজা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ এল কানে, কাছাকাছি কোথাও, ভাবল রোজ। মুখ তুলে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল মেয়েটা। দীর্ঘদেহী বিশাল এক লোক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কাছে আসার পর সম্মান দেখানোর জন্যে আঙুল দিয়ে মাথার টুপিটা আলতো করে স্পর্শ করল সে।

'ওই সোরেলটা,' হোঁচট-খাওয়া ঘোড়াটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল নবাগত, 'মনে হচ্ছে নালের সমস্যায় ভুগছে ওটা।'

'অ,' বলল রোজ।

ওকে অতিক্রম করে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা, হাঁটু

গেড়ে বসে একটা পা হাত দিয়ে ধরে উঁচু করল সে। ব্যস্ত থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। ঘুরে রোজের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল।

'আর কোন অসুবিধা নেই,' বলল সে।

'অনেক ধন্যবাদ,' জবাব দিল রোজ। আবার চালকের আসনে উঠে বসল ও, হাতে লাগাম তুলে দিল অচেনা সাহায্যকারী। 'কিন্তু তোমাকে মনে হয় এর আগে এখানে কখনও দেখিনি। নতুন কাজে লেগেছ নাকি?'

'ঠিক ধরেছ, স্যাম?' গম্ভীর কণ্ঠে জানাল লোকটা।

'তোমার নাম?'

'অস্টিন। তবে সাধারণত আমাকে সবাই টেক্স বলে ডাকে।'

মৃদু হাসল রোজ, সরে এল বাকবোর্ড নিয়ে। মনে মনে অস্টিনকে কবে চাকরিতে নেয়া হয়েছে অনুমান করার চেষ্টা করছে, পিট লোকটাকে চাকরি দেয়ার কথা কিছুই জানায়নি, ভাবল রোজ; তাছাড়া, র‍্যাঞ্চের হিসাবের খাতাপত্র নিজেই দেখাশোনা করে সে, লোকটার নাম পে-রোলে থাকার কথা, কিন্তু এমন কোন নাম ওর চোখে পড়েনি। মনের মধ্যে প্রসঙ্গটা গেঁথে নিল রোজ, পিটের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। অস্টিনের কথা এরপর ভুলে গেল রোজ।

এদিকে ও-ডট আউটফিটের পরিস্থিতি কিন্তু এরকম সহজ স্বাভাবিক নয়।

বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল এড লাউরি আর জো ব্লিস, দুজনের চেহারাই ভার হয়ে আছে।

'আরও লোক দরকার আমাদের,' বলল লাউরি।

'যাচ্ছ কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ব্লিস। 'হতচ্ছাড়া রেইডারের দল

এমন বেহাল করেছে আমাদের, এখন মাত্র কয়েকজন লোক অবশিষ্ট আছে এখানে। ওফ্, যা অবস্থা এখন আমাদের, আজ রাতে গরু পাহারা দেয়ার জন্যে বোধ হয় মেয়েদের সাহায্য চাইতে হবে তোমাকে, এছাড়া আর কোন রাস্তা দেখছি না আমি!'

'জানি,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ফোরম্যান। 'আচ্ছা, হিগের আবার কি হলো? কমপক্ষে একঘণ্টা আগে শহর থেকে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর। এতক্ষণ করছেটা কি?'

'রসারকে বোধ হয় পায়নি,' বলল জো ব্লিস, 'খোঁজ-খবর নিচ্ছে হয়তো, ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে সেজন্যেই। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাউকে বোলো না যেন, বলতে পারো রসারের কাছে কি আশা করছে মলি?'

'আমি কি করে জানব!' জবাব দিল লাউরি। 'আমাকে সে বলেছে রসারকে জলদি করে খবর পাঠানোর জন্যে, তাই পাঠিয়েছি, ব্যস!'

'রসারও তো একটা মানুষই, নাকি? তোমার আমার মতই রক্তমাংসের মানুষ, তাই না? তাহলে একদল খুনে রেইডারের বিরুদ্ধে একা কি এমন রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে সে শুনি?'

বিরক্ত মনে হলো লাউরিকে।

'দেখো,' ধমকের সুরে ব্লিসকে বলল সে, 'এমন সব কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি যার জবাব আমার জানা নেই! এতই যখন বোঝো, এক কাজ করো না, সোজা র‍্যাঞ্চহাউসে চলে যাও, ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো রসারকে কি কারণে ডাকছে। ওরা হয়তো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে তোমাকে। আমার কাছে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি ওরা!'

হঠাৎ এসময় এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। কথা থামিয়ে সেদিকে তাকাল দুজন। দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো একজন

ঘোড়সওয়ার।

'হিগ ফিরে এল বোধ হয়,' বলল ব্লিস।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওর সঙ্গে রসারকে তো দেখা যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল লাউরি।

'একটু আগেই আমি বলছিলাম না, এখন হয়তো শহরের ধারেকাছেই নেই সে। মলির ডাকে দৌড়ে চলে আসার চেয়ে আরও অনেক জরুরী কাজ থাকতে পারে তার, বুঝতেই পারছ।'

ওদের শনাক্ত করতে পারল হিগ। ঘোড়া নিয়ে সোজা লাউরিদের কাছে চলে এল, রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল সে, তারপর আরাম করে বসল স্যাডলে।

'তারপর?' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই জানতে চাইল লাউরি।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল পাঞ্চার।

'শহরে গিয়ে রসারকে পাইনি আমি,' জানাল হিগ, 'বার-এম আউটফিটে নাকি গেছে সে। আমি ওর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আমি থাকতে থাকতে রসার ফেরেনি। বার-এম থেকে ফেরা মাত্রই যেন আমাদের এখানে চলে আসে ও, সে ব্যবস্থা করে এসেছি আমি। খবর পেয়ে যাবে রসার।'

গজগজ করল এড লাউরি।

'তুমিই গিয়ে কথাটা জানিয়ে এসো মলিকে,' হিগকে নির্দেশ দিল সে।

'ঠিক আছে,' বলল হিগ, ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিল চট করে, স্যাডলের ওপর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আবার। 'আরে, আসল কথা বলতেই তো ভুলে গেছি! কাল রাতেও আবার শহরে হাজির হয়েছিল রেইডাররা। কি বলব, ব্র্যাডলিকে একেবারে জন্মের শিক্ষা দিয়ে গেছে

ব্যাটারা, এখন পথে বসার অবস্থা তার, পুরো তিরিশ হাজার ডলার গায়েব করে দিয়েছে ব্যাংক থেকে!'

'হায় খোদা!' বলে উঠল ব্লিস।

'এ-ই সব নয়,' আবার বলল হিগ, 'মানে ব্যাংক ডাকাতি, আমাদের গরু ছিনতাই এসব ছাড়াও আরেকটা কাণ্ড করেছে রেইডাররা—দুর্দান্ত একটা হামলা চালিয়েছে বার-এম আউটফিটে। বুড়ো বিল ম্যাকডোনাল্ডের চারশোর মত গরু নিয়ে সটকে পড়েছে ওরা। ড্যানি ওয়েবের কাছে খবরটা শুনেছি আমি। হামলার সংবাদ নিয়ে শহরে এসেছিল সে। হামলার পর রাগে বুড়ো নাকি একেবারে বোম হয়ে গেছে।'

'উফ্, পাগল হয়ে যাব!' বিড়বিড় করে বলল জো ব্লিস, 'শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে ব্যাপারটা? শেষ হবে কবে?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলে—' বলতে গেল হিগ।

'তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে না!' ধমকের সুরে বলল লাউরি, 'তুমি এবার যাও। সোজা র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে মলিকে সব কিছু খুলে বলো। মেয়েটা তাহলে বুঝতে পারবে এখানে কেবল আমরাই আক্রান্ত হচ্ছি না!'

কিচেনের দরজায় গিয়ে টোকা দিল হিগ।

দরজা খুলল মেরি হ্যাংকে।

'কি ব্যাপার, হিগ?' পাঞ্চারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানতে চাইল সে।

মাথা থেকে টুপি নামাল হিগ।

'মিস মলিকে বলতে এসেছিলাম যে শহর থেকে ফিরে এসেছি আমি,' জবাব দিল সে। 'রসারকে পাইনি ওখানে। বার-এম আউটফিটে

হামলা হয়েছে নাকি, ওখানেই গেছে সে কোন সাহায্যে লাগতে পারে কিনা দেখতে।'

'ধন্যবাদ,' বলল মেরি, 'আমি বলব ওকে।'

ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল মেরির পেছনে, মলিকে দেখা গেল এবার।

'এক মিনিট, হিগ,' বলে উঠল মেয়েটা, 'রসার কোথায় আছে জানার পর ওখানে যাওনি কেন?'

একটু বিস্মিত দেখাল পাঞ্চারকে।

'মানে এতখানি পথ ভেঙে বার-এম আউটফিটে যাবার কথা বলছ তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'শহর থেকে বিশ মাইলেরও বেশি দূরে র‍্যাঞ্চটা। যাবার প্রয়োজন মনে করিনি আমি। তা ছাড়া এড লাউরি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে বলে দিয়েছিল।'

'এড লাউরি!' বিরক্তির সুরে পুনরাবৃত্তি করল মলি।

'শহরে খবর দিয়ে এসেছি আমি,' জানাল হিগ, 'রসার বার-এম থেকে ফিরলেই আমাদের র‍্যাঞ্চের পথ ধরবে আবার।'

হাসল মেরি।

'ধন্যবাদ, হিগ,' বলল সে, 'এবার যেতে পারো তুমি।'

'ইয়েস, ম্যাম,' বলল পাঞ্চার।

দরজা থেকে যেন পালিয়ে এল সে, ঘুরল ঝট করে, তারপর এক লাফে উঠে বসল স্যাডলে, তাগাদা দিল ঘোড়াটাকে। র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিল মেরি, তারপর কবাটের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল মলির দিকে।

'তোমার কি কখনও এমন মনে হয়নি, মলি,' শান্ত কণ্ঠে বলল

মহিলা, 'যে কাউকে দূরে ঠেলে দেয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো এমন একটা ভাব করা যেন তার ওপর তোমার মালিকানা আছে? কুকুর বা গরু যেভাবে পোষ মানানো হয় সেভাবে রসারকে কোনদিনই বশ করতে পারবে না তুমি। তেমন ধাতুতে গড়া নয় সে। কথাটা মনে রেখো, নইলে দেখবে রসার আবার—'

'ওহ্, মা, প্লীজ—'

কাঁধ ঝাকাল মেরি হ্যাংক।

'তোমার চাইতে অনেক ভাল করে চিনি আমি জন রসারকে,' আবার বলল মলি। 'সত্যি বলতে কি অন্য যে কারও চাইতে সম্ভবত আমিই বেশি বুঝি ওকে। ওর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও না কেন? ওকে কিভাবে সামলাতে হবে জানা আছে আমার!'

'তোমার যা মর্জি, মাই ডিয়ার!'

দরজা ছেড়ে সরে এল মেরি হ্যাংক। আস্তে করে ঘুরে দাড়াল মলি, মাকে অনুসরণ করল তার দৃষ্টি।

'বাবার সঙ্গে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছ তুমি,' বলল মলি। থমকে দাঁড়াল মেরি, কাঁধের ওপর দিয়ে আবার তাকাল মেয়ের দিকে। 'অথচ বাবাকে কোনদিন সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারোনি তুমি, চিনতে তো পারোইনি!'

'আচ্ছা!' শান্ত কণ্ঠে বলল মেরি, 'বেশ মজার ব্যাপার তো। তোমার কাছ থেকে শুনতে হচ্ছে আমাকে একথা!'

'মানে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল মলি।

'মানে অতি সহজ, মলি,' আবার বলল মেরি, 'তুমি এড ক্র্যান্ডলকে এমন চেনাই চিনেছিলে যে বেচারা মারা যাবার একটা উসিলা হাতের কাছে পাওয়ামাত্র আর দেরি করেনি, খুবই খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছে সে

সুযোগটা। ঘটনাটার কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?'

মলি জবাব দেয়ার আগেই আবার টোকা পড়ল দরজায়। আস্তে করে ঘুরল সে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে, কবাট খুলল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রোজ শেরম্যানকে।

'আরে,' বলল মলি, 'ব্যাপার কি?'

'ভেতরে আসব?'

'তোমার ইচ্ছা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজ। ঘরের ভেতরে পা রাখল সে, কবাট আটকে দিল পেছনে। মুহূর্তের জন্যে মলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। মলির চোখে ঠাণ্ডা শীতল দৃষ্টি দেখতে পেল; রাগ প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে। মলির ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল রোজ, মেরির ওপর স্থির হলো। 'গুড মর্নিং। তুমি মিসেস হ্যাংক?'

'হ্যাঁ,' একটু সামনে এসে জবাব দিল মেরি।

'আমি রোজ শেরম্যান,' বলল রোজ, 'তবে আমার বিয়ের আগের নাম রোজ লুকাস বললেই বোধ হয় আমাকে চিনতে সুবিধে হবে তোমার।'

'এখানে কেন এসেছ জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মলি।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রোজ, আবার তাকাল মলির দিকে। তারপর মেরির দিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'আমার নাম লুকাস ছিল শোনামাত্র আতঙ্কিত কণ্ঠে *ওহ্!* বলে চেঁচিয়ে উঠলে না যে তুমি?'

হাসল মেরি।

'আতঙ্কিত হতে হবে জানতাম না আমি,' বলল সে। 'প্লীজ, বসো, মিসেস শেরম্যান!'

'ধন্যবাদ, বসব না আমি।'

'তুমি আর তোমার স্বামী আমাদের পাশের র‍্যাঞ্চটার মালিক, নাকি?' জিজ্ঞেস করল মেরি।

'উঁহুঁ, আমি আর আমার ভাই,' সহজ কণ্ঠে শুধরে দিল রোজ। 'আমার স্বামী নেই, বেশ কয়েক বছর আগেই ও মারা গেছে!'

'ওহ্, আমি দুঃখিত,' চট করে বলল মেরি।

মলির দিকে ফিরল আবার রোজ।

'দয়া করে একটু বলবে তোমার বাবা আমাদের ঠিক কোন কারণে অপছন্দ করত?' জানতে চাইল সে।

পুরোপুরি বিভ্রান্ত দেখাল মেরিকে।

'এমন অদ্ভুত একটা ধারণা কার কাছে পেলে তুমি?' জানতে চাইল সে।

'তোমার মেয়ের কাছে,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল রোজ। 'গতকাল শহরে আমাদের পরিচয় হবার সময়।'

আবার বিস্মিত দেখাল মেরি হ্যাংককে।

'কই, আমি জানি না তো ব্যাপারটা!' বলল সে।

'দোহাই লাগে, মা,' বলল মলি, কণ্ঠে পরিষ্কার বিরক্তির সুর ফুটে উঠল। 'এতে অবাক হবার কিছু নেই। ওর সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা এমন আহামরি কিছু নয় যে ঘটা করে তোমাকে জানাতে হবে। তাছাড়া, কথাটা আমার মনেও ছিল না!'

'মলি!' ধমকের সুরে বলল মেরি।

'কথা বলার চমৎকার কায়দা জানো তুমি, নাকি?' ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল রোজের কণ্ঠে।

লাল হয়ে গেল মলির চেহারা।

'তুমি এবার বিদায় হলেই খুশি হব আমরা!' রাগত স্বরে রোজকে বলল সে।

'তোমার বাবা আসলে আমাদের সম্পর্কে কোনদিনই কিছু বলেনি তোমাকে, তাই না?' ওকে খোঁচা দিল রোজ, 'আমার বিশ্বাস হয় না। আমার ধারণা বানোয়াট কথা বলেছ তুমি। সম্ভবত আমাকে মিস্টার রুসারের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় দেখে হিংসা জেগেছিল তোমার মনে। ঈর্ষায় কাতর হয়ে আচমকা বানিয়ে কথাটা বলে বসেছ তুমি, ঠিক বলছি না?'

'ঈর্ষা? তোমাকে ঈর্ষা হবে আমার, হাহ্!' পুনরাবৃত্তি করল মলি, শব্দ করে হেসে উঠল। 'নিজেকে দারুণ সুন্দরী মনে হয় তোমার, অ্যাঁ? আমার বাবা তোমাদের সম্পর্কে কি বলেছিল জানার এতই যখন কৌতূহল, এত জোর করছ যখন, তাহলে বলছি শোনো—বাবা আগাগোড়া সন্দেহ করে এসেছে তোমরা দুভাই বোন আসলে ছিঁচকে গরু চোর। কারণ সবার মত বাবারও অজানা ছিল না তোমরা যে জায়গায় থাকছ সেখানে একটা পাখির পক্ষেও টিকে থাকা কঠিন। পুরো জায়গাটা বলতে গেলে বিরান, পানির কোন অস্তিত্বই নেই—তোমরা ওখানে থাকার অনুমতি পেয়েছ তার কারণ আর কিছু না ওখানে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে চায় না আর কেউ। এবার সন্তুষ্ট, মিসেস শেরম্যান? তুমি জানতে চাইছিলে জানিয়ে দিলাম, ব্যস! এবার দয়া করে বিদেয় হও!'

পলকে এগিয়ে এল রোজের হাত, মলির গালে লাগল সজোরে। হতবাক হয়ে গেল মলি। ছুটে ওদের মাঝখানে চলে এল মেরি হ্যাংক, ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল মলিকে।

'তোমাকে বিদায় নিতে বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না আমি,' রোজকে বলল মেরি, 'আমি খুবই দুঃখিত। দয়া করে এবার যাও

তুমি, মিসেস শেরম্যান!'

জুতোর গোড়ালির ওপর পাক খেয়ে ঘুরল রোজ, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, দড়াম করে আটকে দিল দরজাটা।

বাকবোর্ড ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠছে রোজ, এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেল, ঘোড়া নিয়ে ওর কাছে চলে এল জন রসার। মৃদু হেসে টুপির কিনারা স্পর্শ করল।

'মর্নিং,' বলল সে। বাকবোর্ডের পাশে নিয়ে এল নিজের ঘোড়া। রোজের দিকে তাকাল। 'আরে, কি ব্যাপার, চোখে পানি কেন? হয়েছে কি?'

'প্লীজ!' আবেদনের সুর ঝরে পড়ল রোজের কণ্ঠে। 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছ তুমি!'

কিছুই বুঝতে পারল না রসার, তার নিজের ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে এল। গড়িয়ে গড়িয়ে সামনের দিকে চলে গেল বাকবোর্ড। খানিকক্ষণ ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার। অবশেষে রাস্তার একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। এবার ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল রসার, ও-ডট-এর কোরালের দিকে এগোতে শুরু করল অ্যাগি।

বাংকহাউস আর কোরালের পাশ দিয়ে যাবার সময় এড লাউরি আর জো ব্লিসের উদ্দেশে হাত নাড়ল রসার। বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছিল হিগ, তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল একবার। র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এসে স্যাডল থেকে নামল রসার। দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলল মেরি।

'মর্নিং,' বলল রসার।

'ভেতরে এসো, জন,' বলল মেরি।

মাথার টুপি খুলে ভেতরে ঢুকল রসার। ঘুরে দাঁড়াল, মেরি দরজা

আটকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মহিলার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে অপ্রীতিকর একটা কিছু ঘটে গেছে এ বাড়িতে এবং এখানে রোজের আগমনের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক না থেকে পারে না। সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

'শুনলাম কাল রাতেও নাকি তোমাদের আরও কিছু গরু খোয়া গেছে,' শুরু করল রসার, 'এছাড়া আর কি ঘটেছে এখানে? মানে একটু আগের কথা বলছি। তোমার চেহারা আর এখানে আসার পথে রোজ শেরম্যানের চোখে পানি দেখার পর আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন—'

'মলির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে মহিলার,' ব্যাখ্যা করল মেরি।

বিস্ময়ে কুঞ্চিত হলো রসারের ভুরু জোড়া।

'কেন?' জানতে চাইল ও, 'মাত্র গতকালই ওদের পরিচয় হয়েছে, তাছাড়া খুব বেশি সময় একসঙ্গে ছিলও না ওরা, কয়েক মিনিট হবে বড়-জোর। তারপর দ্বিতীয় সাক্ষাতেই ঝগড়া বেধে গেল? একে তো মারাত্মক ব্যাপার বলতে হয়! একটু খুলে বলবে আমাকে?'

'জানি,' একটু যেন ক্লান্তির সুর ফুটে উঠল মেরি হ্যাংকের কণ্ঠে, 'কথাটা বলতে খারাপ লাগছে আমার, তবু না বলে পারছি না, দোষটা আসলে পুরোপুরি মলির।'

'আরে দূর,' বলল রসার, 'মলিকে খুব ভাল করে চিনি আমি, ও এমন কিছু করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। গায়ে পড়ে ঝগড়া করা কি চুলোচুলি করার মেয়ে ও নয়। তবু পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো।'

'ঠিক আছে,' বলল মেরি হ্যাংক, 'স্টিভও পরোক্ষভাবে জড়িত ঘটনাটার সঙ্গে; জানি তোমাকে নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই কত ভাল মানুষ ছিল স্টিভ, সবাই জানে সেটা। তবে মাঝে মাঝে যখন ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত তাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলত ও তখন। মলিও

ওর বাবার এই খারাপ গুণটা পেয়েছে। মানে, মাঝে মাঝে সে-ও করে এমন। যাহোক, যখনই আমাদের কোন গরু খোয়া যেত স্টিভ সোজাসুজি ঘোষণা করে দিত লুকাসরাই দায়ী এজন্যে—আর কেউ না। এ ব্যাপারে ওকে কখনও দ্বিধা করতে দেখিনি আমি।'

'মানুষের মত গরুও অনেক সময় পালিয়ে যায়,' মন্তব্য করল রসার, 'সব ক্যাটলম্যানই জানে কথাটা।'

'স্টিভও জানত,' বলল মেরি, 'কিন্তু সব সময় স্বীকার করতে চাইত না। আমি আর মলি বহুবার ওর মুখে লুকাস আউটফিটের বদনাম শুনেছি, আমি ওর কথায় পাত্তা দিইনি কখনও। কিন্তু মলির মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আমার মনে হয় পরিচয়ের সময় শেরম্যান মহিলাকে হয়তো কোন কারণে ভাল লাগেনি মলির, তখন এমন কোন কথা বলে বসেছিল যেটা ভদ্রজনোচিত হয়নি; মিসেস শেরম্যান, মহিলাকে সুন্দরী আর সাহসী বলতে হবে, তাই ব্যাখ্যা জানার জন্যে হাজির হয়েছিল এখানে, সরাসরি মলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল সে। মলিও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি স্টিভ যা বলত সে কথাই বলে দিয়েছে ওর মুখের ওপর।'

'ও, আচ্ছা,' চিন্তিত স্বরে বলল রসার। 'শোনো, আমি লুকাসদের ওখানে যাচ্ছি এখন। মলিকে বোলো, শিগগিরই ফিরে আসব আবার।'

'অবশ্যই!'

দরজা পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করল মেরি, রসার বেরিয়ে গেলে কবাট আটকে দিল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। মলির কামরার দরজা আটকানো। নক করল না মেরি, নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বিছানায় মলির পাশে গিয়ে বসল আস্তে করে।

'জন এসেছিল এইমাত্র,' মৃদু স্বরে বলল সে, 'এখন লুকাস

আউটফিটে গেছে ও, পরে আবার আসবে বলে গেছে আমাকে।'

'আমার জন্যে ওকে আর না এলেও চলবে!'

'তুমি ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছ, মলি,' বলল মেরি, 'এবং খুবই দৃষ্টি-কটু ভাবে তার প্রকাশ ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে রুসার যদি ইতিমধ্যে শেরম্যান মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট নাও হয়ে থাকে অচিরেই ওর দিকে হেলে পড়বে সে এবং সেজন্যে তুমিই দায়ী থাকবে পুরোপুরি।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না!'

'ঠিক আছে,' বলল মেরি, উঠে দাঁড়াল। 'তবু আমার মনে হয় মুখ ধুয়ে মাথার চুল আঁচড়ে নেয়া উচিত তোমার যাতে খানিকটা হলেও সুস্থ দেখায় তোমাকে।'

জবাব দিল না মলি। এনিয়ে জোরাজুরি করতে গেল না মেরি। বেরিয়ে এল কামরা থেকে তবে সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামল না। মলির কামরার দরজার কী-হোল-এ কান পেতে শোনার প্রয়াস পেল। বিছানা নড়ে ওঠার শব্দ হলো, মলির পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল তারপর; মেরি বুঝতে পারল মেয়েটারও আসলে *'আসে যায়'* এবং নিজেকে *'সুস্থ'* দেখানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে এখন।

চকচকে কালো মাইক ওয়ারনার মই বেয়ে খড়ের গাদা থেকে নিচে নেমে এল, কেন বলতে পারবে না ভাল ঘুম হয়নি তার, ঘন্টা খানেকেরও বেশি সময় খামোকা এপাশ ওপাশ করছিল এতক্ষণ, শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। পরে কোন এক সময় ঘুমের ঘাটতিটা পুষিয়ে নেয়া যাবে, ভাবল সে আপনমনে। খোলা দরজামুখে এসে দাঁড়াল ওয়ারনার, আড়মোড়া ভাঙল। ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল কাছে। তাকে জরিপ করল

ওয়ারনার, আরও কাছে আসার পর চিনতে পারল আগন্তুককে, ডানহাতটা পলকে এগিয়ে গেল পিস্তলের দিকে, বাঁট জাপ্টে ধরল। রসার বার্নের কাছে আসতেই ফাঁকায় বেরিয়ে এল মাইক ওয়ারনার।

'দাঁড়াও!' গলা চড়িয়ে বলল সে।

গতি কমাল রসার।

'এখানে কি কেউ দাওয়াত করে এনেছে তোমাকে, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল ওয়ারনার।

থামল রসার।

'কিসের দাওয়াত?' জানতে চাইল।

'যেখানে কোন প্রয়োজন নেই সেখানে এসে বেহুদা নোংরা নাক গলানোর!' বলল মাইক ওয়ারনার। 'যাও, এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে রাস্তা মাপো, পার্টনার!'

পাক খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল রসার।

'মিসেস শেরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি,' বলল ও, 'ওকে একটু ডাকো।'

'না,' বলল ওয়ারনার, 'আমাকে ও বলে দিয়েছে আগামী একমাস কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।'

আগেই র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে হাঁটা শুরু করেছে রসার। ওর দিকে তেড়ে এল ওয়ারনার। বাহু জাপ্টে ধরল, ঝাঁকি মেরে থামাল ওকে। তার পিস্তলের মায্‌ল চেপে বসল রসারের পেটের ওপর।

'তুমি মনে হচ্ছে আমার মুখের কথা বুঝতে পারছ না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ওয়ারনার, পিস্তলের গুঁতো দিল সে রসারকে। 'তোমার ওপর মেরামতি কাজ শুরু করার আগেই রাস্তা মাপতে শুরু করে দাও, চাঁদ!'

'বেশ,' শান্ত কণ্ঠে বলল রসার, পরক্ষণে কাঁধের ওপর থেকে ঝাঁকি

মেরে সরিয়ে দিল ওয়ারনারের হাতটা। পাঁই করে ঘুরল ও সঙ্গে সঙ্গে, হিংস্র ভঙ্গিতে একটা ঘুসি চালাল। মাইকের অরক্ষিত চোয়ালের সঙ্গে ওর হাতের সংঘর্ষের বিশ্রী একটা শব্দ হলো। অস্ত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল মাইক ওয়ারনারের। প্রায় একই সময়ে মাটি স্পর্শ করল তারা। ঘুরে আবার হাঁটা দিল রসার। একটা দরজা খোলার আওয়াজ এল ওর কানে, চোখ তুলে তাকাল ও: রাস্তার ওমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে রোজ শেরম্যান। রসারের দিকে তাকাল মেয়েটা, লাল হয়ে উঠল ওর চেহারা, আচমকা থমকে দাঁড়াল সে।

'জানি না আমার সঙ্গে কথা বলার কোন ইচ্ছা আদৌ আছে কিনা তোমার,' ওকে বলল রসার, 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা করাটা জরুরী ছিল আমার জন্যে!'

রসারের পেছনে ছুটন্ত বুটের আওয়াজ শোনা গেল, দৌড়ে আসছে কেউ। ওর পেছনে চলে গেল রোজের আতঙ্কিত দৃষ্টি।

পলকে ঘুরে দাঁড়াল রসার। মাইকের তুলে ধরা হাতে একটা ধারাল ছুরি ঝিলিক মারছে। রসারের ওপর হামলে পড়ল সে। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো ও। একসঙ্গে মাটিতে আছাড় খেল দুজন। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল নিমেষে। মাইকের হাত থেকে ছুরি পড়ে গেছে। অন্ধের মত দুপক্ষই হাত পা চালাচ্ছে। বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কে দিশাহারা রোজ চেঁচিয়ে উঠল, পিছিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। ধাক্কা দিয়ে গায়ের ওপর থেকে মাইককে সরিয়ে দিল জন রসার। তারপরই, একই সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওরা, দাঁড়ানোর সময় চট করে আবার ছুরিটা তুলে নিয়েছে ওয়ারনার। রসারের দিকে আবার তেড়ে এল সে ছুরি বাগিয়ে। তৈরি ছিল ও, ইস্পাত কঠিন হাতে ওয়ারনারের ছুরি-ধরা-হাতটা চট করে ধরে ফেলল, অন্যহাতে পটাপট

কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার মুখের ওপর। একেবারে থেঁতলে গেল তার চেহারা। আচমকা শরীরটা ঘোরাল রসার। শূন্যে উঠে গেল মাইকের দেহ, পরক্ষণে রসারের কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রায় দশ-বার ফুট দূরে দড়াম করে পড়ল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল মাইক ওয়ারনার, চোখের পলকে তার কাছে চলে এল রসার। আক্রমণ শানাল আবার। এবং ফের মাটি স্পর্শ করল লোকটা। একটা গড়ান দিয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে আবার, প্রাণপণ চেষ্টায়। কাঁপছে তার পাজোড়া, তবু দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে স্থির রাখল নিজেকে। রসারের দিকে তাকাল এক নজর, তারপর কাছেই পড়ে থাকা ছুরিটার দিকে নজর দিল। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে লোকটার চেহারা, দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে দুঠোঁট। টলমল পা ফেলে আবার সামনে এগিয়ে এল সে। তার মোকাবিলা করল রসার, দুহাতের আঘাতে ভর্তা করে দিল ওয়ারনারের চেহারা, শরীরের ওপরও গোটা কতক প্রচণ্ড আঘাত হানল। মাইক ওয়ারনারের মারপিটের উৎসাহে ভাটা পড়ছে; তাকে দুহাতে ধরল রসার, সোজা করে দাঁড় করাল, তারপর চারপাশে চরকির মত একপাক ঘুরিয়ে ঠেলে দিল একপাশে। সোজা গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল ওয়ারনার। আবার তার ওপর চড়াও হলো রসার। আরও অন্তত গোটা ছয়েক ঘুসি চালাল। মাইক ওয়ারনার টলছে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ওয়ারনার, মুখ থুবড়ে পড়ল, আর নড়ল না। জ্ঞান হারিয়েছে।

রোজের দিকে তাকাল রসার। ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, আবার ওর দিকে ফিরল; রসার লক্ষ্য করল মড়ার মত শাদা হয়ে গেছে তার চেহারা। ওর দিকে হাত বাড়াল রসার, কিন্তু ওকে পেছনে ফেলে

সামনে এগিয়ে গেল মেয়েটা। দেয়াল ঘেঁষে তাকে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে যেতে দেখল রুসার। টেনে প্যান্টটা ওপরে তুলল ও, দ্রুত ফিরে এল অ্যাগির কাছে, স্যাডলে উঠে ঘুরিয়ে নিল ওকে, ফিরতি পথ ধরল এবার। বাংকহাউসের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে যাবার সময় অনেকগুলো মানুষের দৃষ্টি লেপ্টে রইল ওর ওপর, কিন্তু খেয়ালই করল না রুসার। রাস্তায় উঠে আসার আগে আর কারও সঙ্গে দেখা হলো না ওর, তারপর পিট লুকাস ওর সামনে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তাকাল তার দিকে। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হলেও কোন কথা হলো না। ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে গেল লুকাস, রুসারের পথ ছেড়ে দিল; রুসার দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল সে ওর গমনপথের দিকে।

চার

রাতের কালো অন্ধকারের মতই গাঢ় দুসারি ঘোড়সওয়ারের অবয়ব, জনমানবহীন সীমান্ত ধরে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে দলটা। জন রুসার, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ওকে—অনেকক্ষণ হলো চুপ করে আছে—নেতৃত্ব দিচ্ছে এক সারির; অন্য সারিটার নেতৃত্বে রয়েছে বুড়ো গোঁয়ার র‍্যাঞ্চার বিল ম্যাকডোনাল্ড। ওদের দুজনের পেছনে সব মিলিয়ে বারজন রাইডার রয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন বার-এম আউটফিটের

বাছাই করা টপ-হ্যান্ড আর অন্য ছয়জন ফ্র্যাংক কনেলের সার্কল-সি র‍্যাঞ্চ থেকে এসেছে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। ম্যাকডোনাল্ড ধার করেছে ওদের। ম্যাকডোনাল্ডের এই ইউনিট গড়ে তোলার সংবাদ অন্যান্য র‍্যাঞ্চারকে জানানো না হলেও কিভাবে যেন খবর পেয়ে গিয়েছিল অনেকেই, কিন্তু লোকের যোগান দিয়ে খুদে বাহিনীটাকে আরও শক্তিশালী করার বদলে নিজেরাই যোগ দেয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছে তারা, ওদের কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে বুড়ো র‍্যাঞ্চারের। এখনও কথাটা ভুলতে পারছে না সে।

'নিকুচি করি সব কটার!' বলে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। ঠিক এই কথাটাই কমসেকম আরও দশ থেকে বার বার উচ্চারণ করেছে সে এর আগেও। 'যখন সবাই মিলে বিপদ মোকাবিলার সুযোগ এসেছিল সেটাকে হেলায় পায়ে ঠেলেছে ওরা, সহজ একটা কথা মাথায় ঢোকানো যায়নি কারও! এবারও, কয়েকজনের র‍্যাঞ্চে সত্যি সত্যি ভয়াবহ কয়েকটা হামলার ঘটনার পরেও টনক নড়েনি, লোক দিতে রাজি হয়নি কেউ। বরং ভালমানুষি প্রমাণ করার জন্যে নিজেরা হাজির হবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। বুদ্ধি আর কাকে বলে! যাক গে, এখন আর কোন দরকার নেই আমাদের। এই মুহূর্তে একটা জিনিসই চাই আমি: হতচ্ছাড়া রেইডারের বাচ্চারা আজ আসুক আবার, গরু চুরি করতে গিয়ে আমাদের সামনে পড়ুক, ব্যস, ব্যাটাদের আচ্ছাসে একটা প্যাদানী যদি দিতে পারি, আর কিছু লাগবে না। গরু ফিরে না পেলেও দুঃখ থাকবে না কোন! বিনিময়টা সমান হবে না যদিও, তবু, সত্যি বলছি, সন্তুষ্ট থাকব আমি!'

কোন মন্তব্য করল না জন রুসার। আড়চোখে কয়েক মুহূর্ত ওকে জরিপ করল বিল ম্যাকডোনাল্ড, কুঁচকে উঠল ভুরুজোড়া। ঘোড়া নিয়ে

রসারের কাছাকাছি চলে এল সে আরও ভাল করে ওর চেহারা দেখার জন্যে।

'কি হয়েছে আজ তোমার?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার, 'গত এক ঘণ্টায় একটা কথাও বের হতে দেখলাম না তোমার মুখ থেকে! কি ব্যাপার?'

'আহ্, বিল, আমার কথা ভাবতে হবে না তোমার,' বলল রসার।

'ঠিক আছে, না-ই ভাবলাম,' পাল্টা জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড, 'কিন্তু কি জন্যে হঠাৎ মুখে ছিপি এঁটেছ তা বলবে তো! চোয়ালের ওই বিশ্রী ক্ষতটাই বা জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম!'

'আচ্ছা, বটে! তা লোকটা কে ছিল? তুমি পড়ে যাবার পর কি রকম অবস্থা হয়েছিল বেচারার?'

'কি জানি, দেখতে যাইনি আমি!'

অবজ্ঞাসূচক একটা আওয়াজ করল বিল ম্যাকডোনাল্ড, তবে কথা বাড়াল না আর। কৌতূহল দমন করল। রসার নিজ থেকে যদি কথা বলতে না চায় তাহলে আর জোরাজুরি চলে না। পাশাপাশি নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝে মাঝে হঠাৎ কেউ একজন হয়তো পেছনে তাকাচ্ছে কিংবা নজর বোলাচ্ছে আকাশের দিকে। কারও মুখে কোন আওয়াজ নেই।

'আচ্ছা, এখন কটা বাজে বলতে পারো?' অবশেষে জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'অ্যাঁ—এই ধরো সাড়ে এগার,' বলল রসার, 'বেশি হলে বারটা!'

'যা হওয়ার হয়ে গেলেই বাঁচি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'এভাবে খামোকা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে আর ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে আমাদের যাবার মত কোন জায়গা নেই, কিছু করার নেই—যেন একদল অকম্মার

ধাড়ি!'

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'ইচ্ছা করলে স্যাডল থেকে নেমে হাত পায়ের খিল ছাড়িয়ে নিতে পারো।'

'নাহ্,' সংক্ষেপে জবাব দিল ম্যাকডোনাল্ড।

'ঠিক আছে, তবে থামার ইচ্ছা হলেই বলো,' বলল রসার।

হঠাৎ এই সময় ওদের পেছনে একটা চীৎকার শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামাল ওরা, স্যাডলের ওপর ঘুরে তাকাল পেছনে। উত্তর দিকে, আকাশে উজ্জ্বল একটা আভা দেখা গেল। আগুন!

'ওই দেখো!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আবার হাজির হয়েছে শয়তানের বাচ্চারা!'

'কনেল-পাঞ্চার!' ডাক দিল রসার, 'আমার সঙ্গে এসো তোমরা!'

ম্যাকডোনাল্ডের পাশ থেকে ঘোড়া নিয়ে সরে এল রসার। ওর দিকে এগিয়ে এল ফ্র্যাংক কনেলের ছয়জন পাঞ্চার, লাইন ধরে দাঁড়াল।

মেয়ারের পেটে স্পার দাবাল রসার, ছিটকে সামনে ছুটল অ্যাগি। ওকে অনুসরণ করল কনেল-পাঞ্চাররা।

'রাইফেলের কথা এখন না ভাবলেও চলবে!' স্যাডলে উবু হয়ে গেছে রসার, কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'সময় হলে কাজে লাগানো যাবে!'

মাঠের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ওদের উড়িয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। ম্যাকডোনাল্ডদের অবস্থান থেকে আনুমানিক দেড়-দুমাইল দূরে আসার পর গতি কমিয়ে আনল ওরা।

'ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে রাইডারদের বলল রসার, 'ছড়িয়ে পড়ো তোমরা। একজন আরেকজন থেকে অন্তত পঞ্চাশ ফুট দূরে সরে যাও।'

আবার ঘোড়া চালাল পাঞ্চাররা, সরতে শুরু করল আদেশ

মোতাবেক।

'তৈরি তো সবাই?' খানিক বাদে আবার গলা চড়িয়ে জানতে চাইল রুসার।

'হ্যাঁ, তৈরি,' সাড়া দিল প্রথমে সবচেয়ে দূরের পাঞ্চার, তার জবাব মুখে তুলে নিল আরেকজন, চলতে থাকল এভাবে; কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রুসারের নিকটতম পাঞ্চারও পুনরাবৃত্তি করল জবাবটার। রুসারকে বলল আর দেরি করা ঠিক হবে না।

'এগোতে শুরু করো তাহলে!' আবার জোর গলায় নির্দেশ দিল রুসার।

এক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল পাঞ্চাররা, প্রত্যেকেই ঘনঘন তার দুপাশের রাইডারের দিকে তাকাচ্ছিল যাতে ছোটার সময় তাল মেলাতে অসুবিধা না হয়। নির্দেশ পাওয়ামাত্র একসঙ্গে ছুটতে শুরু করল ওরা। সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। জায়গাটা ক্রমশ ঢালু হয়ে ওপর দিকে চলে গেছে, টেক্সাস সীমান্তের ভেতরেই পড়েছে এলাকাটা। একশো গজের মত এগোল ওরা, দুশো গজ, তারপর আচমকা গুলির আওয়াজ ধাক্কা দিল কানের পর্দায়। গুমগুম একটা আওয়াজ শুনে ওরা বুঝতে পারল এগিয়ে আসছে একপাল গরু। গুলির আওয়াজ বাড়ল আরও, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল রাতের হিমেল হাওয়া। আপনাআপনি বিপদ টের পেয়ে গেল যেন ঘোড়াগুলো, চেঁচামেচি জুড়ে দিল তারা: নাক সিঁটকাচ্ছে, আকাশের দিকে সামনের দুপা তুলে লাফিয়ে উঠছে; ছোটার জন্যে ব্যাকুল হয়ে গেছে। রুসারের চীৎকার শুনতে পেল পাঞ্চাররা, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ঝট করে সামনে এগিয়ে গেল ও। ওর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে পাঞ্চাররাও সামনে বাড়ল। তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাতে লাগল ওরা। অচিরেই সমতল

জায়গায় পৌঁছে গেল ঘোড়সওয়ারের দলটা। ঠিক এই সময় পলায়নপর হানাদারদের দ্রুত গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। চোখের পলকে শুরু হয়ে গেল বন্দুকের বিরামহীন গুলিবর্ষণ। প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড় হলো! চারপাশে কুয়াশার মত ভারি বারুদের ধোঁয়া ভেসে বেড়াতে লাগল।

ধাবমান পাঞ্চারদের অবরোধ ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে গেল এক রেইডার। সম্ভাব্য পিছু ধাওয়াকারীকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে সবেগে ঘোড়া হাঁকাল সে, বিশাল শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে বিশালদেহী এক লোক। কিন্তু তাতে হতদ্যোম হলো না পেছনের পাঞ্চার। বিশ ফুটেরও কম দূর থেকে লোকটার ওপর নিজের অস্ত্র খালি করল সে। বুলেটের আঘাতে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেল রেইডার, সটান মাটিতে আছড়ে পড়ল। তার পেছনে আর সময় নষ্ট করল না পাঞ্চার, স্যাৎ করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আবার মূল দলের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে এগোল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো ওদের রেইডারদের সঙ্গে। মুখের ওপরই যেন গর্জে উঠছে একেকটা বন্দুক। লড়াইটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হলো না। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ আবার শেষ হয়ে গেল। চোরাই গরু ফেলেই পালাচ্ছিল রেইডাররা, সবাইকে খতম করতে পেরেছে পাঞ্চাররা। একজনও রেহাই পায়নি। যুদ্ধ জয়ের উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে পাঞ্চারের দল, আরও শিকার মেলে কিনা খোঁজ করছে, ঘুরঘুর করছে এদিক-ওদিক। কিছুক্ষণ পর আবার রসারের কাছে জমায়েত হলো ওরা।

'এবার কি করব আমরা?' অধৈর্য কণ্ঠে রসারকে জিজ্ঞেস করল একজন।

'ওদের ফেলে যাওয়া গরুগুলো সামনে কোথাও আছে নিশ্চয়ই,'

বলল রসার, 'আগের মত ঘোড়া নিয়ে লাইন বাঁধো আবার তোমরা, দেখা যাক ওগুলো ফিরতি পথ ধরানো যায় কিনা। চেষ্টা করে দেখব আমরা।'

কিন্তু এই সময় আবার আরও কয়েকজন অশ্বারোহী এগিয়ে এল ওদের কাছে। রেইডারদের সঙ্গে লড়াইতে জিতে খুশিতে নাচছে এরাও। ফ্র্যাংক কনেলকে দেখা গেল ঘোড়সওয়ারদের মাঝে। ঘোড়া নিয়ে রসারের পাশে চলে এল সে, সহজ হয়ে স্যাডলে বসল।

'রক্তলোভী খুনে বুড়োটা কই?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে,' বলল রসার, 'নির্ঘাত আবার রেগে আগুন হয়ে যাবে বুড়ো, কারণ আমরা রেইডারদের ওপর একচোট নিয়েছি, কিন্তু সে কোন সুযোগ পায়নি!'

'ঠিক বলেছ!'

'রেইডিং পার্টিটা তেমন শক্তিশালী ছিল না, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'আমার তো ধারণা ওই দলে পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক ছিল না!'

'সবকটাকেই তোমরা কতল করতে পেরেছ?'

'চোখে যাকে পড়েছে তাকেই শেষ করেছি,' জবাব দিল রসার।

এবার আরও একদল ঘোড়সওয়ার হাজির হলো অকুস্থলে।

'দলবল নিয়ে এসেছে বুড়ো বিল,' বলল রসার, 'ওহ্, ওই যে, এগিয়ে আসছে গোঁয়ারটা!'

ঘোড়ার খুরে খটখট শব্দ তুলে এগিয়ে এল বিল ম্যাকডোনাল্ড।

'কিছু নিয়ে যায়নি তো ওরা, ফ্র্যাংক?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নাহ্,' জবাব দিল কনেল, তারপর হেসে উঠল শব্দ করে। 'তবে আমরা নিয়েছি আজ—ওদের জান। রসার আমার পাঞ্চারদের সঙ্গে নিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছে এক হাত। প্রত্যেকটা রেইডারকে শেষ করেছে!'

বিরক্তির সঙ্গে নাক সিঁটকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ, তা তো করবেই!' গজগজ করে উঠল সে, 'দুনিয়ার সব মজা লোটার কপাল ওদেরকেই দিয়েছে ওপরঅলা!'

'তুমি তোমার পাঞ্চারদের গরু নিয়ে বাড়ির পথ ধরতে বলো,' কনেলকে বলল রসার। 'নাহলে, বুঝতেই পারছ, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে ওগুলো—গরুর যা স্বভাব!'

'আমাদের সঙ্গে ফিরছ না তুমি?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

'না। আরও কিছুক্ষণ ঘোড়ার পিঠে ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবছি আমি।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে সরে এল রসার, তারপর মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

'ওর আজ হলো কি?' জিজ্ঞেস করল কনেল, 'এই গভীর রাতে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। সারাদিন যথেষ্ট বেড়ানো হয়নি নাকি?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যাকডোনাল্ড। 'আজ একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে রসার। বোধ হয় অন্য কোন চিন্তা চলছে ওর মাথায়।'

'শুনলাম মলি নাকি আবার ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে,' মন্তব্য করল কনেল।

'ওর সঙ্গে রসারের বনবে না?'

'তা কি করে বলা যায়? মেয়েটা দেখতে চমৎকার, তাছাড়া, আমার বিশ্বাস ও-ডট আউটফিটের মালিকানা এখনও না পেয়ে থাকলেও শিগগিরই পেয়ে যাবে সে। একাধারে সুন্দরী আর পয়সাঅলা একটা মেয়ের প্রেমে পড়া খুবই স্বাভাবিক। গরীব কুৎসিত কোন মেয়ে হলে না

হয় কথা ছিল। বুঝতেই পারছ কি বলতে চাইছি আমি!'

'চলো, ফেরা যাক এবার!' কর্কশ স্বরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'বাড়ির লোকজন আমার চেহারা ভুলে যাবার আগেই ফিরতে চাই আমি!'

লুকাস আউটফিটের পাশ দিয়ে যাবার সময় রসার লক্ষ্য করল অন্ধকারে ডুবে আছে র‍্যাঞ্চটা। র‍্যাঞ্চহাউস বা ওটার আশপাশে আলোর কোন চিহ্ন নেই। বুঝতে বেগ পেতে হলো না, রেইডারদের হামলার আশঙ্কা করছে না এই র‍্যাঞ্চের মালিক। খোয়া যাবার মত দামী কিছু বোধ হয় নেই এদের, খেদিয়ে নেয়ার মত গরুও নেই হয়তো। হঠাৎ মৃদু স্বরে ডেকে উঠল অ্যাগি, ঝট করে লাগাম ধরে টান দিল রসার, চুপ থাকার নির্দেশ দিল ঘোড়াটাকে। এবার ঘোড়ার গতি কমাল রসার, রাস্তা থেকে সরিয়ে আনল ওটাকে, নেমে এল রাস্তার পাশে জন্মানো ঘাসে। এবার স্যাডলের ওপর ঘুরে বসে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল ও। রাস্তা থেকে ভেতর দিকে আনুমানিক একশো ফুটের মত দূরে ওটার অবস্থান। জমাট প্রায় অদৃশ্য বেঢপ কালো একটা কাঠামো যেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মাথা তুলে। এই মুহূর্তে বিশাল লাগছে দালানটাকে, এমনকি একটু যেন ভৌতিক আবহও সৃষ্টি হয়েছে ওটাকে ঘিরে; অথচ আজ সকালেই এখানে এসেছিল ও, এরকম কিছুই মনে হয়নি তখন। অবশ্য ওই সময় বাড়িটা মাত্র একনজর দেখার সুযোগ হয়েছিল ওর, তবু যতটা মনে করতে পারছে, ওটাকে কোনভাবেই বিশাল দালান বলা যায় না। আসলে রাতের অন্ধকার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাচ্ছে মাত্র, ভাবল রসার। মামুলি জিনিসও ভয়াবহ করে তোলে অন্ধকার, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা হয় তখন।

রোজের কথা ভাবল রসার, মনের পর্দায় ভেসে উঠল মেয়েটার

কমনীয় চেহারা। তারপরই মনে পড়ে গেল কালো লোকটার কথা, রোজের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চায়নি সে, বাধা দিয়েছে প্রাণপণ। কিছুক্ষণ তার কথাও ভাবল রসার। লুকাস আউটফিটে রহস্যময় একটা কিছু আছে, সন্দেহ নেই তাতে। পুরো র‍্যাঞ্চের বেলাতেই খাটে কথাটা। রোজ নিজেও যেন রহস্যময়ী এক নারী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অযথা কেন দেয়াল তুলতে যাবে কেউ। উন্মুক্ত মাঠ-ময়দানের দেশ এটা এবং এখানে কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, নানা প্রয়োজনে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু লুকাসরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। স্টিভ হ্যাংক অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আগাগোড়া ওদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে গেছে, অন্য কেউ হলেও ব্যত্যয় ঘটত না। সবার কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে যারা সবসময় তাদের সম্পর্কে মানুষের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। লুকানোর মত কিছু যদি নাই থাকবে তাহলে কেন—

ঘোড়ার খুরের শব্দ এল রসারের কানে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। লাগামে নাড়া দিল আবার, আগেই সতর্ক করল অ্যাগিকে যেন আওয়াজ না করে। আরও বাড়ল খুরের আওয়াজ, এদিকেই আসছে। একটু পরেই ছায়ামূর্তির মত একজন ঘোড়সওয়ার ওকে অতিক্রম করে চলে গেল। দ্রুত ঘোড়া হাঁকাচ্ছে সে। র‍্যাঞ্চের গেটের কাছে গিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে। ঝটপট স্যাডল থেকে নেমে ছেড়ে দিল ঘোড়াটা। এক মুহূর্ত পর আবার ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল রসার। ওটা বার্নে গেছে, অনুমান করল। অন্ধকারে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল ও, দরজাটা দেখা না গেলেও মোটামুটি নিশ্চিত হলো ওটা বার্নেরই দরজা। আবার সামনে এগোনোর কথা ভাবল রসার, পরক্ষণে মত পাল্টাল। গভীর রাতে ঘরে ফেরা লোকটা বার্নেই ঘুমোনোর

পরিকল্পনা করে থাকলে এগোনোর আগে তাকে ঘুমিয়ে পড়ার সময় দেয়া উচিত, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নইলে, বলা যায় না, অ্যাগির খুরের শব্দ কিংবা রাস্তার কোন নুড়ি পাথর গড়ানোর আওয়াজে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সেজন্যে সম্ভব হলে ধরা পড়ার আশঙ্কা এড়াতে চাইছে রসার। লুকাস আউটফিটের ওপর একবার নজর বোলানো দরকার মনে করেই এখানে এসেছে ও। ওর উপস্থিতিটা কেউ না জানতে পারলেই ভাল, কাজে কোন ঝামেলা হবে না। একের পর এক মিনিটগুলো গড়িয়ে যেতে লাগল, বলা বাহুল্য, কিছুই ঘটল না। নিথর পড়ে আছে র‍্যাঞ্চহাউসটা, নিস্পন্দ। অতঃপর, প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা শেষে অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার, এগোতে শুরু করল। লুকাস আউটফিট থেকে যথেষ্ট দূরে আসার পর ফের রাস্তায় উঠে এল ও। এবার চলার গতি বাড়িয়ে দিল অ্যাগি, রসারকে বাধা দিতে না দেখে আরও জোরে ছুটতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ পর ও-ডট র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসে আপনাআপনি গতি কমাল মেয়ারটা। কিন্তু রসার র‍্যাঞ্চে যাবার চেষ্টা করল না দেখে ধরে নিল অবশেষে আজ রাতের মত দৌড়নোর পালা শেষ, রাস্তা থেকে সরে যাবার আর সম্ভাবনা নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে খটখট খুরের শব্দ তুলে শহরে ঢুকল ওরা। অন্ধকার, নীরব চারদিক। লিভারি আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল রসার, স্যাডল থেকে নামল, তারপর ছায়াময় গলিপথ ধরে ঘোড়া সহ এগিয়ে গেল কামারশালার পেছনে ছোট বার্নটার দিকে। মেয়ারের পিঠ থেকে জিন খসাল ও, ঢুকিয়ে দিল একটা স্টলে। ওঅটরিং-ট্রাফে পানি রাখা আছে, ওটবীনটাও ভরা; পেছনে মৃদু একটা চাপড় খেল অ্যাগি, রাতের মত ঘোড়াটার কাছ থেকে বিদায় নিল রসার।

পরদিন সকালে আবার যখন হোটেলের বাইরে পা রাখল রসার নটা

বেজে গেছে তখন। রাস্তার মাঝামাঝি কোথাও থেকে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ ভেসে আসছে। এগিয়ে গিয়ে ব্যাংকে ঢুকল রসার। কাজ চলছে এখানেই, দেখতে পেল। নতুন একটা কাউন্টার বসানো হচ্ছে আগেরটার জায়গায়। লুই ব্র্যাডলিকে দেখতে পেল না ও, তবে ব্যাংকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়েসন রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছাসূচক মাথা দোলাল লোকটা।

'এক মিনিট, আসছি আমি,' গলা চড়িয়ে বলল ওয়েসন।

'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই,' জবাব দিল রসার।

এদিক ওদিক নজর চালাল ও। ব্র্যাডলির ডেস্কটা সোজা করে বসানো হয়েছে আবার তবে ওটার একটা পায়া উধাও হয়েছে, তার জায়গায় কয়েকটুকরো কাঠ পরপর সাজিয়ে অস্থায়ী পায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাত্র দুটো চেয়ার রসারের নজরে পড়ল। ভাঙা চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়েছে ব্যাংকের কর্মচারীরা।

একটু পর ওর কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েসন।

'আজকের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কি অবস্থা?' হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল সে।

'যেমন ছিল, কালকের মতই,' মৃদু হেসে জবাব দিল রসার। 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। আপত্তি নেই তো?'

'বিলকুল না। যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো!'

'লুকাস আউটফিটের সঙ্গে তোমাদের ব্যাংকের লেনদেন হয়?'

মাথা দোলাল ওয়েসন।

'তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, বুঝতেই পারছ। খুব বেশি টাকা নেই ওদের অ্যাকাউন্টে। অবশ্য অল্প পরিমাণে হলেও নিয়মিতভাবে টাকা জমা করে আসছে ওরা। এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে ঠিকই একদিন অবস্থা

ফিরে যাবে, ওদের গুণে চলতে হবে সবাইকে তখন। কারও কাছ থেকে ধার-কর্জ করে না ওরা, আবার কোন পাওনা মেটাতেও গড়িমসি করে না কখনও। আমাদের কাউন্টিতে এমন লোক আর আছে কিনা আমার জানা নেই।'

'অ্যাকাউন্টটা কার নামে?'

এক মিনিট ভাবল ওয়েসন।

'মিসেস শেরম্যান,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে, 'সে-ই তো র‍্যাঞ্চটার মালিক। ওর ভাই, আমার যদ্দূর ধারণা, স্রেফ বোনের ওখানে কাজ করে খায়। যদিও বেশির ভাগ লোকের বিশ্বাস র‍্যাঞ্চটা লুকাসের, অবশ্য এমনও হতে পারে ইচ্ছা করেই সে সবার মনে এমন ধারণা জন্মানোর সুযোগ করে দিয়েছে, কারণটাও না বোঝার মত কিছু নয়। যাই হোক, র‍্যাঞ্চটা আসলে মিসেস শেরম্যানের। আর কিছু জানতে চাও?'

'র‍্যাঞ্চটা কি ব্যাংকে মর্টগেজ রাখা?'

'হ্যাঁ, তবে ঋণের অঙ্কটা খুবই ছোট, মানে এখন অনেক কমে এসেছে। প্রতিমাসে নিয়মিত ধার শোধ করে দিচ্ছে ওরা। শিগগিরই দায়মুক্ত হয়ে যাবে ওদের র‍্যাঞ্চ।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল রসার।

'ওদের প্রশংসা করা উচিত,' আবার বলল ওয়েসন, 'আমি ভাবতেই পারিনি কখনও যে অমন একটা জায়গা থেকে কেউ ফায়দা আদায় করতে পারবে, অথচ ঠিকই পেরেছে ওরা। আমি অন্তত ওদের তারিফ না করে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে এক লক্ষ ধন্যবাদ,' বলল রসার।

'তোমার উপকারে আসতে পেরে আমি খুশি। বাই।'

'বাই।'

ব্যাংক থেকে বের হয়ে কার্ব-এ উঠতেই রাস্তা বরাবর কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দে একটা বাকবোর্ড এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সেদিকে তাকাল রসার। ওকে চিনতে পেরে আচমকা বাকবোর্ডটা দাঁড় করিয়ে ফেলল ওটার চালক।

'জন!'

মলির কণ্ঠস্বর, ঘুরে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে গেল রসার। মেয়েটাকে এর আগে আর কখনও এত আকর্ষণীয় মনে হয়নি ওর, গালে লালচে একটা আভা দেখা যাচ্ছে, দুচোখে যেন নতুন ঔজ্জ্বল্য ফিরে এসেছে আবার।

হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করল রসার, ঠেলে ওপরে তুলে দিল ওটা।

'মর্নিং,' বলল ও।

'তোমার সঙ্গে কথা বলে হয়তো নিজেকেই খাটো করছি আমি,' রাগত স্বরে বলল মলি। 'মাকে বলে এসেছিলে গতকালই আবার যাবে আমাদের ওখানে, যাওনি! তোমার হয়েছিল কি বলো তো!'

'গতকাল?' পুনরাবৃত্তি করল রসার, 'ওহ্-হো, আসলে অন্য একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম আমি, কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারিনি; আর কাজটা যখন শেষ হলো তখন বেশ রাত হয়ে গেছে; তারপর আবার বিল ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হলো। জানো, গত রাতে রেইডারদের একটা দলের মোকাবিলা করেছি আমরা সবাই মিলে।'

'আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,' মন্তব্য করল মলি, রসারের দিকে ঝুঁকে এল, হাত বাড়িয়ে ওর চোয়ালের ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করল। 'তা ফলাফল?'

'সব কটাকে খতম করে দিয়েছি!'

'দারুণ! আমার শুনতে ভুল না হয়ে থাকলে মা বোধ হয় আজ রাতে চকোলেট-লেয়ার-কেক বানানোর কথা বলেছিল সাপারের জন্যে।'

'আর বোলো না!'

'হ্যাঁ, সত্যি!' প্রশস্ত চালকের আসনে আবার সোজা হয়ে বসতে বসতে বলল মলি। 'খবরটা তোমাকে জানানো দরকার মনে করলাম, তাই বললাম; অবশ্য আমার ধারণা আজ রাতেও আবার অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়বে তুমি।'

'সাধারণত কোন সময়ে সাপারে বসো তোমরা?'

'তুমি কোন সময় খাও?'

বাচ্চা ছেলের মত হাসল রুসার।

'চকোলেট-লেয়ার-কেক কেউ কখনও খায় না, মলি, গেলে! সাড়ে ছটা শুনতে কেমন লাগছে তোমার?'

'চমৎকার! কেন?'

'কেন মানে?' প্রতিধ্বনি তুলল রুসার, 'কারণ ঠিক ওই সময় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হব আমি।'

'ও!' বলল মলি।

'দাওয়াত করেছ বলে ধন্যবাদ!'

মুচকি হাসল মলি, ব্রেক ঢিল করে দিল ও, গড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল বাকবোর্ড। রাস্তা ধরে আবার এগোল রুসার। দুহাত ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছিল একটা মেয়ে, আরেকটু হলেই টক্কর লেগে যেত তার সঙ্গে, কোন মতে এক পাশে সরে সংঘর্ষ এড়াল রুসার। থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। রোজ শেরম্যান।

'হ্যালো,' বলল রুসার, পরক্ষণে হেসে ফেলল ও, 'বোঝাই যাচ্ছে এই কাউন্টির অন্য যে কারও তুলনায় এখানকার স্টোরকীপারদের সঙ্গে

অনেক বেশি জানাশোনা তোমার!'

প্যাকেটগুলো নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ও, কিন্তু নেতিবাচক মাথা নাড়ল রোজ শেরম্যান।

'কার্ব-এই রয়েছে বাকবোর্ডটা,' মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

মেয়েটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রসার। হ্যাঁ, ঠিকই দেখা যাচ্ছে বাকবোর্ডটা, ওটার চালকের আসনে বসে আছে বিশালদেহী এক লোক, সকৌতূহলে জরিপ করছে সে ওকেই। রোজ আর রসার সামনে এগিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিল লুকাস। প্যাকেটগুলো তার হাতে দিল রোজ, এক এক করে ওগুলো বাকবোর্ডের পাটাতনে নামিয়ে রাখল সে।

'এসো, আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল রোজ, 'পিট, এ হচ্ছে মিস্টার জন রসার।'

পরস্পরকে জরিপ করল ওরা করমর্দনের ফাঁকে।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল পিট লুকাস, 'তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি!'

'আশা করি তার সবটাই খারাপ না,' বলল রসার।

হাসল লুকাস।

'একটুও না,' জবাব দিল সে। 'গতকাল আমাদের ওখানে ঝামেলাটার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। আচ্ছা, মাইককে তুমি ঘোড়ার নিচে ফেলে দিয়েছিলে নাকি? আমার অবশ্য মনে হয়েছে। স্ট্যামপিডের সামনে পড়ে গিয়েছিল বেচারা!'

'বাড়িতে মেহমান গেলে লোকটা সবসময় ওভাবেই অভ্যর্থনা জানায়?' জিজ্ঞেস করল রসার। 'আমার সঙ্গে সে অমন করল কেন বুঝলাম না!'

'মাইক কিন্তু মানুষ হিসাবে খারাপ না,' বলল লুকাস, 'কেন যেন ওর

ধারণা হয়েছে আশপাশের লোকজন আমাদের পছন্দ করে না, তাই অপরিচিত কেউ গেলেই হামলে পড়ে তার ওপর। যাকগে, ওর ওপর একচোট নিয়েছ বটে!'

'সেজন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, যদিও পুরো ঘটনাটার জন্যে সে-ই দায়ী।'

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল লুকাস। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল, মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'একটা কথা তোমাকে মানতেই হবে রসার—খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাদের জুড়ি নেই। আমার এই বোনটি জানে কিভাবে একটা লোককে খাওয়াতে হয়। পেট ফুলে ঢোল না হওয়া পর্যন্ত টেবিল ছেড়ে উঠতে পারবে না। দারুণ পাকা হাত ওর রান্নাবান্নায়। বাড়িতে যখন রুটি, বিস্কুট, কেক, পাই এসব তৈরি করে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়ায়—একবার খেলে জীবনেও ভুলবে না। বাজি ধরে বলতে পারি আমি এমন মজার খাবার জীবনেও খাওনি তুমি। একদিন আমাদের ওখানে এসো, একসঙ্গে সাপার খাওয়া যাবে? তবে পেটে যথেষ্ট খিদে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু তোমাকে, তা নাহলে তোমাকে ভাল লাগবে না আমার বোনের!'

'ধন্যবাদ,' জবাব দিল রসার, 'কয়েকদিনের মধ্যেই যাব তোমার দাওয়াত কবুল করতে!

'আজই এসো না?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রসার, 'আগেই বুকড্ হয়ে গেছি আমি।'

'ঠিক আছে, অন্য একদিন এসো তাহলে,' বলল লুকাস, 'তোমার কি অবস্থা, মিস? দরকারী সব জিনিস নেয়া হয়েছে তো? তাহলে চলো এবার রওনা হওয়া যাক? আমার আবার কাজ পড়ে আছে র‍্যাঞ্চে!'

রোজকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করল রসার। ওর দিকে

তাকিয়ে মৃদু হাসল মেয়েটা, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে 'সো লঙ!' উচ্চারণ করল পিট লুকাস। ঘুরে গেল বাকবোর্ড, এগোতে শুরু করল ওটা রাস্তা ধরে। পথিকরা হাঁটা থামিয়ে লুকাস আর রোজকে দেখতে লাগল, কেউ আবার খোঁচা দিল তার সঙ্গীকে, ফিসফিস করে বলল কিছু।

যে কোন খাবার তৈরিতে মেরি হ্যাংক পাকা হাত, তবে আজ রাতে যেন নিজেকে অতিক্রম করে গেছে সে নৈপুণ্যে।

সাপারের পালা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রসার, ক্রমাগত মাথা নাড়ছে।

'কি হলো?' জানতে চাইল মেরি।

'একেবারে গলা পর্যন্ত খেয়ে বসে আছি আমি,' জড়ানো গলায় বলল রসার, চোখ তুলে মলির দিকে তাকাল। ওর অবস্থা দেখে শব্দ করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'দু-একটা নয়, বুঝলে, চার-চার টুকরো কেক গিলে বসে আছি আমি!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মলি।

'ও কিছুই না,' বলল সে, 'চলো বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি, তাহলে আরাম বোধ করবে তুমি।'

উঠে দাঁড়াল রসার।

বাইরে চাঁদজ্বলা পরিষ্কার হিমেল রাত। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনের গাছপালা নিথর হয়ে আছে, ওগুলোর ডালপালা থেকে ছায়া যেন ঝরে পড়ছে অবিরাম। হাঁটতে লাগল মলি আর রসার ছায়ায় ছায়ায়। এখানে সব কিছু নিকষ কালো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মলি, রসারের দিকে তাকাল।

'এখন একটু ভাল লাগছে না?' জানতে চাইল সে।

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল রসার, নুয়ে পড়া একটা গাছের ডালের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে কিঞ্চিৎ সামনে ঝুঁকে পড়ল। 'অ্যাই, কোথায় তুমি!'

'এই তো,' ওর কনুইয়ের কাছ থেকে জবাব দিল মলি, পরক্ষণে চট করে সামনে চলে এল। দুহাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল, ঝুলে পড়ল প্রায়, ওর মুখে চুমো খেল মেয়েটা, তারপর মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে জানতে চাইল, 'তারপর?'

'তারপর মানে?' জানতে চাইল রসার।

'আমরা এখন কি করব, জন?'

'জানি না, মলি,' বলল রসার, 'এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সততা আশা করো তুমি, তাই না?'

'অবশ্যই।'

'আসলে এখনও নিজের বা তোমার কথা চিন্তা করার খুব একটা ফুরসত পাইনি আমি,' আস্তে করে বলল রসার। 'অনেক ঘটনা ঘটছে এখানে, ওগুলোর ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে হচ্ছে এখন, সেটাই বেশি জরুরী। এখন অন্য কিছু ভাববার সময়ই নেই।'

'তারমানে বলা যায় তুমি যতদিন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারছ ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, এই তো?'

'বলতে পারো।'

ওকে ছেড়ে দিল মলি।

'ঠিক আছে, জন,' বলল সে। 'আরেকটু হাঁটবে নাকি ঘরে যাবে এবার?'

'আজ রাতে কয়েকটা কাজ সারতে হবে আমাকে,' বলল রসার, 'আমি এখনই বিদায় নিলে রাগ করবে না তো?'

'না-আ,' বলল মলি, 'মোটেই না!'

'তোমার মাকে বলো খুবই ভাল লেগেছে আমার কাছে আজকের সাপারটা, ওকে নিজে ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি বলে আমি দুঃখিত।'

'জানিয়ে দেব আমি,' বলল মলি।

'গুড নাইট, মলি!'

'গুড বাই, জন!'

ঘোড়া হাঁকিয়ে ও-ডট থেকে অনেকটা দূর আসার পর মলির বিদায় সম্ভাষণের প্রকৃত অর্থ ধরতে পারল যেন রসার, কানে বাজতে লাগল ওর কথাটা। মেয়েটাকে দুঃখ দিতে চায়নি রসার; অতীতে একবার মলি ওর প্রেমে পড়েছে বলে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছিল মনে, এখন সেই ধারণা পাল্টে গেছে। ওর *'গুড নাইট'*-এর জবাবে *'গুড বাই'* বলেছে মলি; এতেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা বুঝে গেছে ওকে কোনদিনই বিয়ে করবে না রসার।

পাঁচ

বার্নের বাইরে পা রাখল পিট লুকাস, যন্ত্রের মত অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাল একবার, তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের উদ্দেশে পা চালাল। পায়ের আওয়াজ পেল পেছনে, ওর নাগাল পেতে দ্রুত এগিয়ে

আসছে কেউ। আমল দিল না লুকাস, জানে ওটা মাইক ওয়ারনার ছাড়া আর কেউ না। সন্ধ্যার খানিক আগেই কথাবার্তা সারা হয়েছে তার সঙ্গে, এবং এতগুলো বছর একসঙ্গে কাজ করছে ওরা, আজই প্রথম মুখের ওপর কথা বলার সাহস দেখিয়েছে লোকটা। কথাটা মনে হতেই এমন ভাব করল লুকাস যেন পায়ের আওয়াজটা ওর কানেই যায়নি!

'পিট!'

এরপর আর অগ্রাহ্য করা যায় না, ভান করার উপায় রইল না। দাঁড়িয়ে পড়ল লুকাস, ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওয়ারনারের দিকে তাকাল।

'তোমার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ আছে!' দৃঢ় গলায় বলল ওয়ারনার।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না লুকাস, আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল ও, ওয়ারনার কাছে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই ওর সামনাসামনি হলো ওয়ারনার।

'আজকের প্ল্যানটা কিঞ্চিৎ রদবদল করতে চাই আমি,' সংক্ষেপে বলল সে।

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল লুকাসের।

'কি রকম রদবদল শুনি?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল।

ওর বলার ভঙ্গিকে পাত্তাই দিল না ওয়ারনার।

'বলছি। ড্যান হিলের র‍্যাঞ্চে হামলা চালিয়ে হাতে গোণা কয়েকটা গরু খেদিয়ে আনার বদলে আমি চাই শহরে গিয়ে ব্যাংকের ওপর চড়াও হতে—বড়সড় একটা সুযোগ মেলে কিনা পরখ করে দেখা দরকার।'

হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লুকাস।

'তোমার আসল মতলবটা কি?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার মতে এইবার বড়সড় একটা দাঁও মারার সময় ঘনিয়েছে

আমাদের, এমন কিছু করতে হবে যাতে একসঙ্গে অনেক টাকা হাতে চলে আসে, ওই ভিক্ষার টাকায় আর আমার মন ভরছে না। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই!'

'এ ধরনের কিছু করার জন্যে যত লোক দরকার আমাদের তা নেই,' বলল লুকাস, 'ব্যাংক ডাকাতি করতে চাইলে আগেভাগেই লড়াই করে শহর থেকে পালিয়ে আসার নিখুঁত একটা প্ল্যান আঁটতে হবে। সেজন্যে প্রচুর লোক দরকার; কেবল তাই নয়, তাদের বেশ কয়েকজনকে পালানোর সময় খরচের খাতায় লিখে আসার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। তারপর হাত দেয়া যাবে এধরনের কাজে। তোমার অত লোক কোথায়? নেই। এই হলো একটা দিক; আরেকটা কথা হলো, এমুহূর্তে আমাদের এখানে যে কজন লোক আছে তাদের কাউকেই হারাতে চাই না আমি। তো, বুঝতেই পারছ, তোমার ইচ্ছাটা মুলতবী রাখতে হচ্ছে আপাতত।'

'দাঁড়াও,' বলল মাইক ওয়ারনার, 'আমি তো শহরে হামলা করার কিংবা লড়াই করে পালিয়ে আসার কোন কারণ বা প্রয়োজন দেখছি না। গা ঢাকা দিয়ে সবার অজান্তে ব্যাংকের পেছন থেকে হাজির হতে পারলে অনায়াসে সব টাকা হাতিয়ে নেয়া যাবে, তারপর একই কৌশলে পালিয়েও আসা যাবে কাজ সেরে। আঁচড়ও লাগবে না কারও গায়ে, মারা যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোন ভেজাল নেই এখানে। কাজটা ঠিক মত সারতে পারলে হয়তো বিনা রক্তপাতেই শহর থেকে বেরিয়ে আসতে পারব আমরা। অবশ্য বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার ওপরই নির্ভর করছে সফল হবার সম্ভাবনা, এটা ঠিক।'

'তবু আমি মত দিতে পারছি না,' বলল লুকাস।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি!' বলল ওয়ারনার।

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল দুজনের মাঝে।

'গায়ের চামড়া বাঁচিয়ে ফিরে আসা যাবে কিনা আমার তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে,' অবশেষ বলল লুকাস, 'আমার ধারণা শতকরা এক ভাগ আশাও নেই। তবু স্রেফ কিছু টাকার লোভে যদি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছা হয়' তোমার···তাই তো হচ্ছে নাকি?'

'একদম ঠিক!'

'হবে না, মাইক!'

'কি হবে না?'

'মানে, বলতে চাইছি, টাকাটাই তোমার শহরে হানা দিতে চাওয়ার আসল কারণ নয়।'

'তোমার ধারণা ভিন্ন মতলব আছে আমার?'

'নিশ্চয়ই,' বলল লুকাস, 'তুমি জানো এখন শহরেই আছে রসার, ভাবছ একটা ছুতো ধরে শহরে যেতে পারলে তাকে শেষ করার একটা মওকা পেয়ে যাবে—তোমার ঘাড়ে আসলে ভূত চেপেছে, মাইক!'

'তেমন কিছু যদি ভেবেও থাকি তাতে অসুবিধে কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ওয়ারনার। 'যদিও মেনেও নিই ওটাই ব্যাংকে হানা দেয়ার আসল কারণ, তাতে কি আসে যায়?'

'তাহলে বলতেই হয় পিটুনি খাওয়ার বদলা নেয়ার জন্যে ভুল কৌশল বেছে নিতে চাইছ তুমি,' বলল লুকাস।

'তাই নাকি!' বিদ্রূপের সুরে বলল ওয়ারনার। 'তবু, অন্তত একবারের জন্যে হলেও নিজের পছন্দসই কৌশলে কাজ করতে চাই আমি!'

'শোনো, মাইক—' বলতে গেল লুকাস।

'না, আজ তুমি শোনো, পিট!' বলে উঠল ওয়ারনার। 'একদিন আমাকে বলেছিলে র‍্যাঞ্চের দেখাশোনার ভার তোমাদের দভাই বোনের

হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি যেন আমার নিজের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাই, মনে আছে? ঠিক সেটাই এবার করতে যাচ্ছি আমি, ব্যস! এতদিন তোমার কথায় একটার পর একটা হামলা চালিয়ে এসেছি—'

'লুটের বখরা তুমি পাওনি নাকি?'

'পাব না কেন, অবশ্যই পেয়েছি,' বলল ওয়ারনার, 'কিন্তু মাত্র চারভাগের একভাগ!'

'তো?' ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইল লুকাস।

'আর তুমি নিয়েছ বাকি তিন ভাগ,' আবার বলল ওয়ারনার। 'নিয়মটা এবার পাল্টাতে যাচ্ছি আমরা, পিট! এখন থেকে প্রত্যেকটা টাকা সমান দুই ভাগ হবে, বুঝতে পারছ?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' আচমকা কিঞ্চিৎ আলোড়ন, পরক্ষণে দেখা গেল ভোজবাজির মত পিস্তল বেরিয়ে এসেছে মাইক ওয়ারনারের হাতে। ওটার মাযল চেপে বসল পিট লুকাসের পেটের ওপর। 'তোমাকে আসলে বেশিই দিচ্ছি বলা যায়, পিট!' আবার বলল ওয়ারনার। 'সমস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করছি আমি আর তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ, টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ! সে হিসাবে আমাকে যেভাবে দিচ্ছিলে এতদিন সেভাবেই তোমাকে বখরা দেয়ার পুরোপুরি অধিকার ছিল আমার, কিন্তু অতটা নির্দয় হব না আমি। সবকিছুর অর্ধেক বখরা পাবে তুমি এখন থেকে। তবে—'

'বলে যাও, *মিস্টার* ওয়ারনার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল লুকাস। 'মনে রেখো, তোমার পিস্তলে কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছি না আমি!'

'তা না পেতে পারো,' বলল ওয়ারনার, 'তবে এটা হাতে থাকায় আমার কাছে নিজেকে তোমার মতই বিশাল আর শক্তিশালী বোধ

হচ্ছে। তাছাড়া তোমার ওপর খানিকটা সুবিধাও পাচ্ছি। এই কোল্টের মুখ দিয়ে ছোট একটুকরো সীসা বের হলেই তুমি ইতিহাস হয়ে যাবে, পিট। তো, কথাটা আরও একবার শুনে নাও, এবার আমি কিন্তু মোটেই মস্করা করছি না তোমার সঙ্গে! এখন থেকে আমার কথায় চলবে সব, তুমি যদি নাক গলাতে আসো—যাক গে, কি হবে তোমার তা ভালই জানার কথা! তোমার অন্তত অজানা থাকার কথা নয়, তুমি সবচেয়ে ভাল ফর্মে থাকলেও গানফাইটে আমার সঙ্গে কোনদিনই পাত্তা পাবে না। একথাটা একটু মনে রাখলেই চলবে। একসঙ্গে কাজ করে যেতে কোন সমস্যাই হবে না আমাদের।'

জবাব দিল না লুকাস।

'আরেকটা কথা বলা দরকার,' আবার বলে উঠল মাইক ওয়ারনার, 'আমি কোন কাজে র‍্যাঞ্চে বাইরে থাকার সময় যদি কোন গড়বড় হয় তাহলে তার পেছনে তোমার হাত ছিল না, এটা কিন্তু তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে, বুঝতে পেরেছ, ডিয়ার ফ্রেন্ড পিট?'

রূঢ় ভঙ্গিতে ওয়ারনারকে ঠেলে সরিয়ে দিল লুকাস, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল; তারপর দ্রুত পা ফেলে নিজের গন্তব্যের উদ্দেশে পা বাড়াল।

লুকাস র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে দেখল রোজ মাত্র তার সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম বাস্কেটে রেখে ওটা তুলে রাখছে তাকে। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল লুকাস, মুহূর্তের জন্যে চেয়ে থাকল বোনের চেহারার দিকে।

'কি ব্যাপার, পিট?' জানতে চাইল রোজ, 'কোন খারাপ খবর?'

'না-আ,' জবাব দিল লুকাস। 'ইয়ে, শহরে যাবে নাকি আমার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখন? অনেক রাত হয়েছে না? আমি তো আরও শুয়ে পড়ার কথা

ভাবছিলাম।'

'একদিন রাত করে শুতে গেলে এমন কোন মহাপাপ হয়ে যাবে না,' বলল লুকাস, 'খুব বেশি যদি ঘুমের দরকার হয় কাল সকালে একটু বেলা করে উঠলেই তো মিটে যাবে সমস্যা! কি বলো, যাবে?'

'তুমি বললে নিশ্চয়ই যাব, পিট।'

'চলো তাহলে,' বলল লুকাস। 'আমি বাকবোর্ড বের করছি, তুমি এই ফাঁকে তৈরি হয়ে নাও, কেমন?'

'আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল রোজ।

'বার্নের সামনে অপেক্ষা করব আমি,' আবার বলল লুকাস। 'আর হ্যাঁ, একটা কথা, রোজ। মাইকের সঙ্গে আমার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে আজ। ওর সামনাসামনি পড়লে যদি দেখো মেজাজ দেখাচ্ছে পাত্তা দিয়ো না। ওকে পরে ম্যানেজ করব আমি। এবার যাও তুমি, গায়ে কোট চাপিয়ে নিয়ো!'

দ্রুত পায়ে বার্নের দিকে এগিয়ে গেল পিট লুকাস। বার্নের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইক ওয়ারনার। দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটিয়ে লুকাসের দিকে তাকাল সে। কিন্তু কোন কথা না বলে তাকে প্রায় ঠেলে এগিয়ে গেল লুকাস, বার্নে ঢুকল দুমদাম পা ফেলে।

ঘুরে ওর দিকে তাকাল ওয়ারনার, লুকাসকে বাকবোর্ডে ঘোড়া জুড়তে দেখে অলস পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল সে।

'এত রাতে আবার কোথায় চললে?' জিজ্ঞেস করল।

'শহরে,' ওয়ারনারের দিকে না ফিরেই জবাব দিল লুকাস, 'কি যেন আনতে যাচ্ছে রোজ।'

কোন মন্তব্য করল না ওয়ারনার।

আচমকা ঘুরে দাঁড়াল লুকাস, চোখ রাঙিয়ে মাইকের দিকে তাকাল।

'আমাদের বোধ হয় আগে *মিস্টার* ওয়ারনারের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া উচিত ছিল, নাকি!' ঝাঁঝাল গলায় বলল সে।

'শহরে কি হয় দেখার পর এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ওয়ারনার।

'আলোচনা করবে, না?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুকাস।

'হ্যাঁ, আমি ফেরার পরপরই,' জবাব দিল ওয়ারনার।

বাকবোর্ডে ঘোড়া জোড়ার কাজ শেষ হলো লুকাসের। চালকের আসনে উঠে বসল সে, তারপর বাকবোর্ড নিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল ও। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন-দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল। বাকবোর্ড থামাল লুকাস। একটু পরেই ছিপছিপে গড়নের রোজকে অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

মিনিট খানেক পর লুকাসের পাশে চালকের আসনে উঠে বসল মেয়েটা, নড়েচড়ে জুৎসই একটা ভঙ্গি করল। এবার সামনে এগোতে শুরু করল বাকবোর্ড।

'তোমার কাজে লাগার মত কিছু কিনতে চাও শহর থেকে?' বাকবোর্ড ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠে আসার পর রোজকে জিজ্ঞেস করল লুকাস। 'অনেক দিন হয় তোমাকে কোন নতুন কাপড় পরতে দেখি না। এক কাজ করো না, কাপড় কিনে নাও আজ, নিজের জন্যে নতুন জামা বানিয়ো?'

'আমিও সেকথাই ভাবছিলাম।'

একহাতে লাগাম ধরল লুকাস, অন্যহাত পকেটে ঢুকিয়ে দোমড়ানো কয়েকটা নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রোজের দিকে।

'এই নাও,' টাকাগুলো রোজের হাতে তুলে দিয়ে বলল সে, 'এতেই মনে হয় দরকার মিটে যাবে তোমার।'

'কিন্তু পিট, আমার এটা ভাল লাগছে না, নিজের হাত খরচের টাকা আছে তো নাকি?'

'আমার আবার কিসের হাত খরচ?'

'মানে...'

'নিজের পছন্দমত দারুণ একটা কাপড় কিনো তুমি, ঠিক আছে? জানোই তো সুন্দর জিনিসমাত্রই পুরুষ মানুষের নজর কেড়ে নেয়, রুসারকে আমার ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না!'

'পিট!' ওর দিকে তাকিয়ে বলল রোজ, 'রুসারের ব্যাপারে তোমাকে বেশ উদার মনে হচ্ছে যেন। ওকে তুমি সত্যিই পছন্দ করো, তাই না?'

'তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে সবাইকেই পছন্দ করব আমি।' বলল লুকাস।

আসনে আবার সোজা হয়ে গেল রোজ, চেপে এল ভাইয়ের আরও কাছে। আড়চোখে বোনের দিকে তাকাল লুকাস, হাত বাড়িয়ে মেয়েটার বাহুতে চাপড় দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

'পিট!' আবার নীরবতা ভাঙল রোজ।

'কি?'

'আসলে কেন শহরে যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রোজ। 'মাইকের সঙ্গেই বা কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো তোমার?'

'দেখো,' বলল লুকাস, 'খামোকা আবোলতাবোল কিছু ভাবতে শুরু করে দিয়ো না তুমি। চিন্তার কোন কারণ নেই। শহরে একটা কাজ আছে আমার, ভাবলাম তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ভালই হবে। শহরে পৌঁছার পর তুমি কাপড় কেনার ফাঁকে আমি আমার কাজটা সেরে

নেব। বুঝেছ? আর মাইকের কথা বলছ? সে তো হরহামেশা এরকম খেপে ওঠে—তোমরা মেয়েরা যেমন। বোধ হয় ওর সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশি বলেই এমন হয়, বাড়াবাড়ি করার সাহস পায় সে। অবশ্য সাধারণত রাতে একটা ঘুম দিলেই আবার শান্ত হয়ে যায় লোকটা, কোন চিহ্ন থাকে না মেজাজের। সে খুব ভাল করে জানে আমার সঙ্গে সমঝে চলতে হবে তাকে, নইলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেব না!

'রসারের ওপর সে খেপে আছে, তাই না?'

'তোমার কি মনে হয়? ওকে জন্মের মার মেরে ছেড়ে দিয়েছে রসার, ওই অপমানের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারবে না মাইক। রসারকে ঘৃণা করাই তো তার বেলায় স্বাভাবিক।'

'ওকে সাবধান করে দেয়ার দরকার ছিল না?'

'কাকে, রসারকে?'

'হ্যাঁ। মানে আগেই জানিয়ে দিলে ভাল হত আরকি!'

'আরে দূর! রসারকে সাবধান করার কোনই প্রয়োজন নেই। মাইক ওয়ারনারের মত মানুষ রসারের মত কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে লাগতে গেলে তুমি নিশ্চিন্তে রসারের পক্ষে লক্ষ টাকা বাজি ধরো; মাইক ওয়ারনারকে একহাতে পিটিয়ে তক্তা বানানোর তাকত রাখে রসার।'

একথায় সন্তুষ্ট হলো যেন রোজ, কারণ এরপর আর কোন প্রশ্ন করল না মেয়েটা। আর কোন কথাবার্তা হলো না দুজনের মধ্যে।

অবশেষে সামনে শহরের হলদে ল্যাম্পলাইটের আভাস দেখতে পেল ওরা। খানিকক্ষণের মধ্যে ঘোড়ার খুরের ক্লপ-ক্লপ শব্দ তুলে বড় রাস্তায় উঠে এল বাকবোর্ডটা। ব্রেক টেনে জেনারেল স্টোরের সামনে ওটাকে দাঁড় করাল লুকাস। চালকের আসন থেকে নেমে এল সে,

নামতে সাহায্য করল রোজকে।

'এবার যাও,' বোনকে বলল সে, 'যত ইচ্ছা সময় নিয়ে মনের মত একটা কাপড় কিনে নাও। আমি ফিরে আসার আগেই যদি তোমার হয়ে যায় তাহলে এখানেই বাকবোর্ডে বসে অপেক্ষা করো, চিন্তা করো না কোন, ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল রোজ, স্কার্ট ঠিকঠাক করে লুকাসের পাশ ঘেঁষে সোজা স্টোরে গিয়ে ঢুকল।

বেল্ট টেনে প্যান্টটা জায়গামত বসাল লুকাস, তারপর রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল। কিভাবে কি করবে এখনও কিছু স্থির করতে পারেনি সে, তবে জানে অচিরেই একটা লাগসই বুদ্ধি ঠিক খেলে যাবে মাথায়। এখন এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে লুকাস: মাইক ওয়ারনারের সঙ্গ ওকে ত্যাগ করতেই হবে; যা হবার হয়েছে, এপথে আর নয়। একটা সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আজ সোজা পথে ফিরে আসার এবং সুযোগটা কাজে লাগানোর ষোলআনা ইচ্ছা রয়েছে ওর। শেষ বারের মত খারাপ একটা কাজ করবে, এছাড়া উপায় নেই কোন।

একটা কথা আগেই বুঝে গেছে লুকাস—ব্যাংকে হামলা চালাতে খুব বেশি সময় নেবে না ওয়ারনার। শহরবাসীরা জেগে থাকতে থাকতেই এখানে চড়াও হবে সে; লোকজনের আনাগোনা থাকবে রাস্তায়, ঘোড়ার পিঠে যাওয়া আসা করবে অনেকে—এইসব সাধারণ স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের আগমনের ব্যাপারটা চাপা দেবে বলে আশা করবে মাইক ওয়ারনার।

রাস্তা বরাবর বেশ কয়েক জায়গায় হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেল লুকাস। বাঁধা থাকলে সাধারণত জানোয়ারগুলো যেমন করে ওরাও তাই করছে: এদিক ওদিক নড়ছে, অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ঠুকছে

মাটিতে; ক্ষণে ক্ষণে ডেকে উঠছে তীক্ষ্ণ স্বরে। বাকবোর্ড আর ওয়্যাগনও দেখতে পেল লুকাস রাস্তায়—ওগুলোর সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াগুলো নড়াচড়া করার সময় হার্নেস আর শ্যাফট-এর কর্কশ ধাতব শব্দ হচ্ছে। লোকজন হাঁটাচলা করছে রাস্তায়। এসব দেখে মনে মনে খুশিই হলো লুকাস। গোপনে কাজ সারার জন্যে ওরও শহরের স্বাভাবিক আওয়াজ আর হৈচৈ-এর সাহায্য লাগবে। কেউ টের পেলে ভেস্তে যাবে ওর সব আশা। ব্যাংকের কাছাকাছি চলে এল লুকাস। ওটাকে অতিক্রম করে যাবার সময় উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখল বন্ধ ব্যাংকটা। সলতে নামানো একটা সিলিং লাইট জ্বলছে নতুন কাউন্টারের ওপর।

হাঁটতে হাঁটতে আশপাশে নজর বোলাল পিট লুকাস। একটা স্টোরের বন্ধ জানালার কাছে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে; স্যাডল হার্নেস ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা ওখানে, আবার সহজ ভঙ্গিতে সরে এল সে; স্টোরের পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া গলিতে ঢুকে পড়ল স্যাঁৎ করে। অন্ধকার গলিপথ বরাবর নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেল ও। শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, উবু হয়ে এবার স্টোরের পেছন দেয়াল ঘেঁষে পাশের দালানটার দিকে দৌড়ে গেল দ্রুত। আবার নজর বোলাল ইতিউতি—এখনও দুটো দালান দূরে রয়েছে ব্যাংকটা। আবার আগের কায়দায় আগে বাড়ল লুকাস, উবু হয়ে, যাতে কারও নজরে পড়ে না যায় সেজন্যে অন্ধকার ছায়া বেছে বেছে চলছে।

ব্যাংকের পাশের দালানটার কাছে এসে আবার থামল লুকাস, চারপাশে নজর চালাল একটা মইয়ের খোঁজে; পেয়েও গেল। খুশি হয়ে উঠল সে নিজের ওপর। মইটা তুলে নিল লুকাস, ব্যাংকের পাশের দালানের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল ওটাকে, তারপর ধাপ বেয়ে তরতর করে ছাদে উঠে এল। মইটাও টেনে ছাদে তুলে নিল।

আসল কাণ্ড যখন শুরু হবে তখন মইটা ঠেস দেয়া অবস্থায় কারও নজরে পড়ে গেলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। কাজ শেষে এখান থেকে সটকে পড়ার সময় মইটা আবার নামিয়ে নিলেই হবে, কোন সমস্যা হবে না।

ছাদের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লুকাস, তারপর বুকে হেঁটে কিনারার একেবারে ইঞ্চিখানেকের মধ্যে চলে এল। এখান থেকে পেছনের উঠানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ব্যাংকের পেছন-দরজার দিকেও নজর রাখতে পারবে সহজেই।

নিজের পিস্তলটা পরখ করে নিল লুকাস, একপাশে নামিয়ে রাখল ওটা, অপেক্ষা করতে লাগল তারপর।

সহসা কতগুলো ছায়ামূর্তিকে ব্যাংকের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল লুকাস। মাইক ওয়ারনার একটুও সময় নষ্ট করেনি! পিট যদি তাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত তেমন একটা সুবিধা হত না, ফলপ্রসু কিছু করার আগেই আক্রমণ শুরু হয়ে যেত ওদের।

প্রথমে তিনজন লোক এগিয়ে এল, তারপর চতুর্থজনকে দেখা গেল, এল পাঁচ নম্বর; এবং ছয় নম্বর। ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাইক ওয়ারনার নিজে। এবার সপ্তম ছায়ামূর্তি উদয় হলো, দেখল লুকাস। ওদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সে, আপনমনে মাথা দোলাল, তারপর গম্ভীর চেহারায় আবার হাতে তুলে নিল পাশে রাখা পিস্তলটা।

ওয়ারনার আর ভাড়াটে গানম্যানদের একজন ব্যাংকের পেছন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আচমকা গর্জে উঠল লুকাসের পিস্তল, আবার গুলি চালাল ও, পরক্ষণে ছাদের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিল নিজেকে। নিচ থেকে একটা চীৎকার শোনা গেল, তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ব্যাংকের দরজা, আওয়াজ পেল লুকাস। গড়িয়ে চিত হয়ে শুলো সে,

একটু একটু করে ছাদের কিনারার আরও কাছে চলে এল। একটা জানালা চোখে পড়ল ওর, রাতের ম্লান আলোয় চিকচিক করছে ওটার কাঁচ। ছাদের কিনারা থেকে পিস্তলের মায্‌লটা বাড়িয়ে ধরল ও, পলকে একবার গুলি ছুঁড়েই স্যাৎ করে আবার সরিয়ে নিয়ে এল হাতটা। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ।

উত্তেজিত গলার আওয়াজ ভেসে এল রাস্তা থেকে। চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে লোকজন। জানালা ভাঙার আকস্মিক শব্দ সতর্ক করে দিয়েছে তাদের। দরজা খোলার শব্দ এল এবার, কাঠের সাইডওঅকে সবুট পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। এবার রাস্তার দিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল লুকাস, তারপর মইটা টানতে টানতে বুকে হেঁটে ছাদের অন্য পাশে চলে এল। সাবধানে কিনারার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল একবার। নিচে অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন। আস্তে আস্তে মইটা নামাতে শুরু করল সে। মাটি স্পর্শ করেছে ওটা বুঝতে পেরে নেড়েচেড়ে স্থির করে বসাল, তারপর একটা ডিগবাজি খেয়ে ছাদ থেকে মইয়ের ধাপে চলে এল, দ্রুত নেমে এল নিচে। চট করে গলিপথ ধরে এগোতে শুরু করল রাস্তার দিকে; শেষ প্রান্তে পৌঁছে বেরিয়ে আসার আগে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে সশস্ত্র শহরবাসীরা। ঝট করে রাস্তায় উঠে এল লুকাস, কেউ খেয়াল করল না।

মাত্র একটা দালান পরেই স্যালুন দেখা গেল একটা। সেদিকে পা বাড়াল লুকাস। দরজার সামনে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর পা রাখল ভেতরে।

'কি শুরু হলো?' বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল লকাস।

'মনে হয় ফের হামলা হয়েছে ব্যাংকে,' জবাব দিল বারটেন্ডার।

'অ,' বলল লুকাস। 'আমাকে বিয়ার দাও দেখি একটা।'

ওকে বিয়ার সার্ভ করল বারটেন্ডার, তারপর বারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল দ্রুত, তার হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল দেখা গেল।

'টাকাটা বারের ওপরই রেখে যেয়ো তুমি,' লুকাসকে বলল সে। 'আমি যাই, রেইডার হারামজাদাগুলোর এক আধটাকে ঘায়েল করা যায় কিনা দেখি!'

'একটু দাঁড়াও,' ওকে বলল লুকাস। ঢক্‌ঢক্ করে শেষ করে ফেলল বিয়ারটুকু। একটা কয়েন ফেলল বারের ওপর, তারপর একটানে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তলটা। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে!'

হাসল বারটেন্ডার।

'চলো,' বলল সে।

টাকার একটা বান্ডিল পকেটে ঢোকাল বারটেন্ডার। এবার একসঙ্গে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা দুজন। শার্টের হাতায় মুখ মুছল লুকাস।

'গলিতে ঢুকে পড়ো,' বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলল সে। 'পেছন থেকে একটাকে হয়তো ধরে ফেলতে পারব আমরা!'

গলিপথ ধরে দ্রুত এগোল ওরা। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দেয়া অবস্থায় মইটা রেখে চলে গিয়েছিল লুকাস তখন, আরেকটু হলেই ওটার সঙ্গে টক্কর খেত বারটেন্ডার, লোকটা মইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে ওটার কথা মনে পড়ল ওর, হাত বাড়িয়ে দিল তাড়াতাড়ি। লোকটার বাহু আঁকড়ে ধরে ঝটিতি সরিয়ে আনল তাকে, দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল বারটেন্ডার। পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনই, হাঁপ ধরে গেছে।

দালানের এক কোণে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ওরা। ব্যাংক-

ঘেঁষা গলিপথে কতগুলো ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেল। হঠাৎ একজন গলির মুখের কাছে এসে পটাপট কয়েকটা গুলি চালাল, আন্দাজের ওপর, অন্ধকারের উদ্দেশে; বোঝা যাচ্ছে গলির অপর প্রান্ত থেকে ওদের লক্ষ্য করে যারা গুলি চালাচ্ছে তারাই ওর লক্ষ্যবস্তু ছিল। আরেকজন লোক দুম দুম করে বাড়ি মারতে লাগল ব্যাংকের পেছন দরজায়, ভেতরে অবস্থানকারীদের তাড়া দিচ্ছে জলদি বেরিয়ে আসার জন্যে।

'একসঙ্গে গুলি চালাব আমরা,' বারটেন্ডারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল লুকাস।

নিজ নিজ পিস্তল উঁচু করে ধরল ওরা।

'রেডি?' জানতে চাইল লুকাস। 'শুরু করো!'

গর্জে উঠল জোড়া পিস্তল। বুলেটের আঘাতে টলে উঠল একটা ছায়ামূর্তি, হুমড়ি খেয়ে পরে গেল মাটিতে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি হুড়মুড়িয়ে পড়ল তৃতীয় একজনের ওপর। এবার ব্যাংকের পেছনের জায়গাটায় এমন গোলাগুলি শুরু হলো যে গা বাঁচাতে দালান কোঠার কাছে চলে আসতে বাধ্য হলো হানাদাররা; দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দেয়ার প্রয়াস পেল তারা।

ওদের ঘিরে ফেলেছে শহরবাসীরা। ব্যাংক আর জনতার ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়েছে হবু ব্যাংক ডাকাতের দল। গুলির আওয়াজে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। আরও বেড়ে উঠল গুলির আওয়াজ, তার সঙ্গে তাল মেলাল লুকাসরা।

এবার অন্য ডাকাতরা বেরিয়ে এল ব্যাংকের ভেতর থেকে। ওদের মধ্যে দুজন কি যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টায়, ওজনদার আয়রনবক্স ওটা, আন্দাজ করল লুকাস।

ওর পেছনেই ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রায় আধ ডজন লোক অস্ত্র হাতে ভিড় করল ওর পিঠের কাছে।

'কোথায় ব্যাটারা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল একজন।

'ওই যে,' মাথা না ঘুরিয়েই জবাব দিল লুকাস, 'দেখেছ?'

মুখে জবাব দেয়ার পথে গেল না কেউ, গুলির প্রকট শব্দের রূপ নিল সেটা। চারপাশে শুরু হলো ধোঁয়ার নাচন, ঝাপসা হয়ে গেল যেন দৃষ্টি। তারপর যখন ধোঁয়ার মেঘ সরে যেতে শুরু করল অসহ্য হয়ে উঠল চারপাশের হঠাৎ চেপে বসা নীরবতা। হাতে অস্ত্র প্রস্তুত, লুকাসের পেছন থেকে উঠানের দিকে এগিয়ে গেল লোকজন। আরও সামনে এগিয়ে গেল তারা। আরও অনেক লোক বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে, খানিকক্ষণের মধ্যেই গমগম করতে লাগল উঠানটা মানুষের গুঞ্জনে।

ব্যাংকের দরজার কাছাকাছি এলোপাতাড়ি ভঙ্গিতে পড়ে আছে অনেকগুলো লাশ। ভারি আয়রনবক্সটাকে ওটা বহনকারী দুই দুর্বৃত্তের লাশের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখা গেল। একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠল হঠাৎ, হলদে আলোয় ভৌতিক একটা আবহ সৃষ্টি হলো আশপাশে। আলো নাচাতে নাচাতে এগিয়ে এল একলোক, উঁচু করে ধরল সে ল্যাম্পটা। শহরবাসীরা উবু হয়ে ভূপাতিত রেইডারদের লাশ চিত করে শোয়াতে লাগল।

'মনে হয় সব কটাকেই শেষ করা গেছে,' মন্তব্য করল একজন।

গলি ছেড়ে এগিয়ে গেল লুকাসও, বারটেন্ডারের কথা ভুলে গেছে। লাশগুলো পরখ করার সময় চেহারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। এদিকে বুকের খাঁচায় ধড়াস-ধড়াস করে নাচছে ওর হৃৎপিণ্ড! বেশ কয়েকজন রাইডারের চেহারাই বিকৃত হয়ে গেছে, তবু সবাইকেই চিনতে পারল লুকাস।

ফের যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, মনে হলো কিছু একটা যেন আটকে আছে গলার কাছে। মাইক ওয়ারনারের লাশ দেখতে পায়নি ও। যেভাবেই হোক সটকে পড়েছে সে।

ঘুরে দাঁড়াল লুকাস। এই সময় ওর বাহু জাপ্টে ধরল কে যেন। ল্যাম্পের আলোয় বারটেন্ডারকে চিনতে পারল ও।

'এই যে, পার্টনার,' গলা চড়িয়ে বলল লোকটা, 'আবার স্যালুনে চল আমার সঙ্গে। এবার আমার তরফ থেকে ড্রিংক হবে একদফা, ঠিক আছে? দারুণ লোক হে তুমি! তোমার কায়দা আমার ভাল লেগেছে, সত্যি!'

ওদের দিকে তাকাল বাকি সবাই।

'এই লোকই আজ হামলাটা পণ্ড করে দিয়েছে,' চড়া গলায় ঘোষণা করল বারটেন্ডার। 'ওই আমাকে গলিপথ দিয়ে নিয়ে এসেছিল যাতে হতচ্ছাড়া রেইডারদের দফারফা করা যায়! এ কাজের জন্যে সাহস লাগে। যদি উল্টো কিছু ভাবার চেষ্টা করো তাহলে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের।'

'আহা, থাক,' বলল লুকাস। বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ করে হেসে উঠল সে। 'আমাকে হিরো বানানোর খুব কোশেশ করছ অথচ একটা কথা বেমালুম ভুলে বসে আছ যে আগাগোড়া আমার সঙ্গেই ছিলে তুমি! আমার চেয়ে কিছু কম করোনি! কি, ঠিক বলেছি কিনা?'

হাসল বারটেন্ডারও। বাকিরাও যোগ দিল ওদের হাসিতে।

'একদম খাঁটি কথা বলেছে ও,' বলল বারটেন্ডার, এক হাতে লুকাসের কাঁধ জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল। 'তোমরা কেউ যদি দুদুর্জন দুর্ধর্ষ হিরোর সঙ্গে ড্রিংক করার একটা সুযোগ কাজে লাগাতে চাও চলে এসো আমাদের সঙ্গে। বারের খরচায় ড্রিংক চলবে আজ, কেউ বাদ যাবে না!'

অন্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে একটু লম্বা একজন ঠেলেঠুলে লুকাসের পাশে এসে দাঁড়াল।

রসার।

'হাই, হিরোজ!' হাসিমুখে বলল সে। বুক চেতিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল বারটেন্ডার, রসিকতা করে তার পাঁজরে একটা খোঁচা দিল রসার। 'মনে হয় সব কটাকেই খতম করা গেছে,' বলল ও।

আরেকটু হলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কথাটা: *'আসল লোক, মাইক ওয়ারনার, পালিয়েছে!'* কিন্তু ঠিক সময় মত নিজেকে সামলে নিল লুকাস।

'তো?' জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার, 'ড্রিংক চলবে নাকি এবার?'

'হায় খোদা,' বলে উঠল লুকাস, 'আমি তো আমার বোনটার কথা একেবারে ভুলে গেছি! বাকবোর্ডে বসে থাকতে বলেছিলাম ওকে—রাস্তার ওপর। জেনারেল স্টোর থেকে বেরিয়ে ওখানেই আমার জন্যে ওর অপেক্ষা করার কথা।'

'বহাল তবিয়তেই আছে সে,' ওকে আশ্বস্ত করে জানাল রসার। 'গোলমাল শুরুর পরপরই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার, ওকে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেলে রেখে এসেছি আমি। এখন ওখানেই আছে।'

'ওহ্,' বলল লুকাস, স্বস্তির সুর ফুটে উঠল কণ্ঠে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' জবাব দিল রসার।

'কি?' আবার জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার, 'কিছু বলছ না যে কেউ?'

লুকাসের একপাশে রসার আর আরেকপাশে থাকল বারটেন্ডার, গলিপথ ধরে একসঙ্গে বড় রাস্তার দিকে এগোল সবাই। রাস্তায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল লুকাস, বারটেন্ডারের দিকে তাকাল।

'শোনো,' বলল সে, 'তুমি যদি মনে কিছু না নাও, পরে কোন একদিন ড্রিংকটা করতে চাই আমি।'

'আরে, কি যে—'

'লুকাসের বোন নিশ্চয়ই চিন্তা করছে ওর জন্যে,' বলল রসার। 'তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, আবার যখন শহরে আসবে ও, তোমার ড্রিংকের দাওয়াতটা গ্রহণ করবে, ঠিক কিনা, পিট?'

'ঠিক।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে,' বলল বারটেন্ডার, 'যেমন তোমার ইচ্ছা!'

হাত বাড়িয়ে দিল সে, জাপটে ধরে আন্তরিকভাবে ঝাঁকুনি দিল লুকাস; তার পর রসারের পাশাপাশি রাস্তা ধরে এগোল হোটেলের উদ্দেশে। ওদের সঙ্গে যোগ দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রোজ।

'এই যে, নিয়ে এলাম তোমার ভাইকে,' বলল রসার, 'তোমার জানা দরকার, আজ শহরের সবার মুখে কিন্তু খালি ওর নামই উচ্চারিত হচ্ছে!'

'দূর,' বলল লুকাস।

পালা করে দুজনের দিকে তাকাল রোজ।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'আরে, আমি অন্য সবার সঙ্গে ব্যাংক ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়েছিলাম, আর কিছু না,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল লুকাস, 'এখন ওরা সবাই মিলে আমাকে হিরো বানানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।'

মুচকি হাসল রসার।

'কিন্তু ও হিরো হতে চায় না!' বলল ও।

বাকবোর্ড পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল রসার। প্রশস্ত আসনে উঠে বসতে সাহায্য করল রোজকে; লুকাস ওর পাশে উঠে না বসা পর্যন্ত

অপেক্ষা করল, তারপর হ্যান্ডব্রেকের সঙ্গে প্যাঁচানো লাগাম খুলে লুকাসের হাতে দিয়ে পিছিয়ে এল খানিকটা।

'গুড নাইট,' বলল রোজ।

হাত নেড়ে জবাব দিল রসার। ঘুরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল বাকবোর্ড। কার্ব-এ স্থির দাঁড়িয়ে ওটার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রসার, চিন্তিত চেহারা। অবশেষে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা। কেন যেন খুঁত খুঁত করছে ওর মনের মধ্যে। একটা খটকা আছে কোথাও, সেটা কি ধরতে পারল না ও। দ্রুত পায়ে আবার রাস্তা ধরে এগোল রসার, লিভারি আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

ছয়

ঝলমলে চাঁদ অকৃপণ বিলোচ্ছে ঠাণ্ডা আলো। রাতের হিমেল হাওয়া কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। জ্যাকেটটা ভাল মত গায়ে জড়িয়ে নিল রোজ, কিন্তু তেমন উষ্ণতা পাওয়া যাচ্ছে না ওটা থেকে, লুকাসের আরও কাছে সরে এল সে।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' বলল ভাইয়ের উদ্দেশে।

'এই তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি আমরা,' জবাব দিল লুকাস, 'ঘরে গিয়ে আরাম করতে পারবে যত খুশি!'

বাড়ি মুখো যাত্রার প্রথম আধঘণ্টায় আর কোন আলাপ হলো না

দুভাইবোনের মধ্যে।

'পিট,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে আবার কথা বলল রোজ।

'অ্যাঁ?'

'তুমি দেখছি একেবারে ঝিম মেরে আছ,' জানতে চাইল রোজ, 'ব্যাপার কি, খারাপ কিছু হয়নি তো?'

'দেখো—'

'জানি, জানি—আমাকে আগেই বলেছ তুমি, খারাপ কিছু ঘটেনি, ঘটার কারণও নেই—কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছে কোন কারণে বেশ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছ তুমি। আমাকে জড়াতে চাও না বলেই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছ আগাগোড়া। আমাকে সব খুলে বলো, প্লীজ, পিট!'

'কি করতে হবে আমাকে শুনি?' বলে উঠল লুকাস, 'বলার মত কিছু না থাকলেও একটা কিছু বলতেই হবে বানিয়ে?'

'না, তা কেন করবে!' বলল রোজ। 'আচ্ছা, পিট,' আবার বলল সে, 'সেদিন অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম বার্নে। ওগুলো আবার কবে কেনা হলো? আমি জানতে পারলাম না যে?'

'ঘোড়াগুলো আমাদের না। ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার পথে এদিকেই যাত্রা বিরতি করেছিল আমার কয়েকজন বন্ধু, ওগুলো তাদের ঘোড়া, রাখতে দিয়েছিল আমাদের বার্নে। আসলে ওই ঘোড়াগুলোই দেখেছিলে তুমি।'

'তাই বলো,' বলল রোজ, 'ইয়ে, এমনি জানতে চাইছি, যে কাজে শহরে গিয়েছিলে সারতে পেরেছ?'

'অ্যা? হ্যাঁ, কাজটা—নাহ্, পারিনি। যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সে আসেইনি। আমি অবশ্য আগেই আঁচ করেছিলাম সে

আসবে না। খুব একটা হতাশ হইনি তাই।'

'সেদিন টেক্স অস্টিনের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম,' আবার বলল রোজ, 'সে আমাদের র‍্যাঞ্চের পাঞ্চার হলে পে-রোলে তার নাম নেই কেন? তুমি যদি আমাকে না জানিয়ে লোকজনকে চাকরি দিতে শুরু করো—'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল লুকাস।

'টেক্স অস্টিনের কথা কি জানো তুমি?' জানতে চাইল।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রোজ। লুকাসের প্রশ্নের ভঙ্গিতে হতবাক।

'কিছুই না,' জবাব দিল ও, 'একবারই ওকে দেখেছি আমি, তাও খুব বেশি হলে দু'এক মিনিটের জন্যে হবে!'

'অ,' বলল লুকাস, কণ্ঠে স্বস্তির আভাস।

'আমি যেদিন শহরে গেলাম সেদিনের কথা,' আবার বলতে লাগল রোজ। 'বাকবোর্ড নিয়ে বাংকহাউসের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ঘোড়া ল্যাংচাতে শুরু করল। ঘটনা কি দেখার জন্যে সীট থেকে নেমে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই অস্টিন লোকটা বেরিয়ে এল। ঘোড়ার নাল পরীক্ষা করল সে। তারপর কি একটু খুটখাট করতেই আবার ঠিক হয়ে গেল ঘোড়াটা।'

'বুঝেছি,' বলল লুকাস, 'নিশ্চয়ই নুড়ি-টুড়ি আটকে গিয়েছিল ঘোড়াটার নালের ফাঁকে।'

'তা হতে পারে। সে যাকগে, লোকটাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বুঝলাম আগে কখনও তাকে র‍্যাঞ্চে দেখিনি, তাই নাম ধাম জিজ্ঞেস করলাম। সে আমাকে বলল র‍্যাঞ্চে নাকি নতুন এসেছে, তার আসল নাম অস্টিন হলেও ঘনিষ্ঠরা সবাই টেক্স ডাকে। কথাবার্তা এ-পর্যন্তই, চলে

যায় সে, তারপর আর তাকে দেখিনি আমি।'

'হয়তো আর কোনদিন দেখবেও না,' বলল লুকাস।

'সে-ও কি তোমার সেই ক্যালিফোর্নিয়াগামী বন্ধুদের একজন নাকি?' প্রশ্ন করল রোজ।

'হ্যাঁ- হ্যাঁ। ও যদি আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত তাহলে খুব ভাল হত। টেক্স অস্টিন কিন্তু দুর্দান্ত কাউহ্যান্ড। মানুষ হিসাবেও চমৎকার। অবিশ্বাস্য সব কথা দিব্যি চেহারা নির্বিকার রেখে বলতে পারে। ওর কোন্ কথা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যা বোঝা দায় হয়ে পড়ে। বন্ধুরা তো ওকে চাপাবাজ খেতাব দিয়ে বসে আছে। ওর কথায় আবার মেয়েরা কিন্তু পটাপট গলে যায়!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ! টেক্স তো দেখতে শুনতেও ভাল!'

'আমি অবশ্য অতটা খেয়াল করিনি,' বলল রোজ।

বাড়ি ফেরার দ্বিতীয় পর্যায়ে এর পর আর কোন কথা হলো না দুজনের।

পনের-বিশ মিনিট গড়িয়ে গেল, অবশেষে ঘোড়া ঘুরিয়ে বাকবোর্ড নিয়ে মূল রাস্তা থেকে বাঁক নিল লুকাস। র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকে বাংকহাউসের পাশ দিয়ে গিয়ে বার্নের সামনে থামাল বাকবোর্ড, একলাফে নেমে এল আসন থেকে, তারপর ঘুরে রোজের কাছে এসে দাঁড়াল দ্রুত। নেমে আসতে সাহায্য করল বোনকে।

'জলদি ঘরে চলে যাও তুমি, ঠিক আছে?' রোজকে বলল সে, 'গরম কাপড় গায়ে চড়িয়ে শীত তাড়ানোর ব্যবস্থা নাও।'

'কড়া গরম কফি খাবে নাকি তুমি?' জিজ্ঞেস করল রোজ।

'হ্যাঁ, পেলে মন্দ হয় না কিন্তু,' জবাব দিল লুকাস। 'তুমি আগে

যাও, ব্যবস্থা করো। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ব আমি।'

রাস্তা বরাবর দৌড়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল রোজ। ঘোড়াসহ বার্নে ঢোকার সময় কিচেনের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে লুকাস বুঝল ভেতরে ঢুকেছে রোজ। ঘোড়াগুলোকে হারনেসের বন্ধন থেকে মুক্ত করল লুকাস, একপাশে ঝুলিয়ে রাখল সব গিয়ার। তারপর ঘোড়াগুলোকে যার যার স্টলে ঢোকাল। কাজ শেষে প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। সহসা মেঝেয় একটা মানুষের বিকট ছায়া দেখতে পেল সে। থমকে দাঁড়াল আবার। আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

দরজা আটকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাইক ওয়ারনার। কপালে রক্ত জমাট বেঁধে আছে, তার ডান চোখটা এখনও পুরোপুরি বন্ধ; চোয়ালের ওপর লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন—সেদিন রসারের সঙ্গে মারপিট করার সময় আয় করেছে—দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনের হলদে আলোয় এমন বিভৎস লাগছে। দরজাটা টেনে আটকে দিল ওয়ারনার। মাথার টুপিটা ঠেলে আরও পেছনে সরাল, এবার গানবেল্টে দুহাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে মোলায়েম হাসল।

'আমাকে দেখে চমকে গেছ না, পিট?' কায়দা করে জিজ্ঞেস করল সে।

'কি বলতে চাও, চমকাব কেন?'

'ধাপ্পা দিয়ে এখন গা বাঁচানোর চেষ্টা করছ, না?'

'কি আবোল তাবোল বকছ, আমি তো কিছুই বুঝছি না!'

আরও প্রসারিত হলো ওয়ারনারের মুখের হাসি।

'না বোঝাই স্বাভাবিক,' বলল সে, 'তুমি তো রসার ব্যাটাকে আগে ভাগে খবর দিয়েই খালাস; এছাড়া আর কিছু করোনি। আর ওদিকে

আমরা ব্যাংকে হামলা চালানোমাত্র রুসারসহ শহরের প্রত্যেকটা লোক আমাদের ওপর পাল্টা হামলা চালিয়েছে। বুঝতে পারছ বোধ হয় এবার?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!' বলে উঠল লুকাস, 'অমন কিছুই করিনি আমি। আগেই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, ব্যাংক ডাকাতি করে পার পাবে না। তখন আমার কথায় পাত্তা দাওনি। এখন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাওয়ায় খেপে গেছ তুমি, অযথা মেজাজ দেখাতে চাইছ। আমার ওপর ঝাল ঝাড়তে চাইছ। এবার তোমার হাবভাব বদলানোর সময় হয়েছে, *মিস্টার* ওয়ারনার।'

আবার প্যান্ট টেনে ওপরে তুলল লুকাস, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু ওর পথ ছেড়ে সরল না ওয়ারনার। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল লুকাস।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল ও, 'কি করার কথা ভাবছ তুমি, সারা রাত ওভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

এবার একপাশে সরে দাঁড়াল ওয়ারনার। দরজার কাছে এসে ধাক্কা দিয়ে কবাট খুলতে গেল লুকাস, এই সময় সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল মাইক, অঘাত হানল সজোরে। 'হুক' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল লুকাসের গলা চিরে, কবাটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। একটু সরে দাঁড়াল এবার ওয়ারনার, তার হাতে লম্বা ফলাঅলা একটা ছুরি দেখা গেল, ওটার ডগা থেকে টুপটুপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে মেঝেয়।

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লুকাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ারনার। মাথার ওপর লহমার জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার হাতে ধরা ছুরির ফলা, পরক্ষণে আবার থ্যাঁচ করে সেঁধিয়ে গেল লুকাসের পিঠে, আমূল। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে দরজার কাছ থেকে সরে এল লুকাস। রক্তাক্ত ছোরা প্রস্তুত, ওর পেছন

পেছন এগোল মাইকও, সাপের মত হিসহিস শব্দ বেরোচ্ছে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। আবার মাথার ওপর ছুরি তুলল সে, আচমকা ঘুরে গেল লুকাস, মুখ থুবড়ে সটান পড়ে গেল মেঝের ওপর। চাপা একটা শব্দ হলো। নিথর পড়ে থাকল লুকাস। এক লাফে ওর পাশে চলে এল মাইক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল একমুহূর্ত, তারপর একটা পা পেছনে এনে সজোরে লাথি হাঁকাল লুকাসের মুখ বরাবর। দ্রুত পা ফেলে দেয়ালের লণ্ঠনটার দিকে এবার এগিয়ে গেল ওয়ারনার, কাঁচের ফানেলটা সামান্য উঁচু করে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল আগুনটা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা পড়ল বার্নের অভ্যন্তর। বেরিয়ে যাবার সময় আস্তে করে দরজাটা আটকে দিল সে।

গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা বরাবর এগোল রোজ।

'পিট!' গলা চড়িয়ে ডাকল একবার।

দাঁড়িয়ে পড়ে লুকাসের জবাব শোনার অপেক্ষা করল ও এক মুহূর্ত। জবাব নেই। খানিক পর জ্যাকেটটা ভাল করে জড়িয়ে নিল সে, আবার এগোল বার্নের দিকে।

একটানে বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল রোজ। ভেতরে কালো অন্ধকার দেখে রীতিমত অবাক হলো সে।

'পিট!' আবার ডাকল জোর গলায়।

কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে ভেতরে ঢুকল রোজ, পা বাড়াল সামনে, পরক্ষণে কিছু একটার সঙ্গে হোঁচট খেলো, সামলাতে না পেরে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে পড়ে গেল সে একপাশে। পিছু হটে আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল। পথ আগলে পড়ে থাকা জিনিসটাকে পাশ কাটিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালের কাছে এসে হাতড়ে হাতড়ে

এগোতে শুরু করল, দেশলাই রাখার টিনের বাক্সটা খুজেঁ বের করল দ্রুত, লণ্ঠনটা ধরল একহাত বাড়িয়ে, তেতে আছে কাঁচের ফানেল, চট করে হাতটা সরিয়ে নিল ও। বাক্স থেকে ঝটপট একটা কাঠি বের করে দেয়ালের গায়ে ঘষা দিতেই দপ করে জ্বলে উঠল ওটা। জ্বলন্ত কাঠি হাতে ঘাড় ফিরিয়ে মেঝের দিকে তাকাল রোজ। লহমায় বিস্ফারিত হলো তার দুচোখ। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লুকাসের লাশের ওপর যেন আটকে গেল দৃষ্টি। লুকাসের লাশের পাশে জমে ওঠা রক্তের ছোট ডোবাটা থেকে এদিক ওদিক গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে এখন ক্ষীণ রক্ত-ধারা, কাঠের পাটাতনের ফাঁক গলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নিচে। দৃশ্যটা রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল রোজকে। আচমকা গলা চিরে আর্তচিৎকার করে উঠল ও, কলজে কাঁপানো আর্তনাদ! ওর হাত থেকে খসে পড়ল দেশলাইয়ের কাঠিটা। দরজার দিকে দৌড়ে গেল রোজ, বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে। ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল কেউ একজন, সোজা তার সঙ্গে টক্কর খেলো। ওকে নিষ্ঠুর হাতে জাপটে ধরল লোকটা। হাত পা ছুঁড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল রোজ। নির্দয় একটা হাত প্রচণ্ড আঘাত করল ওকে। জ্ঞান হারানোর আগে রোজ বুঝতে পারল মাটি থেকে শূন্যে তুলে নেয়া হয়েছে তাকে। আবার যখন জ্ঞান ফিরল এর চেয়ে বেশি কিছু আর মনে করতে পারল না সে। সহসা টের পেল প্রচণ্ড দোল খাচ্ছে ওর শরীরটা, বুঝল ছুটন্ত একটা ঘোড়ার পিঠে রয়েছে এখন।

ঘোড়া হাঁকিয়ে রাস্তা বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে জন রুসার। হঠাৎ নিজের পারলার থেকে বেরিয়ে এল সাই ফিলিপস, ওকে দেখতে পেয়ে ইশারায় থামতে বলল। আচমকা রাশ টানল রুসার, ঘোড়া ঘুরিয়ে সাই

ফিলিপসের দিকে এগিয়ে গেল। বাধা পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল অ্যাগি নাক সিঁটকে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রসার।

ছিপছিপে একহারা গড়ন ফিলিপসের, সারাক্ষণই তার চেহারায় বিরক্তির ছাপ লেপ্টে থাকে, এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল সে।

'এবার দেখছি ছটা করে লাশ আসতে শুরু করেছে!' গজগজ করে বলল আন্ডারটেকার, 'এভাবে আর কতদিন চলবে বলো তো?'

'বোধ হয় আর বেশিদিন খাটতে হবে না তোমাকে।'

'এই ছয়জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম,' বলল ফিলিপস, 'সবার সঙ্গেই টাকা ছিল—ওদের পকেট, মোজা, বুট সব টাকায় একেবারে ঠাসা!'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত মানতেই হবে,' মন্তব্য করল রসার, 'কিন্তু এর মানে কি হতে পারে সেটা তো বুঝলাম না। অবশ্য এমনও হতে পারে এবার চোর ডাকাতদের দলে বড় লোকের ছেলেপেলেরাও নাম লেখাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে!'

আরও কুঁচকে গেল ফিলিপসের চোখমুখ।

'এটা কি ঠাট্টার বিষয় হলো?' প্রশ্ন করল সে।

'ঠাট্টার বিষয় হবে কেন!' বলল রসার, 'আচ্ছা খদ্দেরের কাছে টাকা পয়সা পেলে সেগুলো দিয়ে সাধারণত কি করো তুমি?' জানতে চাইল।

'তোমার কি ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফিলিপস, 'ওদের কবর দিতে টাকা পয়সা লাগে না আমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—লাগেই তো!' সায় দিল রসার। 'যা হোক, ফিলিপস, আমার মনে হয় শিগগিরই তোমার গণ কবরের কাজটায় ভাটা পড়বে।'

আবার বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল আন্ডারটেকার, ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে গেল ফের পারলারে।

'ব্যাটা আরামেই দিন কাটাচ্ছে বটে,' আপনমনে বিড়বিড় করল রসার। ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো সে আবার।

ছোটার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে অ্যাগি, শহর থেকে বেরিয়ে আসার পর মেয়ারটাকে দৌড়াবার সুযোগ দিল রসার। নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। কঠিন রাস্তায় ড্রামের বীটের মত শব্দ তুলতে লাগল ওটার খুর। হঠাৎ আবার আপনাআপনি গতি কমিয়ে ফেলল অ্যাগি। মুখ তুলে সামনে তাকাল রসার। ওদিক থেকে আরেকটা ঘোড়া এগিয়ে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রায় ঢিমে তালে এগোতে লাগল অ্যাগি। আরও সামনে বাড়ল রসার। অবশেষে কাছাকাছি হাজির হলো শহরমুখী এক ঘোড়সওয়ার। পরস্পরকে পাশ কাটানোর সময় 'হাই' বলল ওরা। যার যার পথে এগোল আবার।

'রসার!'

হঠাৎ ডাক দিল শহরগামী অশ্বারোহী।

আবার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি, রাগের সঙ্গে নাক দিয়ে একটা শব্দ করল। রসার ওকে ঘুরিয়ে নেয়ার প্রতিবাদ জানাল। অপর লোকটাও ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে এল। এড লাউরি।

'ও-ডট আউটফিটে যাচ্ছ নাকি?' জানতে চাইল ফোরম্যান।

'না,' জবাব দিল রসার, 'তেমন কোন ইচ্ছা এ মুহূর্তে নেই।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতেই শহরে যাচ্ছিলাম,' বলল লাউরি, 'তার আর দরকার হবে না এখন।'

'কি সমস্যা তোমার?'

স্যাডলে সহজ হয়ে বসল এড লাউরি।

'মনে হয় শিগগিরই চাকরির খোঁজে আমাকে আবার পথে নামতে হবে,' জানাল লাউরি, 'তাই ভাবলাম আগেই তোমাকে জানিয়ে রাখি কথাটা, আমার উপযুক্ত কোন চাকরির খোঁজ যদি তোমার কাছে থাকে জানাতে পারবে আমাকে।'

'অ। কিন্তু হয়েছেটা কি? তোমার কাজে কি ওরা সন্তুষ্ট নয়?'

'অসন্তুষ্ট যদি হয়েও থাকে এখনও প্রকাশ করেনি।'

'তাহলে তোমার কেন মনে হলো—'

'কারণটা মলি। সে মেরিকে এখানকার সব কিছু বিক্রি করে দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছে। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিয়ে ওরা নাকি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাবে!'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ!'

'তা পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, হেরে যাচ্ছে মেরি?'

'তা বলতে পারব না। ওকে বোঝা বড় কঠিন, কম কথার মানুষ, সমস্ত দিক ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়।'

'মনে হচ্ছে খামোকা আগ বাড়িয়ে দুশ্চিন্তা করছ তুমি,' বলল রসার, 'এখনও এতটা উদ্বিগ্ন হবার মত কোন কারণ ঘটেনি বলেই আমার বিশ্বাস।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ,' সায় দিল লাউরি, 'তবে আমি খারাপ কিছু ঘটতে পারে জানার পর তার মোকাবিলা করার জন্যে আগেভাগেই তৈরি থাকতে চাই, ব্যস। আমার কথাটা একটু মনে রেখো, রসার, সত্যি খুব উপকার হবে আমার; ভাল কোন কাজের খোঁজ পেলেই আমাকে জানিয়ো, কেমন?'

'অবশ্যই!'

'চমৎকার। আমি জানি নানা জায়গায় যাও তুমি, অনেক কথা তোমার কানে যায়, সেজন্যেই ভাবলাম কথাটা তোমাকে বলে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

আবার অ্যাগিকে ঘুরিয়ে নিল রসার। লাউরির ঘোড়ার পাশে নিয়ে এল ওকে।

'মলি বা মেরির সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় আমার কথা বোলো না ওদের,' স্যাডলে সহজ হয়ে বসতে বসতে বলল এড লাউরি। 'আমাদের আলোচনার কথাও জানিয়ো না কিছু। আমি বাজে কথা ছড়াচ্ছি ভেবে ওরা মন খারাপ করতে পারে!'

'ঠিক আছে, কিছু বলব না আমি,' বলল রসার, 'কথা হজম করার ট্রেনিংটা ভালই পেয়েছি আমি!'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই!' একটু বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দিল এড লাউরি। 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই খানিকটা।'

চন্দ্রালোকিত পথ বরাবর এগোতে শুরু করল দুই ঘোড়সওয়ার। ওদের স্টির‍্যাপ বারবার ঘষা খাচ্ছে। কয়েকবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করল অ্যাগি এবং প্রতিবারই লাগামে ঝাঁকি দিয়ে তাকে বিরত রাখল রুসার।

'কি হয়েছে ওটার?' জানতে চাইল এড লাউরি, 'সঙ্গে আর কেউ থাকুক চায় না?'

'আমার এই *মেমসাহেব* একটু মেজাজী,' জবাব দিল রুসার; 'প্রায়ই মেজাজ বিগড়ে যায় তার। এখন জোর কদমে ছুটতে চাইছে সে—তোমার ঘোড়াটাকে দেখাতে চায় যে দৌড়ে ওর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না!'

'অ,' বলল লাউরি, হেসে ফেলল, 'আমার ঘোড়ার সঙ্গে না পারলে আর ঘোড়া হলো কিসের! কি জ্যানো, আমার এই মূর্তিটা জানপ্রাণ দিয়ে দৌড়ায় আর এমন ভান করে মনে হয় উড়ে যাচ্ছে বুঝি—আর কোন ঘোড়াকে এমন করতে দেখিনি—তারপরও পথ ফুরায় না; মাঝে মাঝে তো আমি চারপাশে নজর বুলিয়ে নিশ্চিত হই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি না সত্যিই সামনে বাড়ছি! ঘোড়া বটে একটা!'

রাস্তাটা এখানে একটু চওড়া হয়ে গেছে। দুটো ঘোড়াই আবার গতি বাড়াল, সওয়ারীরা এবার আর বাদ সাধল না। ও-ডট র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি আসার আগে আর কোন কথা হলো না দুই রাইডারের মধ্যে। ঘোড়ার গতি কমাল ওরা অবশেষে।

'ঠিক আছে তাহলে, এখানেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি,' ঘোড়াকে পিছু হটাতে হটাতে বলল এড লাউরি, রসারকে পথ করে দিল সে এগিয়ে যাবার জন্যে। 'আবার ধন্যবাদ তোমাকে।'

'বাদ দাও,' জবাব দিল রুসার।

আবার ছুটতে শুরু করল অ্যাগি। ছায়াঢাকা রাস্তা বরাবর তীর বেগে ছোটার সময় তীক্ষ্ণ শব্দ করছে ওটা নাক দিয়ে, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করছে যেন, ভেবেছে লাউরির ঘোড়াটা তার এই আওয়াজ শুনতে পাবে। ও-ডট আর লুকাস আউটফিটের মাঝখানের ফাঁকটুকু কমে এল আস্তে আস্তে। লুকাস আউটফিটের কাছাকাছি এসে অ্যাগির গতি কমাল রুসার, এগিয়ে চলল হালকা চালে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নেমে এল রাস্তার পাশে জন্মানো ঘাসে, খুরের শব্দ চাপা পড়ে গেল। খানিকক্ষণের মধ্যেই র‍্যাঞ্চের একেবারে নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল রসার। র‍্যাঞ্চের উল্টোদিকে দাঁড় করাল ঘোড়াটা। র‍্যাঞ্চটার ঠিক পেছনে নুয়ে পড়া ডালপালার ভার নিয়ে ঝিমোচ্ছে একটা শেড-ট্রি, সেটার দিকে এগিয়ে

গেল রসার এবার। অ্যাগিকে দাঁড় করাল গাছের নিচে। স্যাডলে সহজ হয়ে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। স্যাডল থেকে নামল অবশেষে, দাঁড়িয়ে রইল মেয়ারের পাশে। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অ্যাগি। সহসা ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবার একটা তাগিদ অনুভব করল রসার; কোন ব্যাখ্যা নেই এর, বুঝিয়ে বলার উপায় নেই কোন। আবার অ্যাগির পিঠে চাপল রসার। কাজটার ভাল-মন্দ বিচার করার প্রয়াস পেল মনে মনে। আচমকা অ্যাগিই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্বটা তুলে নিল আপন কাঁধে, জোর কদমে রাস্তা অতিক্রম করে এগোতে শুরু করল সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাংকহাউসের কাছে পৌঁছে গেল রসার। অন্ধকারে ডুবে আছে দালানটা, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় অবিরাম এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে ওটার দরজা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, খট-খট শব্দ হচ্ছে। অবাক হলো রসার।

'অদ্ভুত তো ব্যাপারটা,' আপনমনে বলল ও, 'দরজার আওয়াজ শুনে কেউ ওটা আটকানোর জন্যে আসছে না!'

আসতেও পারে খানিকক্ষণের মধ্যে, ভাবল।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। আচমকা আপনা থেকেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা, তীব্র আওয়াজ হওয়া সত্ত্বেও কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। আবার এগোল রসার। খুদে কোরালটার দিকে একবার তাকাল, খাঁ খাঁ করছে। ঠিক সামনেই রয়েছে বার্নটা। ওটার সামনে এসে থামল রসার। খানিক অপেক্ষা করার পর নামল স্যাডল থেকে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে নজর ফেরাল, নিচের তলায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে ওখানে আসার ব্যাপারে কি বলবে মনে মনে গুছিয়ে নিল রসার। ওর বুটের নিচে খচ্-মচ্ শব্দ তুলছে নুড়ি পাথর, রাস্তা বরাবর র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে গেল ও। অ্যাগিকে হাঁটিয়ে

নিয়ে চলে এল দালানের পেছনে। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প দেখতে পেল রুসার। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল, তারপর টোকা দিল কবাটে। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ফের কড়া নাড়ল ও। এগিয়ে এসে মাথা দিয়ে ওকে গুঁতো দিল অ্যাগি। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল রুসার। তৃতীয় বারের মত টোকা দিল দরজায়। তবু কোন সাড়া নেই। দরজার নব ঘোরাল ও। নিঃশব্দে খুলে গেল কবাট, একটু অবাক হলো রুসার। দরজার কজায় নিয়মিত তেল দেয়া হয়, অনুমান করল, তাই শব্দ হয়নি কোন।

'হ্যালো!' দোরগোড়া থেকে ডাকল রুসার, 'কেউ নেই ঘরে?'

অটুট নীরবতা। ওকে যেন ভেঙচি কাটল ওরই কণ্ঠস্বর।

আস্তে করে ঘরের ভেতরে পা রাখল রুসার। ধীর পদক্ষেপে সামনে বাড়ল, যে কোন মুহূর্তে কারও দেখা পাওয়ার আশা করছে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রুসার। দুটো করে কাপ, পিরিচ আর চামচ রাখা টেবিলের ওপর; চিনির প্রলেপ দেয়া প্লেট ভর্তি বনরুটিও দেখতে পেল ও। এবার কড়া কফির সুবাস ধাক্কা দিল ওর নাকে। দ্রুত কামরার ওধারের স্টোভের কাছে এগিয়ে গেল রুসার। বেশ অনেকক্ষণ আগেই উতরাতে শুরু করেছে কফি, এখন কেটলির প্রান্ত বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পটের নিচে স্টোভের আগুন জ্বলছে এখনও। আগুন নিভিয়ে দিল রুসার। এতক্ষণ কফি উতরানোর হিসহিস একটা শব্দ হচ্ছিল; বন্ধ হয়ে গেল সেটা। মৃদু পায়ে বাড়ির সামনের দিকে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল রুসার। দোতলা পুরোপুরি অন্ধকার।

'হ্যালো!' আবার ডাকাল রুসার। 'কেউ আছ ওপরে?'

এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এক মিনিট বাদে আবার

কিচেনে ফিরে এল রসার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা গলে বেরিয়ে এল। চট করে ওর কাছে চলে এল অ্যাগি। ধীর পদক্ষেপে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছন থেকে আবার সামনের দিকে চলল রসার। হাঁটতে লাগল পাথুরে পথ ধরে, আগের মতই খচ্-মচ্ শব্দ উঠল বুটের নিচে। বার্নের কাছে এল ও, আবার মাথা দিয়ে ওকে গুঁতো দিল অ্যাগি। বার্নের দরজাটা খুলে ফেলল রসার। অন্ধকার। যান্ত্রিকভাবে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে পকেটে হাত ঢোকাল, প্যান্টের পায়ায় ঘষে জ্বালল, আলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। বাকবোর্ডটা দেখতে পেল রসার, ওটার আড়ালে কোত্থেকে যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজও শুনতে পেল। আবার সামনে পা বাড়াল রসার। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বড়জোর দশবার ফুট দূরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রসার। দশাসই কোন লোকের শরীর। বুঝতে দেরি হলো না ওর, পিট লুকাসের দেহ ওটা। নিভে আসা কাঠিটার আঁচ লাগল ওর আঙুলে। একটা খিস্তি দিয়ে হাত থেকে ফেলে দিল ও কাঠিটা। পরক্ষণে আরেকটা কাঠি জ্বালল। ওঅল ল্যাম্পটা খুঁজে বার করল ওর দৃষ্টি, দ্রুত ওটার দিকে এগিয়ে গেল। মিটমিট করছে দেশলাইয়ের কাঠিটা, হাত দিয়ে আড়াল করে আলোর শিখাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাল ও, ল্যাম্পটা জ্বালল তাড়াতাড়ি। ফিরে এল আবার লুকাসের কাছে। ঝুঁকে পড়ল। অনেক আগেই মারা গেছে লুকাস। লাশটা পরীক্ষা করল রসার। পিঠে দুটো ছুরির আঘাত আবিষ্কার করে আপনমনে মাথা দোলাল ও, সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার। চট করে সেই কালো লোকটার কথা মনে হলো ওর—মাইক ওয়ারনার।

'এটা তারই কাজ,' আপনমনে বলল রসার।

বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ও। ওকে অনুসরণ করল অ্যাগি। আবার

ফিরে এল র‍্যাঞ্চহাউসের সিঁড়ির গোড়ায়। এবার আর দ্বিধায় ভুগল না। দ্রুত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও বাড়ির ভেতর। কিচেনের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে সব কাঠি নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকাল, তারপর দ্রুত উঠে এল দোতলায়। কামরাগুলো তল্লাশি করল ও, একের পর এক দেশলাই জ্বালিয়ে চলল, পোড়া কাঠি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল সর্বত্র। আবার নিচে নেমে এল রসার, ক্লোজিটটা পরীক্ষা করল, তারপর প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। ওর দিকেই এগিয়ে আসছিল অ্যাগি, কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রসার, সেলারের খোঁজ করছে। অচিরেই ওটার দরজার সন্ধান পেয়ে গেল, মই বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে। কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল ও।

'এবার চল্,' অ্যাগিকে ডাকল। ঘুরে খটখট শব্দ তুলে ওর পাশাপাশি এগোল মেয়ারটা। রাস্তা ধরে বলতে গেলে দৌড়াচ্ছে রসার।

ঝড়ের বেগে বাংকহাউসে ঢুকে পড়ল রসার। রান্নার সুবাস লাগল নাকে। অনেক লোকের ঘামের গন্ধ মেশানো কাপড়ের গন্ধ পেয়ে বুঝল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের বসবাস ছিল এখানে। তারা বিদায় নিয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। খুবই সংক্ষিপ্ত হলো তদন্তের এ পর্বটা, মিনিট দুয়েক বাদেই আবার বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল রসার। অ্যাগির পিঠে উঠে বসল ও, সোজা উঠে এল বড় রাস্তায়, মুহূর্তের জন্যে থেমে করণীয় স্থির করার প্রয়াস পেল। শহর থেকে এখানে আসার পথে লাউরি ছাড়া আর কাউকে দেখেনি ও। তারমানে এখানকার হত্যাকাণ্ডের নায়ক আর কোথাও নয় সোজা পুব দিকে চলে গেছে, ওর নাগালের বাইরে। মনস্থির করে ফেলল রসার দ্রুত। নিজের ওপরই রাগ লাগছে, আরও আগে কেন আসল না এখানে? তাহলে হয়তো অঘটনগুলো ঠেকানোর একটা ব্যবস্থা নেয়া যেত। পিট লুকাসকে মরতে হত না। ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছে

বলে সাই ফিলিপস আর এড লাউরিকে মনে মনে গাল দিল রসার। অ্যাগির ওপর ঝাল ঝাড়ল ও—ওটার পেছনে সজোরে একটা চাপড় কষাল। বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়ারটা, দু'পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল। আবার চাপড় দিল রসার। এবার বুঝে গেল অ্যাগি ওর সঙ্গে আহ্লাদ করার মুডে নেই এখন রসার। সাঁই করে সামনে ছুটতে শুরু করল ওটা, নীরব রাস্তায় প্রতিধ্বনি তুলল খুরের শব্দ। প্রায় মাইলখানেক সোজা চলে গেছে রাস্তাটা, তারপর প্রায় বিনা নোটিসে বেঁকে গেছে অনেকটা, কিছুক্ষণ পর আবার সোজা হয়েছে।

বাঁক পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর ওদের সামনে রাস্তার দু'পাশে গাছপালার সারি দেখতে পেল রসার, বড় আকারের গাছও আছে—চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নুয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করল রসার, আত্মরক্ষার খাতিরে। ডালপালার আঘাত বেচারা অ্যাগিকে সইতে হলো। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় ডালের ঘায়ে আঘাত পেয়ে আর্তনাদ করতে লাগল মেয়ারটা। অচিরেই গাছপালার সারি পেছনে ফেলে এল রসার। চারপাশে একবার নজর বোলাল ও, কিন্তু কোন কিছুই পরিচিত ঠেকল না। বাতাস আরও হিম হয়ে গেছে এখন, গতি বাড়ছে ক্রমশ; বোঝা গেল খোলা প্রান্তরে পৌঁছে গেছে ওরা। সহসা দক্ষিণে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল রাস্তাটা, একই সঙ্গে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করল। স্যাড্লের ওপর পাক খেয়ে পেছনে তাকাল রসার। মনে মনে আন্দাজ করল প্রায় মাইল খানেক পথ পেছনে ফেলে এসেছে ও।

আবার সোজা হয়ে বসল রসার। রাস্তার দুধারে এবার ইয়া বড় বড় বোল্ডার দেখা গেল, রূপালি চাঁদের আলোয় অস্বাভাবিক শাদা দেখাচ্ছে ওগুলোকে, ঝিকমিক করছে। বেশ কয়েকশো ফুট পাথর দেখতে

দেখতে এগোল রসার, তারপর হঠাৎ মিলিয়ে গেল পাথরগুলো; আস্তে আস্তে দুপাশের মাটি যেন দেয়ালের মত উঁচু হতে শুরু করল। অচিরেই বুঝে গেল রসার একটানা ঢালু জমি বরাবর নিচের দিকে যাচ্ছে ওরা, একটা সংকীর্ণ পাসের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে এখন, ক্রমেই চেপে আসছে যেন ওটা; পাসের দুই দেয়ালের মাঝে সংকীর্ণ জায়গায় বহুগুণে বেড়ে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ঝট করে একবার মাথা তুলে তাকাল অ্যাগি, নাল পরানো খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি সে উপভোগ করছে বলে মনে হলো রসারের; সন্তুষ্ট মনে হলো ঘোড়াটাকে। প্রায় শখানেক ফুট একটানা নামল রসার, তারপর সহসা অ্যাগির খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি থেমে গেল। থমকে দাঁড়াল মেয়ারটা, আঁচড় কাটল মাটিতে; তারপর যেন আচমকা সচকিত হয়ে উঠল সে। সংকীর্ণ ক্যানিয়ন ছেড়ে একটা ঘাসে ছাওয়া উপত্যকায় এসে পড়েছে ওরা। উপত্যকার পুরু ঘাসে খুরের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে গালিচার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওটা। চারপাশে আবার নজর চালাল রসার। মোটামুটি নিশ্চিত ও, সীমান্ত অতিক্রম করে মেক্সিকোয় চলে এসেছে ওরা। এবার কোন দিকে যাবে? নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা উপস্থিত।

মাথা নাড়ল রসার। অর্থহীন ব্যর্থ প্রয়াস। হঠাৎ কি ভেবে আকাশের দিকে তাকাল ও, দেখতে পেল: ছোট ছোট অগ্নিকণা সাঁ করে ছুটে গেল আকাশের দিকে, আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে কেউ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে গেল আভাটা; অসীম শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল কেবল। কিন্তু আগেই পাঁই করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছে রসার, যেদিকে আগুনের আভা দেখা গেছে সেদিকেই তুফান বেগে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। আবার আগের জায়গায় আগুনের আভা

দেখা গেল। ছুটন্ত মেয়ারটার গতিপথ সামান্য বদলাল রসার। আধ মাইলটাক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রসার, অবশেষে অন্ধকারে কালো প্রায় অদৃশ্য কতগুলো ঘর যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো ওদের সামনে। রাশ টেনে অ্যাগিকে দাঁড় করাল রসার, চটপট নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, অ্যাগির দিকে ফিরে ওটার ঘাড়ে আদর করে মৃদু একটা চাপড় দিল, তারপর পা বাড়াল সামনে।

কালো একটা ঘর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। ঘরটার চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এল রসার। হঠাৎ ঘাসের ওপর হলদে আলো লুটিয়ে পড়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়াল ও। চট করে তাকাল আলোর উৎসের দিকে। দালানটার ওদিকে একটা চৌকো জানালার ফোকর গলে বেরিয়ে আসছে আলোটা। ওর দিকে এগিয়ে গেল রসার। কাছে আসার পর বুঝতে পারল এটা আসলে বড়সড় একটা ডোব-শ্যাক। সন্তর্পণে জানালার কাছে চলে এল রসার, চট করে উঁকি দিল ভেতরে, পলকের জন্যে একটা লোককে দেখতে পেল, চিকন গোঁফঅলা এক মেক্সিক্যান। কামরার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছে সে, রসারের অবস্থান থেকে তাকে দেখা গেল না। উবু হয়ে জানালার এপাশে চলে এল রসার, উঁকি দিল আবার। দেখতে পেল মেক্সিক্যানের সঙ্গীকে—মাইক ওয়ারনার। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে লোকটার, তবু তাকে চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না রসারের। লোকটাকে সেদিনই কেন খতম করল না ভেবে মনে মনে আফসোস করল ও। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ওয়ারনার, প্যান্ট টেনে ওপরে ওঠাল। নিমেষে আবার অন্ধকারে মিশে গেল রসার। দরজা খোলার শব্দ শুনে বুঝল বেরিয়ে যাচ্ছে মাইক। অচিরেই তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। পেছন দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রসার, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে আরেকটা ছাপরার দিকে

এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রসার; তারপর হোলস্টারের পিস্তলজোড়া ঢিল করে নিয়ে চলে এল ছাপরার সামনে। পিস্তল বের করে নিল হাতে এবং দরজা খুলে ছাপরার ভেতর ঢুকে পড়ল। ওর পায়ের ধাক্কায় দড়াম করে কবাট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সাত

ছোট একটা টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিল ম্যাক্সিক্যান, আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল রসারের দিকে, আন্তরিক হাসল; তার ছোট ছোট দাঁতগুলো একেবারে ঝকঝকে শাদা, বাদামী চেহারার পটভূমিতে ঝিলিক মেরে উঠল যেন।

'আহ্, সেনর,' গলায় খুশি খুশি ভাব ফুটিয়ে ওকে স্বাগত জানাল সে, 'এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত! মোরালেস জানত তুমি আসবেই। কিন্তু পিস্তল কেন, সেনর! আমরা বন্ধু, তাই না? নাকি মোরালেসকে তুমি অবিশ্বাস করো?'

'তোমাকে অবিশ্বাস করতে যাব কেন, বলো!' বলল রসার, ওর কোল্টের মায্‌ল ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েই রইল মেক্সিক্যানের বুকের দিকে। 'তুমি যাতে বোকার মত উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসো সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই এটা হাতে রাখা, আর কিছু না। তোমার হাত

জোড়া টেবিলের ওপর রাখো দেখি।'

আবার হাসল মোরালেস।

'ব্যাংক থেকে সরানো পুরো টাকাটাই,' কামরার এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ট্রাংকের দিকে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'ওটায় আছে। সব মিলিয়ে একত্রিশ হাজার ডলার, সেনর। মোরালেস নিজের মর্যাদা বোঝে, সেনর, সেজন্যেই সেনর ব্রায়ানের সামনে সমান ভাগ করার অপেক্ষায় ছিল, এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও ছোঁয়নি!'

'ওই জানালাটায় একটা কিছু টানিয়ে দাও,' আদেশ দিল রসার।

শব্দ করে হাসল মোরালেস।

'এখানে এমন কেউ নেই যাকে ভয় পেতে হবে,' রসারকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল।

'তাই নাকি? তাহলে ওই লোকটা কে?'

'ওই লোকটা? ওহ্-হো, সেনর মাইকের কথা বলছ?' জানতে চাইল মোরালেস, তারপর মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'আজ আর নিজের শ্যাক ছেড়ে বাইরে আসছে না সে, সেনর। দুনিয়ার সেরা সুন্দরীকে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে সেনর মাইক। যাহোক, তুমি যখন বলছ…'

উঠে দাঁড়াল মোরালেস, এগিয়ে গেল একটা চেয়ারের দিকে, ওটার ওপর একটা ব্ল্যাঙ্কেট রাখা। ব্ল্যাঙ্কেটটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলল মেক্সিক্যান, জানালায় টানিয়ে দিল, তারপর আবার পেছনে সরে এসে তাকাল রসারের দিকে।

'এবার, সেনর, টাকার হিসাবটা চুকিয়ে ফেলা যাক!'

'একটু দাঁড়াও!' আবার আদেশের সুর ধ্বনিত হলো রসারের কণ্ঠে।

'অ্যাঁ!'

এতক্ষণ মোরালেস যে চেয়ারে বসেছিল একহাতে সেটা ধরল

রসার, ঝট করে ঘুরিয়ে টেনে এনে ঠেসে দিল কবাটের ওপর। এখন আর চট করে খোলা যাবে না দরজাটা।

'ওই মাইক লোকটা এখানে কি করছে?' জানতে চাইল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল মোরালেস।

'ওর সঙ্গে তোমার কি ব্যবসা?' আবার জিজ্ঞেস করল রসার।

'বড্ড বিদঘুটে প্রশ্ন, সেনর,' বলল মোরালেস। 'সবার সঙ্গে একই ব্যবসা করি আমি। ক্যাটলবায়ার আমি—তোমার গরু, সবার গরু কেনাই আমার কাজ!'

'আচ্ছা! কিন্তু মাইক লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।'

'আমারও লাগে না, সেনর। কচাকচ্ খালি ছুরি চালাতে চায়, তার হাতও চলে দারুণ!'

'তার সঙ্গের মেয়েটা কে?'

'তা বলতে পারি না,' চট করে বলে উঠল মোরালেস, 'তবে এটুকু বলতে পারি মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী, মাথায় লাল রঙের চুল, ঠিক তোমার মত, সেনর ব্রায়ান!'

মেয়েটা রোজ ছাড়া অন্য কেউ নয়, ভাবল রসার। সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এখন। লুকাসকে ছুরি মেরে খুন করেছে মাইক ওয়ারনার, তারপর রোজকে অপহরণ করে সটকে পড়েছে, গা ঢাকা দিয়েছে এখানে এসে। ব্রায়ানের ব্যাপারটাও পরিষ্কার। রসারের কাছে নামটা মোটেই নতুন নয়। টেক্সাসের ল-এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা চেহারা না দেখলেও একনামে চেনে লোকটাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক দিন যাবত ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আইনের দীর্ঘ হাত, কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেছে সে। লোকটাকে বিবেকহীন খুনী হিসাবে জানে সবাই; নিষ্ঠুর সে, এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানোই তার বৈশিষ্ট্য। এক

কথায় বলতে গেলে স্টেটের সব কটা কাউন্টির ওঅন্টেড লিস্টে নাম রয়েছে ব্রায়ানের। মাঝখানে কিছুদিন তার উৎপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই ধরে নিয়েছিল হয়তো আজানা কোন জায়গায় খুন-খারাবি করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে বদমাশটা, শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে এতদিনে! কিন্তু না, এখন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে : বহাল তবিয়তেই আছে শয়তানটা, আবার আগের মত বদমায়েশি শুরু করেছে। সীমান্তের এপারে এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিল সে-ও; রেঞ্জার বাহিনী ভেঙে যাওয়ায় সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে এবং স্বভাবতই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে সে। লোকটার সাংগঠনিক ক্ষমতা অসাধারণ আর রয়েছে নেতৃত্ব দেয়ার অতুলনীয় গুণ; এ দুটোকে কাজে লাগিয়ে, সন্দেহ নেই, দুনিয়ার সব পলাতক আসামীকে টেনে নিয়েছে সে নিজ দলে, গড়ে তুলেছে বিশাল হানাদার বাহিনী; তার নির্দেশ আর পরিকল্পনা মোতাবেকই দিনের পর দিন সীমান্তবর্তী শহর আর র‍্যাঞ্চগুলোয় ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা; গরু ছিনতাই করছে, মানুষ মারছে!

'মাইকের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বলল রসার।

'এখন বিরক্ত করলে খেপে যাবে সে,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল মোরালেস।

পরস্পর শক্ত হয়ে চেপে বসল রসারের দুঠোঁট।

'খেপে যাবে, তাই না?'

মৃদু হাসল মোরালেস।

'ওহ্, সেনর! তোমার আসলেই জবাব নেই,' বলল সে, 'যেমন তেজ, তেমনি সাহস। বুঝতে পারছি কেন তোমার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় সবাই। এক্ষুণি আমি গিয়ে ডেকে আনছি ওকে, তুমি অপেক্ষা করো।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মোরালেস, একহাত বাড়াল নবের দিকে, অন্য হাতে চেয়ারটা সরাতে গেল; ঠিক এই সময় ঝিলিক মেরে শূন্যে উঠে গেল রসারের হাতে ধরা পিস্তল, পরক্ষণে ধাঁই করে নেমে এল মোরালেসের অরক্ষিত চাঁদি ররাবর, বিশ্রী একটা শব্দ হলো। জায়গায় জমে গেল মোরালেস, পড়ে যাচ্ছিল হুড়মুড় করে, নিমেষে তাকে ধরে ফেলল রসার। মেঝের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল আস্তে করে। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল, কামরার চার ধারে নজর বোলাল একবার। মোরালেসের হাত দুটো বাঁধার জন্যে দড়ি জাতীয় একটা কিছু খুঁজছে। শেষে মেক্সিক্যানের ওপর ঝুঁকে পড়ল রসার, চিত করে শোয়াল তাকে। লোকটার কোমরে রূপোর চমৎকার নকশা করা একটা বেল্ট দেখতে পেল রসার। দ্রুত হাত চালিয়ে বেল্টটা খুলে নিল। আবার উপুড় করল মেক্সিক্যানকে, হ্যাঁচকা টানে পেছনে নিয়ে এল তার হাতজোড়া, কষে বেঁধে ফেলল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল আবার, পিছিয়ে এল দরজার দিকে, ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল চেয়ারটা, তারপর কবাট খুলে পা রাখল বাইরে। ওয়ারনারের ছাপরার কাছে যেতে মিনিট দুয়েকের বেশি সময় লাগল না ওর।

ছাপরাটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল রসার। সাইড-ওঅলের একটা জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু জানালায় পর্দা টানানো থাকায় ভেতরের কোন কিছুই দেখতে পেল না; কেবল ল্যাম্পলাইটের আলোর ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেল। উবু হয়ে এবার দরজার দিকে এগোল রসার। আস্তে করে নব ঘোরাল, কিন্তু, খুলল না দরজাটা। সন্তর্পণে ঘুরে ছাপরার পেছনে চলে এল রসার। হঠাৎ একটা চীৎকার ধাক্কা দিল কানের পর্দায়, চট করে মুখ তুলে তাকাল ও; সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল মোরালেসের ছাপরার ওখান থেকে এসেছে

আওয়াজটা। সাবধানে ফের উঁকি দিল রসার। কাঠের দেয়ালের সঙ্গে দরজার সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনতে পেল, ঘাসের ওপর আলোক রশ্মি লুটিয়ে পড়ল এসে। ছাপরা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা লোক। ওটা মোরালেস ছাড়া আর কেউ নয়, বুঝতে পারল রসার। লোকটার মুখে একটা কিছু গুঁজে দেয়া উচিত ছিল, সেটা তো করেইনি; তার পা-জোড়া বাঁধার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে ও বেমালুম। এমন হাস্যকর অসাবধানতার অপরাধে নিজেকে চড় কষাতে ইচ্ছা হলো রসারের। নিমেষে আবার পিস্তল বের করে নিল ও হোলস্টার থেকে। কিনারা ঘুরে ছাপরার এক পাশে চলে এল। দেয়ালের ছায়াময় আড়াল পেয়ে খুশি হলো মনে মনে। তুফান বেগে ছুটে আসছে মোরালেস। কিভাবে খোদা মালুম, বেল্টের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে লোকটা।

'মাইক!' চেঁচিয়ে উঠল মেক্সিক্যান। 'মাইক!'

'বোকারাম!' বিড়বিড় করে বলল রসার।

একটু উঁচু হলো ওর পিস্তলের মায্ল, পরক্ষণে নিজেকে নিবৃত্ত করল ও। এখন লোকটাকে থামানোর চেষ্টা চালিযে কিংবা তার মুখ বন্ধ করে কোন লাভ হবে না। সন্দেহ নেই তার চীৎকার শুনতে পেয়েছে মাইক ওয়ারনার। বরং মোরালেস যদি অক্ষত অবস্থায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তাহলে রসারের উপকার হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ওকে দরজা খুলে দিতে দ্বিধা করবে না ওয়ারনার। তারপর কি ঘটবে সেটা অবশ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে ওই দুজন কি করে তার ওপর। এক সময় না একসময় ওয়ারনারকে ওই ছাপরার বাইরে আনার ব্যবস্থা নিতেই হবে। সে যত আগে বেরিয়ে আসবে তত দ্রুত ফয়সালা হয়ে যাবে গোটা ব্যাপারটার।

'মাইক!' আবার চিৎকার করল মোরালেস।

হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে, দুমাদুম কিল মারতে শুরু করল কবাটের ওপর। আরও উঁচু হলো রসারের পিস্তলের মায্‌ল। দরজার বোল্ট খোলার শব্দ শুনতে পেল ও। খুলে গেল দরজাটা।

'সেনর মাইক!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মোরালেস, 'লোকটা... লোকটা...সেনর ব্রায়ান নয় সে! কোথায় গেল?'

'কি আবোল তাবোল বকতে শুরু করলে, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!' জবাব দিল ওয়ারনার।

'সেনর মাইক, তোমার সঙ্গের ওই মেয়েটার মত, সেনর ব্রায়ানের মত লাল চুলঅলা লম্বা এক লোক, প্রথমে তাকে সেনর ব্রায়ানই ভেবে নিয়েছিলাম আমি; অনেক দিন আগে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলাম তো, তাই ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাটা আমার মাথায় পিস্তলের বাড়ি মারতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সে সেনর ব্রায়ান নয়। একটা ঠগ!'

এরপর আর স্পষ্ট কিছু শুনতে পেল না রসার। কেবল চাপা কণ্ঠের ফিসফিস আওয়াজ ভেসে এল। এখনও হাঁপাচ্ছে মোরালেস। আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। মোরালেসের দরজা থেকে সরে আসার অপেক্ষা করল রসার। কিন্তু তাকে বিদায় নিতে না দেখে খানিকটা বিস্মিতই হলো ও। অধৈর্য হয়ে আবার মাথা বের করে উঁকি দিল রসার। মোরালেসের টিকিটিও দেখা গেল না। মাইক বোধ হয়, ভাবল রসার, মোরালেসকে ঘরে নিয়ে গেছে। মনে মনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার প্রয়াস পেল ও। কি করা উচিত এখন? পিছিয়ে গিয়ে ছাপরার ওপর গুলি বর্ষণ করা যায়, কিন্তু তারপর? এ সমস্যার একটা সমাধানই আছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে ওয়ারনারকে। সহসা, মাথার ওপর ছাদে মৃদু একটা শব্দ হয়েছে বলে মনে হলো রসারের, এতই ক্ষীণ

যেন গাছের পাতা ঝরে পড়েছে কোথাও, শোনা যায় না বললেই হয়—তাই বিশেষ গুরুত্ব দিল না রুসার। পরক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে, বোধ হয় সহজাত প্রবৃত্তির বশেই সরে গেল একপাশে—ঠিক এই সময় ছাদ থেকে লাফিয়ে নেমে এল একটা ছায়ামূর্তি। ওকে ধরার চেষ্টা করল সে, কিন্তু রুসার সরে যাওয়ায় ব্যর্থ হলো। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

পলকে ঘুরে দাঁড়াল রুসার। ছায়ামূর্তির হাতে একটা ছুরি ঝলসে উঠতে দেখল ও। লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রুসার, ডাণ্ডার মত করে সপাটে হাঁকাল পিস্তলটা। শত্রুর গায়ের ওপর পড়ল ও। ঝট করে জোড়া পা সামনে মেলে দিল লোকটা। রুসারের হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল, ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল ও। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল লোকটা, গড়িয়ে সরে গেল খানিকটা, পর মুহূর্তে হাঁচড়েপাঁছড়ে উঠে দাঁড়াল এবং তেড়ে এল রুসারের দিকে। পলকের জন্যে ছুরিটা দেখতে পেল রুসার। লোকটা ছুরি চালাতেই তার ছুরি ধরা হাতের কব্জিটা চট করে মুঠোর মধ্যে বন্দী করে ফেলল ও। আততায়ী অসম্ভব শক্তিধর, দড়ির মত পাকানো শরীর তার, হিংস্র ভঙ্গিতে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল রুসারের সঙ্গে। ক্রমাগত পাক খাচ্ছে ওরা, ঘুরছে; একের পর আঘাত হানছে পরস্পরকে; যখন যেভাবে পারছে—লাথি, ঘুসি, চড় বাদ গেল না কোনটাই। কিন্তু ছুরি ধরা হাতটা কিছুতেই আলগা হতে দিল না রুসার। আচমকা একটা আক্রমণে রুসারকে আবার হাঁটু দিয়ে আঘাত করল ছুরিঅলা, পিছলে সরে যাবার চেষ্টা চালাল। তার কব্জির ওপর থেকে আরেকটু হলেই আলগা হয়ে যাচ্ছিল রুসারের হাতটা। কিন্তু আততায়ীর সঙ্গে প্রায় ঝুলে রইল ও, অনুসরণ করল তাকে। সশব্দে আছড়ে পড়ল ও লোকটার ওপর। সাঁই করে নেমে এল এবার ছুরি ধরা হাতটা। শরীরের

প্রতি আউন্স ওজন কাজে লাগাল রসার, হাতটার ওপর ছেড়ে দিল নিজের দেহের পুরো ভার। যন্ত্রণায় একবার মোচড় খেলো লোকটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। হাত পায়ে ভর দিয়ে সোজা হলো রসার। আততায়ীর বুকে আমূল সেঁধিয়ে গেছে তারই হাতের ছুরি। ভাল করে লোকটাকে দেখল ও। মাইক নয়। মেক্সিক্যান মোরালেস।

'মোরালেস!' এবার ফিসফিসিয়ে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল রসার, থাবা দিল হোলস্টারে। মনে নেই, আগেই পিস্তল ড্র করেছিল ও, মেক্সিক্যানের সঙ্গে মারপিটের সময় ওটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। পিস্তলটা যেখানে পড়েছে নিমেষে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রসার, থাবার মধ্যে পুরল ওটাকে, তারপর মুখ তুলে তাকাল। ঘাসের ওপর একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। ছাপরার কোণ ঘুরে বেরিয়ে আসছে লোকটা। তার চেহারা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না রসার। ওয়ারনার ছাড়া আর কে হবে! মাইক ওয়ারনারই। সময় নষ্ট না করে গুলি চালাল রসার। গুলির ধাক্কায় পড়ে গেল ওয়ারনার। নিজেকে আবার টেনে তুলল সে। ওয়ারনারের ওপর নজর স্থির রেখে একটু পিছিয়ে এল রসার। ছাপরার দেয়ালের এক কোণে মুহূর্তের জন্যে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ওয়ারনার, তারপর আচমকা মোচড় খেলো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে এক পাশে সরে এসে ফের ট্রিগারে টান দিল রসার। একটা ছুরি ঝিলিক মেরে ওর পাশ দিয়ে উড়ে গেল সাঁই করে, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। আবার লুটিয়ে পড়ল ওয়ারনার। উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। আস্তে আস্তে যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে—শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এখন লোকটার, দম ফুরিয়ে আসছে—কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো ওয়ারনার, স্থির হয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আবার, আর নড়ল না।

এক দৌড়ে ছাপরার সামনের দিকে চলে এল রসার, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। কি যেন নড়ে উঠল কবাটের ওপাশে। গোঙানির শব্দ শুনতে পেল রসার। দ্রুত ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার আটকে দিল ও; কামরার এক কোণে হাঁটুর ওপর মাথা ফেলে জবুথুবু ভঙ্গিতে বসে আছে রোজ, ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পলকে রোজের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রসার।

'রোজ,' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল মেয়েটা, ওর গালে তাজা রক্তের একটা দাগ দেখা গেল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রুমাল বের করল রসার, আস্তে করে মুছে দিল রক্তটুকু। এবার পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাল রোজ।

'রসার!' ফিসফিস করে বলে উঠল সে।

আবার চোখ বুজল মেয়েটা, ঢলে পড়ল রসারের দিকে। ওকে এক মুহূর্ত আগলে থাকল রসার, তারপর দুহাতে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ওর কাঁধের ওপর মাথা ফেলে রেখেছে মেয়েটা।

'মাইক,' রোজকে বলতে শুনল রসার।

থেমে তাকাল ও মেয়েটার দিকে।

'ভুলে যাও ওর কথা,' বলল রসার, 'আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না সে।'

'টাকাগুলো,' আবার বলল রোজ, 'ওর বেল্টে রয়েছে!'

'তোমাদের টাকা?'

'না। ব্যাঙ্কারদের।'

'ও,' বলল রসার, যদিও কথাটার মানে ও ধরতে পারেনি পুরোপুরি।

'ওরাই গরু চুরির জন্যে দায়ী,' বলল রোজ।

রসার ধরে নিল ওরা বলতে ওয়ারনার আর লুকাসের কথাই বোঝাচ্ছে মেয়েটা।

'ওই মেক্সিক্যান—,' আবার জানাল রোজ, '—মোরালেসের কাছে গরু বিক্রি করত ওরা। সে কি—'

'মাইককে সঙ্গ দিচ্ছে এখন,' বলল রসার।

'ওহ।' বলল রোজ, 'আজই সব জানতে পেলাম আমি। মাইক আর মোরালেস আলাপ করছিল, আমি সবই শুনেছি। পিটের খবর জানো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা মাইকের কাজ!'

'আগেই আন্দাজ করেছি আমি।'

'লোকটা খুব খারাপ,' বলল রোজ, 'আমার গায়ে হাত তুলেছে সে—দুবার!'

রোজকে ঘাসের ওপর আস্তে করে শুইয়ে দিল রসার, ঠাণ্ডা ঠেকল ওর শরীর। মোরালেসের ছাপরার জানালায় টানানো ব্ল্যাঙ্কেটের কথা মনে পড়ল ওর।

'দাঁড়াও, এক্ষুণি আবার আসছি আমি,' বলে ছাপরার দিকে পা বাড়াল রসার। মিনিট খানেক বাদেই ব্ল্যাঙ্কেট সহ ফিরে এল, ওর হাতে একটা প্যাকেটও দেখা যাচ্ছে। ওটা রোজের হাতে দিল রসার। 'এটা একটু রাখো তোমার কাছে,' বলল ও। ব্ল্যাঙ্কেটের ভাঁজ খুলে রোজের গায়ে জড়িয়ে দিল সস্নেহে। 'ঠিক আছে?'

'হুম,' বলল রোজ। রসারের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে স্মিত হাসল। 'এখন বেশ আরাম পাচ্ছি, ভাল লাগছে।'

'আর মাত্র একমিনিট সময় নেব আমি,' বলল রসার, তারপর এক দৌড়ে মাইক ওয়ারনার যেখানে রক্তে ভেজা ঘাসে পড়ে আছে সেখানে

চলে এল। সামনে ঝুঁকে চিত করে শোয়াল ওয়ারনারকে, তার প্যান্টে গোঁজা শার্টের নিচের অংশ টেনে বের করে ফেলল। কোমরে জড়ানো মানিবেল্টটা দেখতে পেয়ে দ্রুত ওটা খুলে নিল রসার, সময় নষ্ট না করে নিজের কোমরে বেঁধে ফেলল। দ্রুত পায়ে আবার ফিরে এল ও রোজের কাছে। 'পাওয়া গেছে,' সংক্ষেপে জানাল ও, অর্থপূর্ণ টোকা দিল মানিবেল্টে। 'ঠিক আছে? এবার তাহলে রওনা দেয়া যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

রোজকে ধরে দাঁড় করাল রসার, স্থির হতে সাহায্য করল তাকে, তারপর ছেড়ে দিল।

'ওদিকে আছে আমার ঘোড়াটা,' মোরালেসের ছাপরার ওধারে ইঙ্গিত করে বলল রসার। 'তুমি একটু অপেক্ষা করো।'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?' জানতে চাইল রোজ।

'অবশ্যই শহরে,' জবাব দিল রসার, রোজের দিকে তাকাল। 'কেন?'

'হ্যাংকদের সন্দেহ আগাগোড়া ঠিক ছিল,' বলল রোজ, 'আমাদের ব্যাপারে ওদের প্রতিটি কথাই আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ আমি কেমন খেপে উঠেছিলাম সেদিন মলির ওপর, চড় পর্যন্ত মেরেছি, এখন নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হবে ওর কাছে!'

'না,' বলল রসার, 'তেমন কিছুই করতে হবে না তোমাকে। তুমি যা করেছ পূর্ণ অধিকার বলেই করেছ। তাছাড়া সে নিশ্চিতভাবে যা জানে না সেটা তাকে না জানতে দিলে খুব একটা ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। অন্যদের বেলায়ও খাটে কথাটা।'

'কিন্তু টাকা?'

'এই টাকা যাতে র‍্যাঞ্চাররা আনুপাতিক হারে ফেরত পায় সে ব্যবস্থা

নেব আমরা। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ও,' হঠাৎ বলে উঠল রোজ, 'মোরালেসকে একটা লিস্ট দেখিয়েছিল মাইক। র‍্যাঞ্চের নাম আর কোন র‍্যাঞ্চ থেকে কতগুলো গরু চুরি করা হয়েছে তার হিসাব লিস্টটায় লিখে রেখেছিল মাইক।'

'তবে তো আরও সহজ হয়ে গেল কাজটা,' বলল রসার, 'ওয়ারনার লিস্টটা কোথায় রেখেছে দেখেছ?'

'মানি-বেল্টেই তো ছিল!'

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। চট করে মুখ তুলে তাকাল দুজন, আড়ষ্ট হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে একজন ঘোড়সওয়ার। মোরালেসের ছাপরার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল সে, স্যাডল থেকে নামল, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, তাকিয়ে আছে রসারদের দিকে।

'একটু দাঁড়াও,' বলল রসার।

ওর দিকে তাকাল রোজ।

'ওই লোকটা কে জানো?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'বোধ হয়,' জবাব দিল রসার। 'আমার বিশ্বাস লোকটার নাম ব্রায়ান। এখন শোনো, রোজ,' আবার বলল ও; মানিবেল্টটা খুলে নিয়ে রোজের হাতে তুলে দিল। 'তোমার কোমরে জড়িয়ে নাও এটা জলদি করে। ওই লোকটার দিকেই এখন এগিয়ে যাব আমরা। ওর কাছাকাছি পৌঁছে আমি দাঁড়িয়ে পড়ব, কিন্তু তুমি থামবে না, সোজা এগিয়ে যাবে আমার ঘোড়ার দিকে। ঘোড়ায় চেপে বসে সোজা শহরের পথ ধরবে। মানিবেল্ট আর প্যাকেটটা লুই ব্র্যাডলির কাছে পৌঁছে দেবে বুঝতে পেরেছ কি বলছি?'

'হ্-হ্যাঁ। কিন্তু—'

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রসার।

'ব্ল্যাংকেটটা আরও উঁচু করে নাও,' বলল ও, 'মেক্সিক্যান মেয়েদের মত ঢেকে ফেলো মাথাটা। ব্রায়ান কিছু সন্দেহ করুক চাই না আমি। তোমাকে সে কোন প্রশ্ন করলে জবাব দেবে না। একভাবে এগিয়ে যাবে। পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার পর শহরেই তো যাবে?'

'যত তাড়াতাড়ি পারি।'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি!'

আবার মৃদু হাসল রসার।

'যদি কোন কারণে না ফিরি, আমার আত্মীয় স্বজন সবাই ডেনটনে থাকে, খবরটা ওদের পৌঁছে দিয়ো, কেমন? বিল ম্যাকডোনাল্ড ওখানে যাবার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করবে তোমাকে। আমার বাড়ি গিয়ে সব কিছু খুলে বললে ওরা ঠিক বুঝবে আমি ওদের কাছে কি আশা করছি!'

রোজকে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ দিল না রসার। সামনে ঠেলে দিল ওকে, প্রায় হোঁচট খেয়ে এগোতে শুরু করল রোজ। ওর দিকে এক নজর তাকাল রসার। ব্ল্যাংকেটে মাথা ঢেকে নিয়েছে মেয়েটা। অচিরেই মোরালেসের ছাপরার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওদের জরিপ করছিল দীর্ঘদেহী লোকটা।

'এই যে, তুমি,' রসারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'মোরালেস কোথায় জানো?'

রোজকে ঠেলে সরিয়ে দিল রসার।

'ভাগো!' চাপা কণ্ঠে বলল ওকে, 'যেভাবে বলেছি সেভাবে কাজ করবে, ঠিক আছে?'

হাঁটার গতি বাড়াল রোজ, প্রায় দৌড়াচ্ছে।

'তো?' আবার জিজ্ঞেস করল আগন্তুক, 'সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত ফালতু সময় আমার আছে ভেবেছ নাকি? মেক্সিক্যান ব্যাটা কই? আর তুমিই বা কে?'

'আমি রসার। ওদিকে আছে মোরালেস,' জবাব দিল রসার। ওয়ারনারের ছাপরার দিকে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করল। 'দেখা করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমি ডেকে আনছি ওকে,' বলল রসার। 'কি নাম বলব?'

'ব্রায়ান!' অধৈর্য কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'ব্যাটাকে জলদি আসতে বলো, নইলে তার ছাল তুলে ফেলব!'

আবার উল্টোপথ ধরল রসার।

'দাঁড়াও,' বলল ব্রায়ান, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'বেশ।'

অপেক্ষা করল রসার। দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ব্রায়ান। তারপর একসঙ্গে ওয়ারনারের ছাপরার দিকে এগিয়ে গেল।

'মোরালেস!' হাত দুটো চোঙের মত মুখের সামনে ধরে আচমকা চিৎকার করে ডেকে উঠল ব্রায়ান।

কোন সাড়া মিলল না।

'কোন্ দুঃখে যে মেক্সিক্যান শালার কথায় ভুলে ভাগ করার আগে ব্যাংকডাকাতির টাকাটা ওর হাওলায় রাখতে রাজি হয়েছিলাম এখন নিজের মাথাতেই ঢুকছে না!' আপনমনে বিড়বিড় করল ব্রায়ান। 'আমার হাইডআউটের চেয়ে এ জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়! আরে, ব্যাপার কি, ব্যাটা জবাব দেয় না কেন?'

'কি জানি,' বলল রসার, 'বোধ হয় তোমার গলা শুনতে পায়নি। কিংবা শ্যাকের পেছনে কোথাও লুকিয়েছে গিয়ে। এক কাজ করা যাক, তুমি একপাশ দিয়ে যাও, আমি যাই আরেকদিকে, ঠিক আছে? লোকটা ঘাপটি মেরে যেখানেই থাকুক না কেন আমরা দুজনে ঠিকই বের করে ফেলতে পারব তাকে।'

ঘোঁৎ করে সায় দিয়ে একদিকে সরে গেল ব্রায়ান। মাইক আর মোরালেসের লাশ ছাপরার যেপাশে পড়ে আছে সেদিকেই এগিয়ে গেল। ওয়ারনারের লাশের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সে। টপকে পার হলো সে লাশটা, তারপর মোরালেসের লাশের কাছে পৌঁছে আবার থামল। ব্রায়ানের হাতে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতে দেখে রসার বুঝে গেল সময় উপস্থিত। দপ করে নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠিটা, ওটা ঘাস স্পর্শ করার আগেই পিস্তল বেরিয়ে এল রসারের হাতে। আচমকা পেছনে সরে গেল ব্রায়ান, মোচড় খেল; সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে টান দিল রসার। ব্রায়ানের বুলেটটা রসারের মাথা থেকে টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল রসার, আবার উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান। এবার একসঙ্গে গর্জে উঠল দুজনের পিস্তল, মনে হলো একটা পিস্তলেরই ট্রিগার টানা হয়েছে, অসহ্য নীরবতা নেমে এল তারপর, গাছের পাতাও নড়ছে না যেন! একেবারে পাথর হয়ে গেছে ব্রায়ানের দীর্ঘ শরীর, অবশেষে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে।

পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল রসার। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর হাঁটতে শুরু করল আবার। প্রায় পরক্ষণেই ফের থমকে দাঁড়াল, ফিরে এসে মাটি থেকে টুপিটা তুলে নিল, ঘোরাল হাতের ওপর; গুলির ফুটোয় তর্জনী ঢোকাল একবার, তারপর মাথায় জুত করে বসিয়ে নিল ওটা।

মোরালেসের ছাপরার দিকে এগোতে যাবে, এই সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। ঘেসো মাঠের ওপর দিয়ে ঝড় তুলে ছুটে এল ঘোড়সওয়ার, রাশ টানল। ওর সামনে এসে পিছলে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাগি। মাটিতে পিছলে পড়ল একটা ব্ল্যাংকেট, তারপর ছিপছিপে গড়নের একটা মেয়ে রাইফেল হাতে ছুটে এল রসারের দিকে।

'রোজ,' বলল রসার, 'আমি!'

পরক্ষণে ওর বাহুতে ধরা দিল রোজ, যেন গলে যাবে। ওকে শক্ত করে ধরে থাকল রসার।

'গুলির শব্দ শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন পানি হয়ে গিয়েছিল,' রসারকে বলল রোজ, 'আর এগোতে পারলাম না আমি। হঠাৎ তোমার স্যাডলবুটে রাইফেলটা দেখতে পেয়ে ওটা বের করে প্রায় উড়ে ফিরে এসেছি। ব্রায়ান হলে আমি তাকে খুন করে ফেলতাম এখন!'

পরদিন সকাল। রসার আর বিল ম্যাকডোনাল্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে হোটেলের উল্টোদিকে, রাস্তার কার্ব-এ।

'মেয়েটাকে নিয়ে তাহলে বাড়ির পথ ধরছ!' বলল ম্যাকডোনাল্ড।

'হ্যাঁ।'

'বাড়ি গিয়ে কি করবে?'

হাসল রসার।

'র‍্যাঞ্চার হওয়ার চেষ্টা করব, বিল,' বলল ও।

হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল রোজকে।

'চলো,' ম্যাকডোনাল্ডকে বলল রসার।

সহজ পদক্ষেপে রাস্তা অতিক্রম করতে শুরু করল ওরা। মৃদু হেসে ওদের স্বাগত জানাল রোজ।

'তুমিই তাহলে ওকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছ না, ইয়াং উওম্যান?'প্রশ্নের সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, গম্ভীর চেহারায় চোখ কোঁচকাল।

'ওর কথায় গুরুত্ব দিয়ো না,' রোজকে বলল রসার। 'ওর নাম বিল ম্যাকডোনাল্ড। এমনভাবে কথা বলার চেষ্টা করে যাতে মনে হয় দুনিয়ায় বুঝি তারচেয়ে মন্দ লোক আর একজনও নেই, অথচ ভানটাও ঠিকমত করতে জানে না। তলে তলে একেবারে কাঁদা মাটির মত নরম ও। বিল, এ হলো রোজ!'

হাসল ম্যাকডোনাল্ড। রোজের একটা হাত ধরল।

'রোজ,' বলল সে, 'রোজ। সুন্দর নাম। তুমিও সুন্দর। কিন্তু ওর মত একটা ছেলেকে তুমি কেন বিয়ে করতে যাচ্ছ সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না!'

'হয়তো ওর লাল চুল আমার ভাল লাগে বলে,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল রোজ।

'তা হতে পারে, কারণ ওর চেহারা কিছুতেই ভাল লাগতে পারে না তোমার!'

'ওকে তো সুদর্শনই মনে হয় আমার!'

রোজকে কাছে টানল ম্যাকডোনাল্ড, ঝুঁকে এল ওর কানের কাছে।

'আমারও,' বলল ফিসফিস করে। 'আসল কথা, খাঁটি মানুষ ও, এক বিন্দু খাদ নেই কোথাও!'

রোজ মৃদু হাসল। ওকে ছেড়ে দিল ম্যাকডোনাল্ড।

'তোমাদের আগেই বলে রাখছি,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'আজ আমার সঙ্গে খাবে তোমরা, কেমন?'

'আচ্ছা,' বলল রসার। 'কয়েকটা কাজ বাকি আছে আমাদের।

দুপুরে তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হব, ঠিক আছে?'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ, এখানেই,' বলল রসার, 'দুপুরে।'

আচমকা ওদের চমকে দিয়ে তীর বেগে শহরে ঢুকল একজন ঘোড়সওয়ার। রসার আর ম্যাকডোনাল্ডকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি কমাল সে, ঘোড়া নিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে এল। এক হাত তুলে টুপির কিনারা স্পর্শ করে সম্মান জানাল রোজকে।

'খবর শুনেছ তোমরা?' উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল সে ওদের দুজনের কাছে। 'আর কোনদিন হামলা-টামলা হবে না আমাদের এখানে। সীমান্ত পেরিয়ে আসার সাহসই হবে না কারও। কাজ হয়ে গেছে!'

'কি বলছ তুমি?' জানতে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

শব্দ করে হাসল লোকটা, আরাম করে বসল স্যাডলে।

'একমিনিট একটু অপেক্ষা করো তোমরা,' শান্তকণ্ঠে রসারদের বলল সে, ঘোড়াসহ নিজেও কার্ব-এ চলে এল, 'এক মিনিটের বেশি লাগবে না!'

রসারের দিকে তাকাল ম্যাকডোনাল্ড।

'রোদের আঁচে লোকটার মাথায় বায়ু চড়েনি তো, জন?' জিজ্ঞেস করল বার-এম মালিক।

'ওর কথামত মিনিট খানেক অপেক্ষা করে দেখি না কি হয়,' বলল রসার, ঘোড়সওয়ারের দিকে তাকাল। 'ওকে তো আমার সুস্থই মনে হচ্ছে; চেহারায় খ্যাপাটে ভাব নেই মোটেই।'

ঠোঁট চেপে হাসল রাইডার। অবশেষে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। ঘুরে সেদিকে তাকাল রাইডার।

'ওই দেখো!' রাস্তার শেষ মাথার দিকে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এসে গেছে ক্যাভালরি! ঠিক সীমান্ত বরাবর একটা দুর্গ বানাবে ওরা। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তো এবার?'

দল বেঁধে রাস্তায় নেমে আসতে শুরু করেছে শহরবাসীরা। ওদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে শহরে ঢুকতে লাগল নীল-খাকি ইউনিফরম পরা ক্যাভালরি দলটা। মাঝ-সকালের মৃদু-মন্দ হাওয়ায় পত্‌পত্‌ উড়ছে ওদের নিশান। ক্লপ্‌-ক্লপ্‌ শব্দে অগ্রসরমান ঘোড়াগুলোর গায়ে লেগে ধাতব শব্দ তুলছে তাদের অস্ত্রগুলো।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার,' বিস্মিত সুরে বলল ম্যাকডোনাল্ড, 'এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল তাহলে!'

মিনিট খানেকের মধ্যেই অশ্বারোহীতে গিজগিজ করতে লাগল পুরো রাস্তা। ওদের পেছনে, বলতে গেলে যতদূর চোখ যায়, কেবল অশ্বারোহীদের দেখা যাচ্ছে। লাইন বেঁধে এগিয়ে আসছে ওরা।

'ওদের এখানে আসার পেছনে তোমার ভূমিকা কি?' জানতে চাইল রসার।

'আমার ভূমিকা?'

'হ্যাঁ। এই মাত্র তুমি বলছিলে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল তাহলে, তখনই আমি বুঝে গেছি তুমি যাই বলো না কেন আসলে ওদের আসার পেছনে তোমার হাত আছে। কিভাবে হাসিল করলে, ওঅশিংটনে তোমার সেই ভাইয়ের জোরে?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যাকডোনাল্ড।

'তারচেয়ে তুমিই আগে বলো না, ইয়াং ফ্রেন্ড, সেক্রেটারি অভ ওঅর আমার ভাইকে যখন প্রেসিডেন্টের অফিসে নিয়ে গেল তখন তোমার বন্ধু জাজ ম্যাককীভার কেন গিয়েছিল ওখানে? আর

সেক্রেটারির কাছে আমার ভাইয়ের দেখা করতে যাওয়ার কারণ শুনে প্রেসিডেন্ট আর জাজ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেই বা উঠেছিল কেন?'

এক হাতে রসারের একটা হাত ধরল রোজ, অন্য হাতে ম্যাকডোনাল্ডকে।

'তোমরা এখুনি ডিনারে নিয়ে চলো আমাকে,' বলল সে, 'বেশ খিদে পেয়েছে; খেতে খেতেই না হয় শুনি কত নামকরা লোকজনের সঙ্গে খাতির তোমাদের!'

কার্ব থেকে সরে এল ওরা। রোজকে নিয়ে পিট ম্যাকের স্যালুনে গিয়ে ঢুকল। ব্যাক রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা, হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল রসার, দুজনের কাছে অনুমতি নিয়ে চলে এল বারের কাছে, সামনে ঝুঁকে পড়ল।

'স্পেশাল কিছু আছে আজ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককে।

হাসল স্যালুন কীপার, মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ, দারুণ জিনিস!' জবাব দিল।

'কি সেটা?'

'ল্যাম্ব স্ট্যু!'

কথা হারিয়ে ফেলল যেন রসার।

'নিজের হাতে বানিয়েছি আমি,' বলে চলল বারটেন্ডার, 'জানো কার কাছ থেকে রেসিপি নিয়েছি? আসল স্ট্যু রান্নার কায়দা জানে এমন একজনের কাছ থেকে—মিসেস বিল ম্যাকডোনাল্ড!'

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan